শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি

শ্রীহরিনাম সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্যাবলীতে পরিপূর্ণ
এক বিশেষ গ্রন্থ

শ্রীসীতানাথ দাস মহাপাত্র
ভক্তিতীর্থ কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত

শ্রীহরিনামামৃত সিন্ধু

পণ্ডিত শ্রীসনাতন দাস শাস্ত্রী কর্ত্তৃক
সংশোধিত

সম্পাদনায়
পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রী

গৌড়ীয় প্রকাশন
শ্রীধাম বৃন্দাবন

প্রকাশকঃ-

শ্রীভাগবত নিবাস,বৃন্দাবন,মথুরা (উ.প্র) ভারত
পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রী
+917078220843 , +918218476676

প্রথম সংস্করণঃ—
শ্রীবসন্ত পঞ্চমী, ১৫ মাঘ, বঙ্গাব্দঃ- ১৪২৬
শ্রীকৃষ্ণাব্দ-৫২৫৫, শ্রীগৌরাঙ্গব্দঃ- ৫৩৪
৩০ জানুয়ারি, ২০২০

সেবানুকূল্যঃ **240** RS

প্রাপ্তিস্থানঃ-
শ্রীভাগবত নিবাস,বৃন্দাবন,মথুরা (উ.প্র) ভারত
পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রী
+917078220843 , +918218476676
Website:-www.Bhagwatpremsudha.com

* **হরিবোল কুটির,** পোড়াঘাট,নবদ্বীপ
শ্রীরসিকানন্দ দাসজী মহারাজ +919932860561

শ্রী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দচন্দ্রাভ্যাং নমঃ

ভূমিকা

ইহ জগতের যাবতীয় জীবগণের মধ্যে মানবগণ হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহ জগতের যাবতীয় বুদ্ধিমান মানবগণের প্রায় সকলেই পরকালকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ইহ কালের পর একটী পরকাল রহিয়াছে। মনুষ্যের মৃত্যুর পরবর্তীতে সেই পরলোকে তাহাকে সূক্ষ্ম শরীরে গমন করিতে হয়। মনুষ্যের মৃত্যু ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে যে এই দৃশ্যমান নরদেহের পতন। এই দেহের পতন তো সুনিশ্চিত। এই দেহের পতন হইলেও আত্মা চিরকাল থাকিবে। এই সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে অনিত্য জীব জড়দেহে সদ্ অসৎ কার্য্য সম্পাদিত করিয়া থাকে এবং সেই কর্ম্মানুযায়ী পরকালে (এই দেহ পতনে বা মৃত্যুর পর) সেই জড়দেহ সূক্ষ্মশরীরে শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে। মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান যাঁহারা অপ্রাকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই বর্ত্তমান কালের (ইহ জীবনের) সুখ দুঃখ বা ভালমন্দে আত্মহারা না হইয়া পরকালের ভাল মন্দ বা সুখ দুঃখের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকেন। কেননা ইহকাল ক্ষণিক দিন কয়েকের জন্যই পরন্তু পরকাল অনন্ত।

আমরা হিন্দু, আমাদিগের শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে পরকাল বিশ্বাস স্রোত প্রবাহিত। হিন্দুর হিন্দুত্বের পরিচয় ও হিন্দুর বিশেষত্বই হইতেছে পরকাল বিশ্বাস। ফলকথা হইতেছে যে পরকাল রহিয়াছে, শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রমাণের দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। মৃত্যু একদিন হইবেই ইহা সুনিশ্চিত। আবার সেই মৃত্যু যে কখন হইবে তাঁহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ শাস্ত্র বলিতেছে,—নিঃশ্বাসে নহি বিশ্বাসঃ কদা রুদ্ধো ভবিষ্যতি। অর্থাৎ নিশ্বাসের কোন বিশ্বাস নাই, প্রাণবায়ু যে কোন সময় রুদ্ধ হইতে পারে। যেকোন মুহূর্তে মৃত্যু হইতে পারে। সুতরাং ইহ জীবন ক্ষণস্থায়ী

এরূপ জানিয়া ইহ জীবনের ক্ষণিক সুখদুঃখে বিভোর না থাকিয়া অনন্ত অপার পরকালের মঙ্গলের জন্য সদ্য প্রস্তুত হওয়া বুদ্ধিমান মানবগণের প্রধান কার্য্য। যে ব্যক্তি যতই বুদ্ধিমান, তিনি ততই পরিণামদর্শী হইয়া থাকেন। সুতরাং বুদ্ধিমান মনুষ্য মাত্রেই পরকালের জন্য চিন্তাশীল। অতএব যাহাতে পরকালের মঙ্গল হয়, ইহজীবনে সেইকার্য্যে নিযুক্ত হওয়া প্রত্যেক মানবেরই প্রধান ও একান্ত কর্তব্য কর্ম্ম।

পরকালের মঙ্গলের জন্য কি করা কর্তব্য, তদ্বিষয়ে বিভিন্নজন বিভিন্নমত প্রদান করিয়াছেন। পরকাল সম্বন্ধে ইহ জগতে বহু মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, যাঁহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা সাধ্যাতীত। কোনটি ছাড়িয়া কোনটি আশ্রয় করিলে প্রকৃত পক্ষে পরকালের মঙ্গল হইবে তাহা নির্ণয় করা সুক্ষ্মধীগণের জন্যেও কষ্টসাধ্য সাধারণ মানবের ত কথাই নাই। বর্তমান কলিকালেও মতবাদের সীমাই নাই। এমন কি প্রত্যেক মানব পৃথক্ পৃথক্ মতাবলম্বী এবং তাঁহারা পরস্পর বিরোধী বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই ভয়ঙ্কর মতবিরোধীময় কলিকালে জীবের ভাগ্যে গৌড়দেশরূপ উদয়াচলে শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইয়া এমন একটী অপূর্বাদ্ভূত অদ্বিতীয় মধুর সাধন প্রচার করিলেন যে তাহাতে অতি অনায়াসে পরকালের সর্বপ্রকার মঙ্গল সাধিত হয় এবং তাহাতে কাহারও মত বিরোধ নাই। এই সাধনটী এমন যে যাঁহার আশ্রয়ে ঐহিক সর্বার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে, যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বদেশ, কাল, পাত্রোপযোগী, মধুর এবং আনন্দজনক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত সেই অপূর্বাদ্ভূত সাধনটী কি ? এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে যে, শ্রীভগবানের নামসংকীর্তন করাই হইল সেই মঙ্গলময় সাধন।

শ্রীগৌরাঙ্গ জানাইলেন :—

সংকীর্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥

কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন॥
অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশকাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়॥
সর্বশক্তি দিল নামে করিয়া বিভাগ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

দশে পাঁচে মিলে নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করিহ সবে হাতে তালি দিয়া॥
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত। *

এই নামসংকীর্ত্তন সাধন যে সর্ববাদী সম্মত তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। ভগবান্নামের জপ,কীর্ত্তনাদিতে কোন জাতির, কোন সম্প্রদায়ের কোন বাক্তির মত বিরোধ থাকিতেই পারে না। হিন্দুধর্ম্মের বেদ পুরাণ ইতিহাসে শ্রীভগবন্নামই হইতেছে একমাত্র জীবন স্বরূপ।
শাস্ত্র বলিতেছে—

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখোচ্চারিত এই নামসংকীর্ত্তন মহিমা সমস্ত বেদপুরাণ ইতিহাসে সিন্ধুআর্য্য বিজ্ঞগণ কর্তৃক সুক্ষ্মভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই

সকল প্রমাণসমূহ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠক অবগত হইতে পারিবেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ কলিহত জীবগণ এই হরিনামসংকীর্ত্তন মহিমা সম্বন্ধে পূর্ব্বে অবগত ছিল না, শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে আসিয়া কৃপা করিয়া জীবকে ইহা জানাইয়াছেন । হিন্দুধর্ম্মের পঞ্চোপাসকের মধ্যে বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য আদি উপাসকসম্প্রদায়ে শ্রীভগবন্নামসম্বন্ধে মত বিরোধ নাই । যেহেতু শৈবই হউন, শাক্তই হউন, সৌরই হউন বা গাণপত্যই হউন সকলেই বেদ শাসনাধীন । বেদানুশাসনে সর্বোপাসকের পক্ষে বিহিত সর্বোপাসনা প্রণালীর প্রথমেই আচমন মন্ত্রে শ্রীভগবন্নামাচ্চোরণ করিতে হয় ও কর্ম্মান্তে কর্ম্ম নিশ্ছিদ্র করিবার জন্য সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীভগবানের নাম সংকীর্তন করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিতে হয় ।

হিন্দু কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী প্রভৃতি সর্ব প্রকার সাধক ও সিদ্ধগণের পক্ষে সাধন ও সিদ্ধ উভয়াবস্থাতেই শ্রীভগবন্নাম পরমাবলম্বন ও পরম শ্রেয় স্বরূপ, ইহা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে সিদ্ধ আর্য্যগণ কর্তৃক নির্ণীত হইয়াছে ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ।।

শুকদেব বলিলেন–
হে রাজন ! এই যে শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তন ইহা ফলাকাঙ্ক্ষী পুরুষগণের তত্তৎফলের সাধন, ইহা মুমুক্ষুগণের মোক্ষ সাধন, ইহা জ্ঞানী যোগীগণের জ্ঞানযোগের পরম ফল এবং ইহা দেশকালপাত্রোপকরণাদি শুদ্ধাশুদ্ধিগত ভয়হীন পরম সাধন, অতএব কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী আদি সর্বপ্রকার সাধক ও সিদ্ধগণের ও সর্বজীবের ইহা অপেক্ষা অন্য পরম মঙ্গল আর নাই, ইহা কেবল আমিই (শুকদেবই) বলিতেছিনা, ইহা আমার পূর্বাচার্য্যগণ কর্তৃক অনাদিকাল হইতে নির্ণীত হইয়াছে ।

সুতরাং শ্রীভগবানের নামে কাহারও মতবিরোধ বা আপত্তি থাকিতে পারে না। মোট কথা শ্রীনামসংকীর্ত্তন সর্ব্ববাদী সম্মত এবং এই সর্ব্ববাদী সম্মত অপূর্ব্বাদ্ভূত সাধনটী যে ঐহিক, পারত্রিক, সর্ব্বার্থপ্রদ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্বদেশকালপাত্রোপযোগী, মধুর ও আনন্দময় সেই বিষয় এই গ্রন্থে বহুল শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সহ বিশেষরূপে আলোচিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। পাঠকগণ অন্ত পূর্বক মনোযোগ সহকারে গ্রন্থখানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। নামসংকীর্ত্তন এত অনায়াসসাধ্য যে তাহা বর্ণনাতীত, কোনও উদ্যোগ, আয়োজন, আয়াস, বা পরিশ্রমের প্রয়োজন ইহাতে নাই; খাইতে শুইতে যেকোন কার্য্যকর্ম্ম করিতে করিতে ওষ্ঠ নাড়িতে পারিলেই নামসংকীর্ত্তন সিদ্ধ হইবে। শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন যে কত আনন্দময় তাহা কোন ভাষায় বলিয়া ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। পাঠক মহোদয়গণ! একবার সুস্বরে শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন করিলেই নামের মধুরত্ব, আনন্দময়ত্ব অনুভব করিতে পারিবেন। গীতবাদ্য জীবমাত্রেরই আনন্দদায়ক, তাহাতে আবার স্বভাবমধুর শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তন, সুতরাং তাহা যে মধুরাদপি মধুর তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

সকল জীবের ইহকাল ও পরকালের বন্ধু ও পরম সম্বল শ্রীভগবন্নামে যে কত শক্তি এবং শ্রীভগবন্নাম যে কি বস্তু তাহা বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহেন। ক্ষুদ্রজীবের পক্ষে ত দূরের কথা, সিদ্ধ আর্য্যগণ এমন কি ব্রহ্মা, শঙ্কর, শেষও তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। নাম ভগবানের গুপ্ত ভাণ্ডারের ধন। স্বয়ং ভগবান্ দয়াল গৌরই এ হেন নামকে কলিকালের মতবিরোধপূর্ণ সাধনজগতে প্রচার করিয়া সকলকেই শান্তির শীতল ছায়ায় আকৃষ্ট করিয়াছেন। কলির জীবগণ অল্পায়ু, পাপী, তাপী, বৃথাভিমানী, কুটিল,রোগাদি উপদ্রব পূর্ণ এবং সর্বপ্রকার সাধনে অসমর্থ। দয়াল ভগবান্ গৌরচন্দ্র তাহাদের এই দূর্দ্দশা দেখিয়া কারুণ্য বশতঃ তাহাদিগকে ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বশ্রেয়লাভের পরম সরলোপায়

স্বরূপ শ্রীনামসংকীর্ত্তন শিক্ষা দিয়াছেন। কলিগ্রস্ত দূর্দ্দশাপন্নজীবের পক্ষে শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনই হইতেছে একমাত্র গতি, ইহা ভিন্ন কলিতে অন্যকোন গতি নাই।

নারদীয় পুরাণে উল্লেখিত রহিয়াছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

অর্থাৎ কলিযুগে হরিনাম, হরিনাম, কেবলমাত্র হরিনামই গতি। কলিতে ধ্যান, যজ্ঞ ও পরিচর্য্যাদি অন্য গতি নাই।

এই কলিজীবের এতই সৌভাগ্য যে কেবলমাত্র শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিলেই জীবের সর্বস্বার্থ লাভ হইয়া থাকে, একমাত্র শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনেই সর্ব্ব যুগগত সর্ব্ব মহাসাধনের সর্ব্ব মহাসাধ্য লাভ হইয়া থাকে।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যাঃ গুণজ্ঞা সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥

ভাগবত।

অর্থাৎ গুণজ্ঞ সারগ্রাহী আর্য্যসিদ্ধ ঋষিগণ কলিযুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন, যেহেতু কলিতে কেবলমাত্র শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনের দ্বারাই সর্বস্বার্থ লাভ হইয়া থাকে।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুস্ত্রেতায়াং যজতো ! মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

অর্থাৎ

সত্যে ধ্যানে ত্রেতায় যজ্ঞে দ্বাপরে অর্চ্চনে।
মিলে যাহা কলিতে তাহা কেশবকীর্ত্তনে ॥

বস্তুতঃ শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনের শক্তি অপার । দয়াল শ্রীগৌরচন্দ্রের পার্ষদগণ জীবের প্রতি সদয় হইয়া অবিচিন্ত্য মহাশক্তি সম্পন্ন ও দুর্জ্ঞেয় স্বরূপ শ্রীভগবন্নামের শক্তি ও স্বরূপতত্ত্ব বেদ-পুরাণাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার ফলেই অধমাধম আমরা হরিনামের শক্তি ও স্বরূপতত্ত্ব কিয়ৎপরিমাণে জানিতে পারিয়াছি।

গ্রন্থকার পূর্ব্ব মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই গ্রন্থে নামের স্বরূপ ও শক্তি তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । গোস্বামীবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রুতিস্মৃতিপুরাণ হইতে নামের শক্তি ও স্বরূপতত্ত্ব সংগ্রহ করতঃ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যাহা লিখিয়াছেন তৎসমস্ত এবং তদতিরিক্ত প্রাচীন ও আধুনিক মহাজনগণ নামসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সে সমুদায় একত্রিত করতঃ গ্রন্থকার এই গ্রন্থে সুশৃঙ্খলভাবে ক্রমানুযায়ী সুবিন্যাস করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নাম পরম মঙ্গলময়, পরম কল্যাণময়। এই কথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই যে আমি যখন শ্রদ্ধার সহিত নামগান করিলাম তখন তো তাহা ফলদায়ী হইবে পরন্তু অশ্রদ্ধায় উচ্চারিত নামে কি ফল প্রাপ্ত হইবে? । ইহার উত্তর হইতেছে যে, শ্রদ্ধায় হউক বা অশ্রদ্ধায় হউক নাম লইলেই জীবের পরম মঙ্গল হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র বলিতেছে—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥

অর্থাৎ সঙ্কেতে পরিহাসে স্তোভে বা হেলাতে ও ভগবন্নাম গ্রহণ করিলেও অশেষ পাপ হরণ হইয়া থাকে।

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা।
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ (**প্রভাসপুরাণ**)

অর্থাৎ হে ভৃগুবর ! শ্রদ্ধায় হউক বা হেলায় হউক কেহ যদি একবার মাত্র কৃষ্ণনাম গায়ন করিয়া থাকে তাহা হইলে হরিনাম সেই মনুষ্যকে উদ্ধার করিয়া থাকে ।

শাস্ত্র বলিতেছে যে,

নিঃশ্বাসে নহি বিশ্বাসঃ কদা রুদ্ধো ভবিষ্যতি ।
কীর্ত্তনীয়মতো বাল্যাদ্ধরের্নামৈব কেবলম্ ।।

অর্থাৎ নিঃশ্বাসের কোন বিশ্বাস নাই , প্রাণবায়ু যে কোন সময় রুদ্ধ হইতে পারে । যেকোন মুহূর্তে মৃত্যু হইতে পারে সেহেতু বাল্যকাল হইতেই হরিনাম কীর্তন করা উচিত ।

শাস্ত্র আরও বলিতেছে—

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং মায়াময়ং জগৎ ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং হরের্নামৈব কেবলম্ ।।
অহো দুঃখং মহাদুঃখং দুঃখাদ্ দুঃখতরং যতঃ ।
কাচার্থং বিস্মৃতং রত্নং হরের্নামৈব কেবলম্ ।।

ব্রহ্মা হইতে স্তম্বপর্য্যন্ত সকল জগত সংসার কেবল মায়াময় , কেবল মাত্র হরিনামই সত্য,হরিনামই সত্য, হরিনামই সত্য । অহো ! দুঃখ, মহান দুঃখ, দুঃখতর, দুঃখতম, ইহা হইতেও অধিক হইল শোক, যাঁহা কাঁচের ন্যায় । এক শোকরূপী কাঁচ হইতে নিবৃত্তির হেতু ভগবান কৃপা করিয়া বিষয়াসক্ত জীবসমূহকে হরিনামরূপী মহারত্ন প্রদান করিয়াছেন । যাঁহার কীর্ত্তন মাত্রেই সকল দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যায় ।

শাস্ত্রে আরও রহিয়াছে যে—

হরিঃ সদা বসেত্তত্র যত্র ভাগবতা জনাঃ ।
গায়ন্তি ভক্তিভাবেন হরের্নামৈব কেবলম্ ।।

ইহার অর্থ হইতেছে যে, যেস্থলে ভক্তগণ ভক্তিভাবে হরিনাম কীর্ত্তন

করিয়া থাকে সেস্থলে সাক্ষাৎ ভগবান্ সর্বদা বিরাজিত থাকেন।

শাস্ত্রে হরিনামের কত যে মহিমা বর্ণিত হইয়াছে তাহা লিখিয়া শেষ করা আমার ন্যায় অধমাধমের পক্ষে সম্ভব নয় । হরিনাম যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাতে কোন দ্বিমত নাই। হরিনাম স্মরণমাত্রেই জীবমাত্র সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। বিশেষত কলিযুগের প্রাণীদিগের জন্য শ্রীহরিনামই পরম সাধ্য ও পরম সাধন। যিনি ভক্তিভাবে শ্রীহরিনামের আশ্রয় করিয়া থাকেন অবশ্যই তাঁর জীবন সফল হইবে, তিনি নিশ্চই ভগবদ্ধামে গমন করিবেন। শ্রীহরিনাম জপ-কীর্ত্তনাদি করিবার জন্য বর্ণাশ্রমধর্মের কোন নিয়ম নাই। ইহ জগতের সকল জীবই হরিনাম কীর্ত্তনের অধিকারী, সকলেই হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমপদকে প্রাপ্ত করিতে পারেন। হরিনাম মানবমাত্রের জন্যই কল্যাণকর।

এই গ্রন্থে গ্রন্থাকার শ্রীসীতানাথ দাস ভক্তিতীর্থ মহাশয় শ্রীহরিনামের মহিমাকে বিশেষরূপে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি বহুকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বৈষ্ণব সমাজে অতীব সমাদৃত হইয়াছিল। বহুকাল যাবৎ ইহার প্রকাশন না হওয়ায় গ্রন্থখানি বিলুপ্ত হইয়াছে। আমি গ্রন্থখানির একটি মাত্র প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া পুনরায় লিখিয়া ইহার সম্পাদনা করিয়াছি। পূর্বে যখন এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল তখন গ্রন্থখানিতে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহে অনেক ত্রুটি রহিয়াছিল। **শ্রীসনাতন দাস শাস্ত্রীজী মহারাজ** এই গ্রন্থের ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন সেহেতু তাহাকে আমি আন্তরিকভাবে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। **গৌড়ীয় প্রকাশন** কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

নিবেদক
রঘুনাথ দাস

সূচিপত্র

বিবরণ **পৃষ্ঠাঙ্ক**

বিবরণ **পৃষ্ঠাঙ্ক**

\- - - - - * - - - - -

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীহরিনামামৃত সিন্ধু

মঙ্গলাচরণ

বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১ ॥

দীক্ষাশিক্ষাগুরু যত বৈষ্ণবের গণ।
রূপ রঘুনাথ জীব আর সনাতন ॥
ভট্টযুগ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দ।
পরিজন সহ মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ॥
ললিতাবিশাখা আদি সহ রাধাকৃষ্ণ।
সবার চরণ বন্দি পূরাও অভীষ্ট ॥ ১ ॥

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ,
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥ ২ ॥

আজানুলম্বিত ভুজ কমলনয়ন।
কীর্ত্তনজনক কান্তি সুবর্ণসমান ॥

যুগধর্ম্মসুপালক করুণাবতার।
দ্বিজবর জগতের হিতের আধার ॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রভুনিত্যানন্দ।
বন্দি আমি প্রভুযুগপদ অরবিন্দ ॥ ২ ॥

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥ ৩ ॥

জগন্নাথসুত গৌর ত্রিকালসুসত্য।
নমি তাঁর পুত্র আর কলত্র সভৃত্য ॥ ৩ ॥

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিযত্নং।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥ ৪ ॥

জয় জয় আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণনাম।
তবাশ্রয়ে হয় সর্ব্ব দুঃখের বিরাম ॥
স্বধর্ম্ম আচার আর ধ্যান পূজাদির।
ক্লেশ বিনাশিয়া প্রেমে মাতাও অচীর ॥
কোন রূপে নাম ! তব পরশ ঘটিলে।
সুদুর্ল্লভ মুক্তিপদ প্রাণীমাত্রে মিলে ॥
একমাত্র তুমি মম জীবন ভূষণ।
অন্তরে বাহিরে বিরাজহ অনুক্ষণ ॥ ৪ ॥

তেভ্যো নমোঽস্তু ভববারিধিজীর্ণপঙ্ক,
সংলগ্নমোক্ষণবিচক্ষণপাদুকেভ্যঃ।
কৃষ্ণেতিবর্ণযুগলশ্রবণেন যেষা-
মানন্দথুর্ভবতি নৃত্যতি রোমবৃন্দঃ ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণনাম শুনি রোমবৃন্দ নৃত্য করে।
আনন্দ কম্পন হয় যাঁহার শরীরে ॥
ভবসিন্ধুপঙ্কমগ্ন জীবের উদ্ধার।
বিচক্ষণ তিঁহ নমি চরণে তাঁহার ॥ ৫ ॥

হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ।
দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥ ৬ ॥

হরিভক্ত যিঁহ পরায়ণ হরিনাম।
দুর্ব্বৃত্ত বা সুবৃত্ত বা তাঁহারে প্রণাম ॥
জয় গুরুদেব কৃপাবিগ্রহস্বরূপ।
শুদ্ধভক্তিনামতত্ত্ব প্রচারক ভূপ ॥
জয় শ্রীগৌরাঙ্গহরি কীর্ত্তনজনক।
জয় নিত্যানন্দ নামপ্রেমপ্রচারক ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র জয় গদাধর।
জয় শ্রীবাসাদি গৌরভকতনিকর ॥
জয় গৌরপ্রিয়তম গোস্বামীর গণ।
জয় ত্রিকালের যত ভক্ত মহাজন ॥
জয় জয় হরিদাস জগত আচার্য্য।
আচার প্রচার নাম যাঁর দুই কার্য্য ॥
জয় ঐকান্তিক-নামনিষ্ঠ-ভক্তগণ।
কৃপাকরি সবে কর অভীষ্ট পূরণ ॥
জয় জয় হরিনাম প্রেমামৃতসিন্ধু।
মোর চিত্তমরু সিক্ত কর দিয়া বিন্দু ॥
তব সন্নিধানে মম এই নিবেদন।
স্ফুর্ত্তি হও মোর সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ ॥

তোমার মহিমা সদা গাইয়া লিখিয়া।
যাপিয়া জীবন যেন যাই হে মরিয়া ।।
নামের মহিমা জানি মুগ্ধজীবচয়।
একান্তে করয়ে যেন নামের আশ্রয় ।।
এ বাসনা চিত্তে মোর বাড়িয়া প্রবল।
লিখাইছে গ্রন্থ কিন্তু নাই বিদ্যাবল ।।
অচিন্ত্য নামের শক্তি অপার অনন্ত।
আপনি শ্রীহরি যার নাহি পান অন্ত ।।
আমি অজ্ঞ কি করিব তাহার বর্ণন।
শাস্ত্রমত করি কিছু দিক্ দরশন ।।

(৩)

গীত

কর্ম্ম যোগ জ্ঞান হ'তে বলবান।
ভক্তি সর্বশাস্ত্রে কয়।
সর্বভক্তি মাঝ নাম মহারাজ
নামসম কেহ নয় ।।
বিষ্ণুনাম যত সকলেই সত্য।
সকলে সাধন শ্রেষ্ঠ।
শক্তির বিচার কৈলে পুনর্ব্বার।
আছে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ।।
যেই ফল মিলে আবৃত্তি করিলে
বিষ্ণুর সহস্র নাম।
লভে সেই ফল জীবে অবিকল
এক বার বলে রাম ।।

তিনবার রাম নামের সমান
এক কৃষ্ণনাম শুনি ।
কৃষ্ণকৃষ্ণ নামে অভেদ বাখানে
পুরাণে যতেক মুনি ॥
কৃষ্ণকৃষ্ণ নাম হ'লে ও সমান
কৃষ্ণ হতে নাম গুরু ।
দ্বারকাপুরেতে চড়িয়া তুলেতে
দেখাল কল্পতরু ॥
নামী হ'তে নাম শক্ত্যে বলবান
শাস্ত্রে কয় ফুকারিয়া ।
নামী যাহা নারে ভক্তে তাহা পারে
নামমাত্র উচ্চারিয়া ॥
সাধ্য ও সাধন নাম দুই হন্
নামীত কেবল সাধ্য ।
নাম চিন্তামণি চিদ্‌রস খনি
তাই নাম সর্ব্বারাধ্য ॥
শ্রীকৃষ্ণের নাম সম বলবান
আরত কিছুই নাই ।
জীবে কৃপা করি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি
এতত্ব জানাল ভাই ॥
নৈলে কে জানিত শাস্ত্রেই রহিত
গোলোক সম্পত্তি নাম ।
গৌরাঙ্গ কৃপায় কলিজীবে পায়
নাম চিদানন্দধাম ॥
নগরে নগরে গিয়া ঘরে ঘরে
জনে জনে গৌরহরি ।

করেতে ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বলাইল নাম হরি ॥
হেন অবতার কেবা আছে আর
হয় না হবার নয়।
দুবাহু তুলিয়া বদন ভরিয়া
বল শ্রীগৌরাঙ্গ জয় ॥
বহুত প্রকার নামের প্রচার
জগত মাঝেতে হয়।
হরি কৃষ্ণ রাম মুখ্য তিন নাম
সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারয় ॥
হরি কৃষ্ণ রাম গাঁথি তিন নাম
হরিনাম মালা করি।
যত নারী নরে জঙ্গম স্থাবরে
পরাইল গৌরহরি ॥
এ নাম মহিমা কেবা পায় সীমা
অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব ভাই।
সাধন সম্রাট ক্ষমতা বিরাট
অন্যাপেক্ষা কিছু নাই ॥
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ধনী বা কাঙ্গাল
কি পুরুষ কিবা নারী।
কুলীন পতিত মুর্খ কি পণ্ডিত
সবে সম অধিকারী ॥
নাহি দেশকাল আশ্রম বিচার
শুদ্ধাশুদ্ধ পাত্রাপাত্র।
শৌচেতে বসিয়া হারাম বলিয়া
হ'ল ম্লেচ্ছ মুক্তিপাত্র ॥

প্রাকৃতাপ্রাকৃতে নামের সহিতে
তুলনা কিছুই নাই ॥
দৃঢ় শ্রদ্ধা করি অপরাধ ছাড়ি
নাম লৈলে প্রেম পাই ॥
জয় হরি নাম হরে কৃষ্ণ রাম
তোমার বালাই যাই।
দীন তীর্থ কয় সদাস্ফুর্তি হও
আর কিছু নাহি চাই ॥

লহরী বা শক্তিনির্দ্দেশ

নামেতে নিখিলপাপ হয় উম্মুলন।
ভস্ম হয় তুলরাশি অগ্নিতে যেমন ॥ ১ ॥
কলিতে এমত কোন পাপ নাহি হয়।
নাম উচ্চারণমাত্রে যাহা নহে ক্ষয় ॥ ২ ॥
নামসংকীর্ত্তনে যাঁর হয় শ্রদ্ধোদয়।
কুল সঙ্গী আদি তাঁর পবিত্র নিশ্চয় ॥ ৩ ॥
নামে হয় সর্ব্ববিধব্যাধির বিনাশ।
মহৌষধ হরিনাম পুরাণে প্রকাশ ॥ ৪ ॥
হরিনামে হয় সর্ব্দুঃখ উপশম।
সর্ব্বারিষ্ট উপদ্রবে নাম যেন যম ॥ ৫ ॥
ঘোরকলিবাধা নামে হয় অপহার।
কলিতে নামের শক্তি অনন্ত অপার ॥ ৬ ॥
নামেতে নারকীগণ হইয়া উদ্ধার।
সুখে বিষ্ণুলোকে যায় পুরাণে প্রচার ॥ ৭ ॥

নামেতে জীবের হয় প্রারব্ধবিনাশ।
নামোদয় মাত্র ছিন্ন হয় কর্ম্মপাশ ॥ ৮ ॥
হরিনামে সর্ব্ব অপরাধের খণ্ডন।
নামাপরাধ ও নামে হয় বিমোচন ॥ ৯ ॥
নাম হন সব কর্ম্মসম্পূর্ণকারক।
নামবিনা নহে কর্ম্ম ফলপ্রদায়ক ॥ ১০ ॥
সর্ব্ববেদাধিক হন্ শ্রীহরির নাম।
নহে সম ঋক্ যজু অথর্ব্ব ও সাম ॥ ১১ ॥
সর্ব্বতীর্থ হৈতে বড় হরিনাম হন্।
নামসংকীর্ত্তনকারী তীর্থের পাবন ॥ ১২ ॥
সর্ব্বসৎকর্ম্ম অধিক হন্ হরিনাম।
নামাভাসে পূর্ণ হয় যার যেই কাম ॥ ১৩ ॥
সর্ব্ব অর্থপ্রদ নাম এই কলিকালে।
নামের কীর্ত্তনে হেলে সর্ব স্বার্থ মিলে ॥ ১৪ ॥
শ্রীহরির নাম হন্ সর্ব্বশক্তিমান।
নাহি কোন বস্তু হরিনামের সমান ॥ ১৫ ॥
হরিনাম জগতের আনন্দজনক।
নামশশী প্রেমানন্দবারিধিবর্দ্ধক ॥ ১৬ ॥
যাঁহার জিহ্বাগ্রে বিরাজেন হরিনাম।
ভুবনবন্দিত তিঁহ গুরু গরীমান ॥ ১৭ ॥
হরিনাম একমাত্র অগতির গতি।
সে পায় পরমগতি নামে যাঁর রতি ॥ ১৮ ॥
সর্বদা করিবে নাম নাহি কোন বিধি।
দেশকাল শৌচাশৌচ পাত্রপাত্র আদি ॥ ১৯ ॥
দিতে মুক্তি মহাশক্তি হরিনাম ধরে।
নামাভাসে অনায়াসে প্রাণী ভব তরে ॥ ২০ ॥

বৈকুণ্ঠে আশ্রয় মিলে হরিনামগানে।
এ মহিমা বাখানয়ে সকল পুরাণে ॥ ২১ ॥
কলিতে যে কোনরূপে নামের কীর্ত্তনে।
বৈকুণ্ঠেতে যায় জীব বিষ্ণুর সদনে ॥ ২২ ॥
হরিনামসংকীর্ত্তনে হরির সন্তোষ।
সংকীর্ত্তনকারীর না হেরে হরি দোষ ॥ ২৩ ॥
হরিনামগানে হরি হন্ ভক্তবশ।
ঐকান্তিকভক্তগণ জানে এই রস ॥ ২৪ ॥
সর্ব্বপুরুষার্থসার শ্রীকৃষ্ণের নাম।
বেদকল্পলতিকার সৎফল সমান ॥ ২৫ ॥
ভক্তির প্রকার যত আছয়ে প্রচার।
হরিনাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ নির্দ্ধার ॥ ২৬ ॥
বিশেষতঃ কলিকালে হরিসংকীর্ত্তন।
সর্ব্বভক্তি অঙ্গশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রে নিরূপণ ॥ ২৭ ॥
নাম নামী একতত্ত্ব অভিন্ন উভয়।
পূর্ণ শুদ্ধ নিত্যমুক্ত চিদানন্দময় ॥ ২৮ ॥
নামী হৈতে নাম বড় শাস্ত্রের বচন।
ভারতে ও রামায়ণে ফুকারিয়া কন ॥ ২৯ ॥
পূর্ব্বমহাজনগণ জানি নামতত্ত্ব।
নামে মজি বাখানয়ে নামের মহত্ত্ব ॥ ৩০ ॥
সকল নামের মুখ্য শ্রীকৃষ্ণের নাম।
প্রেমধন প্রদানিতে শক্তি বলবান ॥ ৩১ ॥
হরিনাম প্রচারিতে গৌর অবতার।
নাম বিনা প্রভু নাহি উপদেশে আর ॥ ৩২ ॥
গৌরাঙ্গপার্ষদ আর ভক্তগণ যত।
হরিনাম সর্ব্বসার সবার সম্মত ॥ ৩৩ ॥

হরিনাম মহামন্ত্র স্বতন্ত্র সাধন।
সাধ্যে অবধি রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩৪ ॥
হরিনামে সর্ব্বসিদ্ধি গৌরশিক্ষাসার।
ইথে যার নাহি রতি গতি নাহি তার ॥ ৩৫ ॥
নামমহিমাতে যার অবিশ্বাস হয়।
নরকে নিবাস তার নিশ্চয় নিশ্চয় ॥ ৩৬ ॥

প্রথম লহরী

॥ হরিনাম নিখিল পাপোন্মূলক ॥

নামেতে নিখিলপাপ হয় উন্মুলন।
ভস্ম হয় তুলারাশি অগ্নিতে যেমন ॥

হরিভক্তি সুধোদয়ে চোক্তং নারদেন-

অহো সুনির্ম্মলা যূয়ং রাগো হি হরিকীর্ত্তনে।
অবিধূয় তমঃ কৃৎস্নং নৃণাং নোদেতি সূর্য্যবৎ ॥

নারদ বলিলেন আহা ! তোমাদের অন্তঃকরণ কি সুনির্ম্মল, যেহেতু হরিনামকীর্ত্তনে তোমাদের অনুরাগ দেখা যাইতেছে। কেননা যেরূপ অগ্রে অন্ধকার বিনাশ না করিয়া সূর্য্যের উদয় সম্ভব হয় না, সেইরূপ নামতপন অগ্রেই তোমাদের হৃদয়ের তমঃ (পাপমল) ধবংস করিয়া রসনায় উদিত হইয়াছেন।

গরুড় পুরাণে-

পাপানলস্য দীপ্তস্য মা কুর্ব্বন্তু ভয়ং নরাঃ।
গোবিন্দনামমেঘৌঘৈর্নশ্যতে নীরবিন্দুভিঃ ॥

হে নরগণ তোমরা দীপ্ত পাপবহ্নি দেখিয়া ভীত হইও না,গোবিন্দ নামরূপ মেঘপুঞ্জের বারিবিন্দুসমূহ দ্বারা ঐ পাপাগ্নি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব ॥ (গ. পু)

বৃকদ্বারা অবরুদ্ধ হরিণ যেমন ভয়ে আকুল হয় এবং অকস্মাৎ আগত সিংহকে অবলোকন করিয়া ভীতিভরে বৃক পলায়ন করিলে মৃগ যেমন

মুক্ত হয়, তদ্রুপ পাপীলোক অবশেও হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া অনায়াসে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

যন্নামকীর্ত্তনং ভক্ত্যা বিলাপনমনুত্তমং।
মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতূনামিব পাবকঃ ॥ (পদ্ম. পু)

যেমন উদ্বর্ত্তন ও প্রক্ষালনাদি দ্বারা সুবর্ণাদি ধাতুর বাহিরের মলই নষ্ট হয়, অন্তর সংযুক্ত মল বিনষ্ট হয় না, কিন্তু অগ্নি দ্বারা বাহ্য ও অন্তর্ম্মল উভয়ই বিনষ্ট হইয়া সম্যক্ রূপে শোধিত হয় তদ্রুপ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা জীবের বাহিরের পাপমাত্রই বিনষ্ট হয়, অন্তরের পাপবীজ বা পাপ বাসনা বিনষ্ট হয় না, কিন্তু নামকীর্তন দ্বারা বাহিরের প্রকাশিত পাপ ও অন্তরের পাপবীজ, পাপবাসনা সমস্তই সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যস্মিন্ ন্যস্তমতির্নযাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে,
বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসো ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ।
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ
কিঞ্চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে ॥ (বি.পু)

যাঁহাতে চিত্তার্পণ করিলে কখনও নরক দর্শন হয় না, যাঁহার ধ্যানে স্বর্গপ্রাপ্তি ও বিঘ্ন বলিয়া প্রতীতি হয়, যাঁহার সমাধিতে ব্রহ্মলোকও অতি তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে, যে অব্যয় পুরুষ অমলচিত্ত মানবগণের অন্তরে অবস্থিত হইয়া মুক্তি প্রদান করেন সেই ভগবন্নামকীর্ত্তনে যে পাপ বিদূরিত হইবেনা ইহাতে আশ্চর্য বা সন্দেহ কি ?

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে-

সায়ং প্রাতস্তথা কৃত্বা দেবদেবস্য কীর্ত্তনং।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥

কি প্রাতঃ কি সায়ংকালে দেবদেব শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিলেই সর্বপাপ

হইতে মুক্ত হইয়া সুখে স্বর্গলোকে বাস ঘটিয়া থাকে।

বামন পুরাণে-

নারায়ণো নাম নরো নরাণাং
প্রসিদ্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাং।
অনেকজন্মার্জ্জিতপাপসঞ্চয়ং
হরত্যশেষং শ্রুতমাত্র এব ॥

যেরূপ প্রসিদ্ধ চৌর ব্যক্তি স্বীয় কার্য্য দ্বারা সংসারে পরিচিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ নারায়ণ নামরূপ চৌর পৃথিবীমণ্ডলে অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সামান্য তস্করের দ্বারা লোকের বাহিরের অর্থাদি অপহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু এই তস্করের কেবল নাম শ্রবণ মাত্রেই অন্তরের অনেক জন্মার্জ্জিত সঞ্চিত পাপভার নিঃশেষে অপহৃত হয়।

স্কন্দ পুরাণে-

গোবিন্দেতি তথা প্রোক্তং ভক্ত্যা বা ভক্তিবর্জ্জিতৈঃ।
দহতে সর্ব্বপাপানি যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ (স্ক.পু)

গোবিন্দ এই নাম ভক্তি বা অভক্তি যেরূপে হউক উচ্চারিত হইলেই ঐ নাম যুগান্তকালীন সমুত্থিত অগ্নির ন্যায় সকল পাপ দগ্ধ করিয়া থাকেন।

গোবিন্দনাম্না যঃ কশ্চিন্নরো ভবতি ভূতলে।
কীর্ত্তনাদেব তস্যাপি পাপং যাতি সহস্রধা ॥

মনুষ্যলোকে কাহারও গোবিন্দ নাম থাকিলে, যদি লোকে তাকে আহ্বান করে, তাহা হইলে ঐ নামপ্রভাবেও পাপরাশি সহস্র প্রকারে অপসৃত হইয়া যায়।

কাশীখণ্ডে-

প্রমাদাদপি সংস্পৃষ্টো যথাঽনলকণো দহেৎ।
তথৌষ্ঠপুটসংস্পৃষ্টং হরিনাম দহেদঘম্ ॥

প্রমাদবশতঃ ও অগ্নিস্পর্শে যেরূপ দেহ দগ্ধ হয়, সেইরূপ কোনও রূপে হরিনাম অধরোষ্ঠে সংস্পৃষ্ট হইলেই পাপদগ্ধ করিয়া থাকেন।

বৃহন্নারদীয়ে-

নরাণাং বিষয়ান্ধানাং মমতাকুলচেতসাম্।
একমেব হরের্ন্নাম সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥

বিষয়ান্ধ ও মমতাকুলচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে একমাত্র হরিনামই সর্ব্ব পাপবিনাশক।

বৃহন্নারদীয়ে-

হরি সকৃদুচ্চরিতং দস্যুচ্ছলেন যৈর্মনুষ্যৈঃ।
জননীজঠরমার্গলুপ্তা ন মম পটলিপি বিশন্তি মর্ত্যাঃ ॥

যম বলিতেছেন যে সকল মনুষ্য ছলক্রমেও "হরি হরি " এই শব্দ একবার মাত্র উচ্চারণ করে তাঁহাদিগের জননীজঠর পথ লুপ্ত হইয়া যায় এবং তাঁহারা আর আমার পটলিপিমধ্যে প্রবেশ করে না অর্থাৎ তাহারা মুক্ত হইয়া যায়।

পদ্মপুরাণে নারদের উক্তি-

হত্যাযুতং পানসহস্রমুগ্রং
গুর্ব্বঙ্গনাকোটিনিষেবণঞ্চ।
স্তেয়ান্যনেকানি হরিপ্রিয়েন
গোবিন্দনাম্না নিহতানি সদ্যঃ ॥

লোকে যদি অযুত ব্রহ্মহত্যা, সহস্র ভীষণ সুরাপান, কোটী গুর্ব্বঙ্গনা

গমন এবং অসংখ্য বিপ্র স্বর্ণাদি অপহরণ করে, তাহা হইলেও হরিপ্রিয় গোবিন্দনামে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনষ্ট হয়।

অনিচ্ছয়াপি দহতি স্পৃষ্টো হুতবহো যথা।
তথা দহতি গোবিন্দনামব্যাজাদপীরিতম্॥ (ঐ)

যেমন অনিচ্ছায় অগ্নিস্পর্শ হইলেও সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হয়, তদ্রূপ পুত্রাদির নামচ্ছলেও গোবিন্দ নাম কীর্ত্তিত হইলে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
দুরিতানি বিলীয়ন্তে তমাংসীব দিনোদয়ে॥ (ঐ)

অমিততেজশালী শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর নামকীর্ত্তনমাত্রেই, দিবা প্রকাশে যেরূপ অন্ধকার বিনষ্ট হয় তাহার ন্যায়, পাপ সকল বিলীন হইয়া যায়।

নান্যৎ পশ্যামি জন্তূনাং বিহায় হরিকীর্ত্তনম্।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তম॥ (ঐ)

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! প্রাণীগণের হরিকীর্ত্তনব্যতিরেকে সর্ব্বপাপপ্রশমনকারী অন্য প্রায়শ্চিত্ত আর দেখিতে পাইতেছি না।

ষষ্ঠস্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে ৭ম শ্লোক হইতে অজামিলোপাখ্যানে-

অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নামস্বস্ত্যয়নং হরেঃ॥

বিষ্ণুপার্ষদগণ বলিলেন-
হে কৃতান্তকিঙ্করগণ ! এই অজামিল জন্মাবধি কোটি কোটি পাপ করিয়া ছিল বটে, কিন্তু যে হরিনাম কেবল প্রায়শ্চিত্ত নহে কিন্তু পরম স্বস্ত্যয়ন

অর্থাৎ মোক্ষপদ তাহা যখন বিবশে উচ্চারণ করিয়াছে, তখন আর এব্যক্তি পাপী নহে ।

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে ।
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিস্কৃতম্
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥ (ভা.পু)

যমানুচরগণ ! তোমরা এমত আশঙ্কা করিও না যে অজ্ঞান কৃত পাপ নামবলে বিনষ্ট হয়, জ্ঞানকৃত মহাপাতক সকল সহস্র প্রকারে কৃত হইলে দাদ্বশাব্দিক কোটি কোটি ব্রতাচরণেও নিবৃত্ত হয় না, এবিষয়ে স্থুল সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর । স্বর্ণাপহারী, সুরাপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীঘাতী, রাজহত্যাকারী, গোহত্যাকারী ও অন্যান্য পাপাচারী সকলেরই পক্ষে নারায়ণের নামকীর্ত্তন প্রধান প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কীর্তিত আছে, যেহেতু নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিবা মাত্রই নামোচ্চারণকারী ব্যক্তিগণের বিষয়ে নারায়ণের মতি হয় অর্থাৎ নারায়ণ মনে করেন যে এই নামোচ্চারক ব্যক্তি আমার লোক, এজন্য ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য ।

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি
স্তথা বিশুদ্ধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ ।
যথা হরের্নাম পদৈরুদাহৃতৈ
স্তদুত্তম শ্লোকগুণোপলম্ভকম্ ॥ (ভা.পু)

ভগবান্ হরির নামোচ্চারণে জীব যেরূপ শুদ্ধিলাভ করে, মনু প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী মুনিগণ পাপনিষ্কৃতি নিমিত্ত যেসকল ব্রত প্রায়শ্চিত্তাদির বিধান করিয়াছেন তাহাতে পাপী ব্যক্তির তদ্রূপ শুদ্ধি ঘটেনা। অপর নামোচ্চারণে পাপনাশভিন্ন অন্য ফলও জন্মিয়া থাকে, যেহেতু নারায়ণ নামোচ্চারণে

পাপনাশের সহিত উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণসকলও প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় পাপক্ষয়মাত্রে পরিক্ষীণ হয় না।

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ (ভা.পু)

সঙ্কেতে অর্থাৎ পুত্রাদি নামগ্রহণে, পরিহাসে, গীতাদিতে বা অবহেলা ক্রমে ভগবান নারায়ণের নাম উচ্চারিত হইলে অশেষ পাপ বিনষ্ট হয়ে থাকে।

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাম্ ॥ (ভা.পু)

গৃহাদি হইতে পতিত, অথবা পথে যাইতে যাইতে স্খলিত, কিম্বা ভগ্নগাত্র, অথবা সর্পাদি কর্ত্তৃক দংশিত, কিম্বা জরাদিযোগে সন্তপ্ত, অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশেও যে কোন পুরুষ, যদি "হরি" এই শব্দটা উচ্চারণ করে তবে তাহাকে আর নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় না।

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তম শ্লোকনাম যৎ।
সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥

শ্রীভগবন্নামের পাপক্ষয় ক্ষমতা জানিয়াই হউক অথবা না জানিয়াই হউক কীর্ত্তন করিলে, অগ্নি যেমন কাষ্ঠসকলকে দগ্ধ করে, তাঁহার ন্যায় পাপ সমূহ ও ভস্মীভূত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১৩ অঃ ৮ শ্লোকে- শ্রী**শুকদেবের বাক্য -**

ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্য্যহাঘবান্।
শ্বাদঃ পুল্কসকো বাপি শুদ্ধেরন্ যস্য কীর্ত্তনাৎ ॥

শ্রীশুকমুনি বলিলেন যে ব্রহ্মঘাতী, পিতৃঘাতী গোহত্যাকারী, মাতৃঘাতী, গুরুহন্তা, কুকুরভোজী, চণ্ডাল বা অন্য পাতকী ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তনে পবিত্র হইয়া থাকে।

লঘুভাগবতে-

বর্তমানস্তু যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ ॥

যে পাপ বর্তমান অর্থাৎ হইতেছে, যে পাপ হইয়াছে এবং যে পাপ হইবে তৎসমুদয় পাপ ভগবানের নামকীর্তনরূপ অগ্নিতে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় দগ্ধ হইবে।

সদা দ্রোহপরো যস্তু সজ্জনানাং মহীতলে।
জায়তে পাবনো ধন্যে হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥

পৃথিবীতলে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সাধুদিগের দ্রোহ করে, নিরন্তর হরিনাম কীর্ত্তন করিলে সে ব্যক্তিও অপরাধ মুক্ত হইয়া ধন্য এবং পবিত্র হইয়া থাকে।

কূর্ম্ম পুরাণ-

বসন্তি যানি কোটিস্তু পাবনানি মহীতলে।
ন তানি তত্তুলাং যান্তি কৃষ্ণনামানুকীর্ত্তনে ॥

মহীতলে যে সকল কোটি কোটি পবিত্রকারী বস্তু আছে সে সমুদয় কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনরূপ পরম পাবনের তুল্য হইতে পারে না।

বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণে-

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকীজনঃ ॥

পাপকরণ বিষয়ে হরিনামের যত শক্তি আছে, পাতকীজন সে পরিমাণ পাপ করিতে সমর্থ হয় না।

ইতিহাসোত্তমে-

শ্বাদোপি ন হি শক্নোতি কর্ত্তুং পাপানি যত্নতঃ।
তাবন্তি যাবতী শক্তির্ব্বিষ্ণোর্নাম্নোঽশুভক্ষয়ে ॥

বিষ্ণুনামের অশুভ ক্ষয় করিতে যত শক্তি আছে নিত্যকুকুরভক্ষণশীল পরমপাপজাতি ও তত পাপ করিতে সমর্থ হয় না।

দ্বিতীয় লহরী

॥ কলিতে বিশেষ পাপোন্মুলক ॥

কলিতে এমত কোন পাপ নাহি হয়।
নাম উচ্চারণমাত্রে যাহা নহে ক্ষয় ॥

স্কন্দ পুরাণে-

তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগ্জং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনং ॥

কলিযুগে গোবিন্দনাম যে পাপ ক্ষয় করিতে পারেন না, সংসার মধ্যে কর্ম্মজনিত, বাক্যজনিত এবং মানসজনিত, সে পাপই নাই।

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে-

শমায়ালং জলং বহ্নেস্তমসো ভাস্করোদয়ঃ।
শান্তৈ কলেরঘৌঘস্য নামসংকীর্ত্তনং হরেঃ ॥

অগ্নিনির্ব্বাপণবিষয়ে যেমন জল সমর্থ, সূর্য্যোদয় যেমন অন্ধকার নাশে

সমর্থ, কলির পাপরাশি শান্তির নিমিত্ত শ্রীহরির নাম সংকীর্ত্তন সেইরূপ সমর্থ।

নাম্নাং হরেঃ কীর্ত্তনতঃ প্রযাতি,
সংসারপারং দুরিতৌঘমুক্তঃ।
নরঃ স সত্যং কলিদোষজন্ম,
পাপং নিহন্ত্যাশু কিমত্র চিত্রং ॥ (বি. ধর্ম্ম)

শ্রীহরির নামকীর্ত্তনমাত্রে নিত্য মহাপাপে রত মানব যখন পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া সংসারপারে গমন করে অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে,তখন নাম কেবল কলিকলুষজনিতপাপ বিনষ্ট করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি ?

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ-

পরাকচান্দ্রায়ণতপ্তকৃচ্ছ্রৈ-
র্নদেহিশুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্।
কলৌ সকৃন্মাধবকীর্ত্তনেন
গোবিন্দনাম্না ভবতীহ যাদৃক ॥

এই কলিকালে একবার মাত্র ‘গোবিন্দ এই নামদ্বারা মাধবের সংকীর্ত্তন করিয়া দেহীদিগের যাদৃশী শুদ্ধি সম্পাদিত হয়, পরাক ব্রত,চান্দ্রায়ণ ও অন্য তপ্ত কৃচ্ছ প্রভৃতিতে তাদৃশী শুদ্ধিলাভ হয় না।

তৃতীয় লহরী

॥ হরিনাম কুল, সঙ্গী আদি পবিত্রকারী ॥

নামসংকীর্তনে যাঁর হয় শ্রদ্ধোদয়।
কুল, সঙ্গী আদি তাঁর সুপবিত্র হয় ॥

দ্বারকা মাহাত্ম্যে-

অতীতপুরুষান্ সপ্ত ভবিষ্যাংশ্চ চতুর্দ্দশ।
নরস্তারয়তে সর্ব্বান্ কলৌ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্ ॥

যে ব্যক্তি কলিকালে কৃষ্ণ এই নাম কীর্ত্তন করেন তাঁহার দ্বারা অতীত সপ্তপুরুষ ও ভবিষ্যৎ চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হইয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে-

মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্তয়ন্ননিশং হরিম্।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পঙ্ক্তিপাবনঃ ॥

যদি কোন ব্যক্তি মহাপাতকযুক্ত হইয়াও দিবানিশি হরিকীর্ত্তন করেন,তিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়া পঙ্ক্তিপাবন হয়েন।

লঘুভাগবতে-

গোবিন্দেতি মুদা যুক্তঃ কীর্ত্তয়েদ্ যস্ত্বনন্যধীঃ।
পাবনেন চ ধন্যেন তেনেয়ং পৃথিবী ধৃতা ॥

যিনি আনন্দযুক্ত হইয়া অনন্য বুদ্ধিতে 'গোবিন্দ' এই নাম কীর্ত্তন করেন, সেই ধন্য ও পাবন পুরুষ এই ধরাকে ধারণ করিয়া আছেন।

হরিভক্তি সুধোদয়ে-

ন চৈবমেকং বক্তারং জিহ্বা রক্ষতি বৈষ্ণবী।
আশ্রাব্য ভগবৎখ্যাতিং জগৎ কৃৎস্নং পুনাতি হি ॥

বিষ্ণুনামোচ্চারিকা রসনা যে কেবল একমাত্র বক্তাকেই রক্ষা করেন তাহা নহে, ভগবানের নামাত্মিকা কীর্ত্তি শ্রবণ করাইয়া সমস্ত জগৎকেই পবিত্র করিয়া থাকেন।

দশম স্কন্ধে ৩৪ অঃ ১১ শ্লো-

যন্নামগৃহ্নন্ নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥

প্রভো যাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া লোকে অখিল শ্রোতাকে এবং আপনাকে সদ্য পবিত্র করে, আপনি সেই পুরুষ, আপনার পদস্পৃষ্ট হইয়া যে স্বয়ং পূত হইবে তাহাতে আর কথা কি ?

নৃসিংহ পুরাণে প্রহ্লাদের বাক্য-

তে সন্তঃ সর্ব্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ।
যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্ত্যচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ॥

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে নৃসিংহ যে সকল সাধু আনন্দান্বিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে তোমার নাম গান করেন, তাঁহারাই সর্বজীবের অকপট ও স্বার্থ শূন্য বন্ধু।

চতুর্থ লহরী

॥ হরিনাম সর্ব্বব্যাধিবিনাশক ॥

নামে হয় সর্ববিধব্যাধির বিনাশ।
মহৌষধ হরিনাম পুরাণে প্রকাশ॥

বৃহন্নারদ পুরাণ-

অচ্যুতানন্দ-গোবিন্দ-নামোচ্চারণ-ভীষিতাঃ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহং॥

আমি সত্য সত্য বলিতেছি হে অচ্যুত ! হে আনন্দ ! হে গোবিন্দ ! ইত্যাদি নামোচ্চারণে ভীত হইয়া রোগসকল বিনষ্ট হয়।

পরাশর সংহিতায়-

ন শাম্ব ব্যাধিজং দুঃখং হেয়ং নানৌষধৈরপি।
হরিনামৌষধং পীত্বা ব্যাধিস্ত্যাজ্যো ন সংশয়ঃ ॥

হে শাম্ব ! অন্যান্য হেয় ঔষধ দ্বারা ব্যাধিজনিত দুঃখ বিনষ্ট হয় না, হরিনামরূপ ঔষধ পান করিলে ব্যাধি পরিত্যাগ হয় এ বিষয়ে সংশয় নাই।

স্কন্দ পুরাণে-

আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তনাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহং ॥

যাহার স্মরণে ও নামকীর্ত্তনে আধি ব্যাধিসকল সদ্যই বিষয় প্রাপ্ত হয় সেই অনন্তকে নমস্কার করি।

অগ্নি পুরাণে-

মহাব্যাধিসমাচ্ছন্নো রাজবাধোপপীড়িতঃ।
নারায়ণেতি সংকীর্ত্ত্য নিরাতঙ্কো ভবেন্নরঃ ॥

যে মনুষ্য মহাব্যাধিগ্রস্ত ও রাজবাধায় পীড়িত তিনি নারায়ণ' এই নাম সংকীর্তন করিয়া নিরাতঙ্ক হইয়া থাকেন।

পঞ্চম লহরী

॥ হরিনাম সর্ব্বদুঃখোপশমক ॥

হরিনামে হয় সর্ব দুঃখ উপশম।
সর্বারিষ্ট উপদ্রবে নাম যেন যম ॥

দ্বাদশস্কন্ধে ১২ অধ্যায় ৪৭ শ্লোকে-

সংকীর্ত্ত্যমানো ভগবানন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ ॥

শ্রীভগবানের নামসংকীর্ত্তন অথবা তদীয় বিক্রম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে সেই ভগবান হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সূর্য্যদেব যেরূপ তমোরাশি বিনাশ অথবা ঝঞ্জাবায়ু যেরূপ জলদজাল বিচ্ছিন্ন করে, সেইরূপ জীবগণের নিখিল দুঃখ বিনাশ করেন।

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে-

সর্ব্বরোগপ্রশমনং সর্বোপদ্রবনাশনম্।
শান্তিদং সর্ব্বারিষ্টানাং হরের্ন্নামানুকীর্ত্তনম্॥

হরিনাম কীর্ত্তন করিলে সর্বরোগের উপশম, সর্বপ্রকার উপদ্রব নাশ ও সমুদয় অরিষ্ট্রের শান্তি হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে-

সর্বপাপপ্রশমনং সর্বোপদ্রবনাশনম্।
সর্ব্বদুঃখক্ষয়করং হরিনামানুকীর্ত্তনম্॥

হরিনাম কীর্ত্তন সর্ব পাপের প্রশমন, সর্ব প্রকার উপদ্রব নাশ ও সমুদয় দুঃখ দূর করেন।

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে-

আর্ত্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাঞ্চ ভীতা
ঘোরেষু চ ব্যাধিষু বর্ত্তমানাঃ ।
সংকীর্ত্ত্য নারায়ণশব্দমেকং
বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি ॥

যাঁহারা বিষভক্ষণাদি দ্বারা ব্যাকুল, দারিদ্র দুঃখে দুঃখিত, ভগ্নগাত্র, শত্রুভয়ে ভীত এবং ভয়ানক ব্যাধিগ্রস্ত, তাঁহারা একমাত্র নারায়ণ এই শব্দ সংকীর্ত্তন করিয়া সমস্ত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করতঃ পরম সুখী হইয়া থাকে ।

কীর্ত্তনাদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ
যক্ষরাক্ষসবেতালভূতপ্রেতবিনায়কাঃ ।
ডাকিন্যো বিদ্রবন্তি স্ম যে তথান্যে চ হিংসকাঃ
সর্বানর্থহরস্তস্য নামসংকীর্ত্তনং স্মৃতম্ ॥ (ঐ)

অমিত-তেজস্বী বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন মাত্রে যক্ষ, রাক্ষস, বেতাল, ভূতপ্রেত, বিনায়ক, ডাকিনীগণ ও অন্যান্য হিংসকগণ ভয়ে পলায়ন করে। ফলকথা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন সর্ব অনর্থহর বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ।

নামসংকীর্ত্তনং কৃত্বা ক্ষুত্তৃট্প্রস্খলিতাদিষু ।
বিয়োগং শীঘ্রমাপ্নোতি সর্বানর্থৈর্ন সংশয়ঃ ॥ (ঐ)

ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও প্রস্খলনাদিতে নামসংকীর্ত্তন করিলে সর্বপ্রকার অনর্থ হইতে শীঘ্র মুক্তিলাভ হয় সন্দেহ নাই ।

পদ্ম পুরাণে-

মোহানলোল্লাসজ্জ্বালাজ্বলল্লোকেষু সর্ব্বদা ।
যন্নামাম্ভোধরচ্ছায়াং প্রবিষ্টো নৈব দহ্যতে ॥

নিত্য বৃদ্ধিশীল মোহ, অজ্ঞান এবং গৃহাদি বিষয়ক মমতারূপ অনলজ্বালায় জ্বলিত লোকসকলের মধ্যে যাঁহারা ভগবানের নানারূপ মেঘের ছায়ায় প্রবিষ্ট হন তাঁহারা দগ্ধ হন না।

ষষ্ঠ লহরী

॥ হরিনাম কলি-বাধাপহারক ॥

ঘোরকলিবাধা নামে হয় অপহার।
কলিতে নামের শক্তি অনন্ত অপার ॥

স্কন্দ পুরাণে -

কলিকালকুসর্পস্য তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রস্য মা ভয়ম্।
গোবিন্দনামদাবেন দগ্ধো যাস্যতি ভস্মতাম্ ॥

কলিকালরূপ তীক্ষ্ণ দংষ্ট্র ক্রুর প্রকৃতি সর্পের জন্য আর ভয় নাই, সে গোবিন্দ নামরূপ দাবানলে দগ্ধ ও ভস্মত্ব প্রাপ্ত হইবে।

বৃহৎ নারদীয় পুরাণে-

হরিণামপরা, যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ।
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্ ॥
হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥

এই ঘোর কলিযুগে যে সকল মনুষ্য হরিনামপরায়ণ নিশ্চয় তাঁহারাই কৃত-কৃত্য, কলি তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। হে হরে! হে কেশব! হে গোবিন্দ! হে বাসুদেব হে জগন্ময়! যাঁহারা নিরন্তর এই সকল নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগকে কলি বাধাদানে সমর্থ হয় না।

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে-

যোঽহর্ন্নিশং জগন্ধাতুর্ব্বাসুদেবস্য কীর্ত্তনম্ ।
কুর্ব্বন্তি তান্ নরব্যাঘ্র ন কলির্বাধতে নরান্ ॥

হে নরশার্দ্দূল ! যাঁহারা দিবানিশি জগদ্বিধাতা বাসুদেবের কীর্ত্তন করেন, কলি সেই সকল মনুষ্যকে বাধা দিতে পারে না ।

সপ্তম লহরী

॥ হরিনাম নারকী উদ্ধারণ করিয়া থাকে ॥

নামেতে নারকীগণ হইয়া উদ্ধার ।
সুখে বিষ্ণুলোকে যায় পুরাণে প্রচার ॥

নৃসিংহ পুরাণে-

যথা যথা হরের্ন্নাম কীর্ত্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ ॥

নারকী মানবগণ যে যেমন প্রকারে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিল শ্রীহরিতে তাহারা সেই সেই প্রকারেই ভক্তিলাভ করতঃ সদ্য সুখের সহিত বিষ্ণুলোকে সমুপস্থিত হইয়াছিল ।

ইতিহাসোত্তমে-

নরকে পচ্যমানানাং নরাণাং পাপকর্ম্মণাম্ ।
মুক্তিঃ সংজায়তে তস্মান্নামসংকীর্ত্তনাদ্ধরেঃ ॥

যে সকল পাপপরায়ণ মনুষ্য নরকে পচ্যমান, শ্রীহরির নাম সংকীর্ত্তন মাত্রই তাঁহারা নরক হইতে সদ্য মুক্তিলাভ করে ।

অষ্টম লহরী

।। হরিনাম প্রারব্ধবিনাশক ।।

নামেতে জীবের হয় প্রারব্ধবিনাশ।
নামোদয়মাত্র ছিন্ন হয় কর্ম্মপাশ ।।

৬ষ্ঠ স্কন্ধে ২ অঃ ৪৬ শ্লোকে-

নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং
মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মষু সজ্জতে মনো
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা ।।

তীর্থপাদ ভগবানের নামানুকীর্ত্তন ভিন্ন অন্য কিছুই মুমুক্ষুদিগের কর্ম্মনিবন্ধ বা পাপের মূলোচ্ছেদক নহে, নামকীর্ত্তনব্যতীত অন্য যে সমুদয় প্রায়শ্চিত্ত আছে তাহাতে রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা মন মলিন হইয়া থাকে, কিন্তু ভগবৎ কীর্ত্তনে সেই মন একান্ত নির্ম্মল হয় পুনর্বার কর্ম্মে আসক্ত হয় না।

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ।।

আসন্নশয্যায় শায়িত, আতুর অথবা যে কূপাদির মধ্যে পতিত হইতেছে, কিম্বা সোপানাদির উপর যাঁহার পদস্খলন হইতেছে, এতাদৃশ পুরুষ তত্তৎ কালে বিবশ হইয়াও যাঁহার নাম গ্রহণ করতঃ কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া উত্তমাগতি (বৈকুণ্ঠ) লাভ করেন, কলিযুগের জনগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিবে না অর্থাৎ কলিকালের প্রভাব বশতঃ ভগবদ্বিমুখ থাকিবে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে-

গোবিন্দেতি জপন্ জন্তুঃ প্রত্যহং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
সর্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সুরবদ্ভাসতে নরঃ ॥

সৎকর্ম্মাদির অভাবে মনুষ্য কীটাদি জন্তুতুল্য হইলেও প্রতিদিন ইন্দ্রিয়সংযম পূর্বক ‘গোবিন্দ’ এই নাম জপ করিতে করিতে সর্বপ্রকার দুষ্প্রারব্ধ হইতে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মুক্ত হইয়া, মনুষ্য হইয়াও সেই মনুষ্য দেহেই ইন্দ্রাদি দেবতা অথবা পরমপদপ্রদাতা ভগবৎপার্ষদের ন্যায় দীপ্যমান হন ।

স্তবমালায়াং-

যদ্ ব্রহ্মসাক্ষাৎ কৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥

যে প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ ব্যতিরেকে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় বর্ত্তমান ব্রহ্মচিন্তা দ্বারাও বিনাশ হয় না , হে নাম ! সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম জিহ্বাগ্রে তোমার উদয় মাত্রেই অপগত হয়, এই কথা বেদ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন ।

নবম লহরী

॥ হরিনাম সর্ব্বাপরাধনাশক ॥

হরিনামে সর্ব অপরাধের খণ্ডন ।
নামাপরাধ ও নামে হয় বিমোচন ॥

বিষ্ণুযামলে শ্রীভগবানের উক্তি-

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ ॥

এই সংসারে শ্রদ্ধা সহকারে যিনি আমার নামসকল কীর্ত্তন করেন, আমি তাঁহার কোটি কোটি অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকি, এ বিষয়ে সংশয় নাই। **তাৎপর্য,** কথঞ্চিৎ প্রকারে শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই কোটি কোটি মহাপাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। পাপ অপেক্ষা অপরাধ গুরুতর। হরির নিকটও অপরাধ ঘটিলে শ্রীহরিনামের আশ্রয়ে ঐ অপরাধ হইতে মুক্ত হইবে কিন্তু নামের নিকট অপরাধী হইলে আর অন্য উপায় নাই, প্রমাদ বশতঃ নামাপরাধ ঘটিলে তাহা শ্রীভগবানের আশ্রয়েও বিনাশ হয় না, কেবল অনন্য ভাবে একমাত্র নামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্বদা নামকীর্ত্তন করিলে নামাপরাধ বিনাশ হয়।

যথা পদ্ম পুরাণে-

জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সংকীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥

কথঞ্চিৎ প্রমাদবশতঃ নামাপরাধ উপস্থিত হইলে সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করতঃ একমাত্র নামেরই আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥ (ঐ)

নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের একমাত্র নামই অপরাধ হরণ করেন। ঐ নাম নিরন্তর কীর্ত্তিত হইলে নানা প্রয়োজনও সাধিত হইয়া থাকে।

নামাপরাধ দশটি যথা-

১। সাধু নিন্দা।

২। শিবাদিদেবতাকে ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞান করা।

৩। গুরু অবজ্ঞা।

৪। বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রনিন্দা।

৫। হরিনামের মহিমাকে প্রশংসামাত্র মনে করা।

৬। প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থকল্পনা।

৭। হরিনামবলে পাপে প্রবৃত্তি।

৮। ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগাদি শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামের তুল্যতা জ্ঞান করণ।

৯। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে হরিনামোপদেশ করণ।

১০। নামের মহিমা গ্রহণ করিয়াও হরিনামে অপ্রীতি।

যথা পদ্মা পুরাণে-

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে ,
যতঃ খ্যাতিং জাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্‌যস্য হি পাপবুদ্ধি
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধি ॥

ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্ব
শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।

শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ ।
অহংমমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥

উপরিউক্ত দশবিধ নামাপরাধ হইতে একমাত্র নামের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন মুক্ত হইবার আর অন্য দ্বিতীয় উপায় নাই ।

দশম লহরী

॥ হরিনাম সর্ব্বকর্ম্মসম্পূর্ণকারক ॥

নাম হন্ সর্বকর্ম্মসম্পূর্ণকারক ।
নাম বিনা নহে কর্ম্ম ফল প্রদায়ক ॥

অষ্টম স্কন্ধে ২৩ অঃ ১০ শ্লোকে-

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসংকীর্ত্তনন্তব ॥

শুক্রাচার্য্য বলিলেন ভগবন্ ! মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রম বিপর্য্যয়াদি দ্বারা এবং দেশকাল পাত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি ও দক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা যে ছিদ্র বা ন্যূনতা ঘটে, আপনার নামসংকীর্ত্তনে সে সকলকে নিশ্ছিদ্র করিয়া থাকে ।

স্কন্দ পুরাণে-

যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্য তপো যজ্ঞক্রিয়াদিষু ।
ন্যূনং সম্পূর্ণতামেতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্ ॥

যাহার স্মরণ ও নামোচ্চারণ দ্বারা তপস্যা, যজ্ঞ ও অন্যান্য ক্রিয়ার ন্যূনতা সদ্যই সম্পূর্ণতা লাভ করে, আমি সেই অচ্যুতকে বন্দনা করি ।

একাদশ লহরী

॥ হরিরনাম সর্ব্ববেদাধিক ॥

সর্ব্ববেদাধিক হন শ্রীহরির নাম।
নহে সম ঋক্ যজু অথর্ব ও সাম ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে প্রহ্লাদের বাক্য-

ঋগ্বেদো হি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥

যিনি 'হরি' এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তদ্দ্বারা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।

স্কন্দ পুরাণে পার্বতীর বাক্য-

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ ॥

বৎস ! তুমি ঋক্ যজু ও সামবেদ, কিছুই পাঠ করিও না , শ্রীহরির 'গোবিন্দ' এই গানযোগ্য নাম প্রত্যহ গান কর।

পদ্ম পুরাণে-

বিষ্ণোরেকৈক নামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্।
তাদৃঙ্ নামসহস্রেণ রামনাম সমং স্মৃতম্ ॥

বিষ্ণুর এক একটী নামও সর্ব্ববেদের অধিক বলিয়া অভিমত, আবার ঐ প্রকার বিষ্ণুর সহস্র নামের সহিত এক রামনাম সমান বলিয়া অভিহিত।

দ্বাদশ লহরী

॥ হরিনাম সর্ব্বতীর্থাধিক ॥

সর্ব্বতীর্থ হৈতে বড় হরিনাম হন।
নামসংকীর্ত্তনকারী তীর্থের পাবন ॥

স্কন্দ পুরাণে-

কুরুক্ষেত্রেণ কিংতস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ বা।
জিহ্বাগ্রে বসতে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥

যাঁহার জিহ্বাগ্রে "হরি" এই দুইটি অক্ষর বাস করিতেছেন, তাঁহার কুরুক্ষেত্রে প্রয়োজন কি? কাশী অথবা পুষ্কর আবশ্যক কি? অর্থাৎ যাঁহার জিহ্বাগ্রে সদৈব হরিনাম চলিতে থাকে তাঁহার তীর্থভ্রমণের প্রয়োজন নাই।

বামন পুরাণে-

তীর্থকোটিসহস্রাণি তীর্থকোটিশতানি চ।
তানি সর্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥

শতকোটি তীর্থের ফলই হোক বা সহস্রকোটী তীর্থের ফল, বিষ্ণুর নামানুকীর্ত্তনের দ্বারা জীব সেই সমুদয়েরই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বিশ্বামিত্র সংহিতায়-

বিশ্রুতানি বহূন্যেব তীর্থানি বহুধানি চ।
কোট্যংশেনাপি তুল্যানি নামকীর্ত্তনতো হরেঃ ॥

জল স্থলাদিতে বহুপ্রকার ও বহুসংখ্যক বিশ্রুত তীর্থ সকল, হরিনাম কীর্ত্তনের কোটি অংশের একাংশের ও তুল্য নহে।

লঘু ভাগবতে-

কিং তাত বেদাগমশাস্ত্রবিস্তরৈ-
স্তীর্থৈরনেকৈরপি কিং প্রয়োজনম্ ।
যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তিকারণং
গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রট ॥

বৎস, বেদ আগমাদি শাস্ত্র বিস্তারে এবং অনেকানেক তীর্থে প্রয়োজন কি? যদি আপনার মুক্তির কারণ বাঞ্ছা কর, তাহা হইলে স্পষ্টাক্ষরে ‘হে গোবিন্দ ! হে গোবিন্দ ! এই বলিয়া কীর্ত্তন কর ।

ত্রয়োদশ লহরী

॥ হরিনাম সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিক ॥

সর্ব সৎকর্ম্ম অধিক হন্ হরিনাম ।
নামাভাসে পূর্ণ হয় যার যেই কাম ॥

গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য
প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং
গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ ॥

সূর্য্যগ্রহণকালে কোটি গোদান, প্রয়াগ গঙ্গোদকে কল্পকাল বাস,অযুত যজ্ঞ এবং সুমেরু সদৃশ স্বর্ণদান, কিছুই গোবিন্দ নামকীর্তনের শতাংশের একাংশের তুল্য নহে ।

বৌধায়ন সংহিতায় -

ইষ্টাপূর্ত্তানি কর্ম্মাণি সুবহূনি কৃতান্যপি।
ভবহেতুনি তান্যেব হরের্নাম তু মুক্তিদম্ ॥

বহু বহু **ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মও*** সুন্দররূপে কৃত হইলেও তৎসমুদয় সংসারহেতু হয়, কিন্তু একমাত্র হরিনামই মুক্তিপ্রদ।

গরুড় পুরাণে-

বাজপেয়সহস্রাণাং নিত্যং ফলমভীপ্সসি
প্রাতরুত্থায় ভূপাল কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্।
কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিংযোগৈর্নরনায়ক
মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥

হে রাজন ! যদি নিত্য সহস্র বাজপেয় যজ্ঞের ফল অভিলাষ কর তাহা হইলে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গোবিন্দনাম কীর্ত্তন করিতে থাক। হে নরনায়ক ! সাংখ্য বা অষ্টাঙ্গাদি যোগে কি করিবে ? যদি মুক্তিলাভে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে গোবিন্দনাম কীর্ত্তন করিতে থাক।

***ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্ম যথা অত্রিসংহিতায় ৪৩ ও ৪৪ তম শ্লোকেঃ-**

অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনম্
আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে ॥
বাপীকূপতড়াগদিদেবতাযতনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্তমিত্যভিধীয়তে ॥

অগ্নিহোত্র,তপস্যা,সত্যনিষ্ঠা,বেদগণের আজ্ঞা প্রতিপালন, আতিথ্য ও বিশ্বদেব গণের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান, এইগুলিকে ইষ্ট কহে।
বাপী,কূপ ও তড়াগাদি জলাশয় উৎসর্গ, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও উপবনাদি উৎসর্গ এইগুলিকে পূর্ত্ত কহে।

তৃতীয় স্কন্ধে ৩৩ অঃ ৭ম শ্লোকে-

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদকৃত টীকা-

সদ্যঃ সবনায় কল্পত ইতি যদুক্তং তদপি ন কিঞ্চিৎ যতঃ সোমযাগ কর্ত্তৃভ্যোঽপ্যাধিক্যমেবাস্য ফলতো ভবেদিত্যাহ । অহো বতেত্যাশ্চর্য্যাদপ্যেতদাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ । যস্য শ্বপচস্য জিহ্বাগ্রে জিহ্বায়া অগ্রে এব ন তু সম্পূর্ণায়াং তস্যামিত্যসম্যক্তয়োচ্চারিতমিত্যর্থঃ । বর্ত্ততে এব ন তু বৃত্তমিত্যসম্ পূর্ণমুচ্চারিতমিত্যর্থঃ । নাম একমেব ন তু নামানীত্যর্থঃ। সম্পূর্ণ জিহ্বায়াং সম্পূর্ণোচ্চারিতানি বহুনি নামানি তু কিমুতেতি ভাবঃ। তুভ্যমেব তব ত্বাং প্রীণয়িতুং বশীকর্ত্তুং চেতি বা । অতএব স শ্বপচো গরীয়ানতিশয়েন গুরুর্ভবতীত্যন্যানপি নামাত্মকমন্ত্রমুপদেষ্টুং যোগ্যতাং ধত্তে ইতি ভাবঃ । ননু তর্হি স শ্বপচো যজ্ঞাধ্যয়নতপাদিকং করোত্বিতি তত্রাহ । তেপুরিতি তস্যৈকস্য কা বার্ত্তা অন্যেপি যে তব নাম গৃণন্তি তে এব তেপুরিত্যবধারণং লভ্যতে । অন্যেষাং তপঃ সামস্ত্য সাঙ্গত্বাদ্যদর্শনাৎ এবং বিশেষানুক্তেঃ সর্ব্বমেব তপঃ। জুহুবুঃ সর্ব্বেষ্বেব যজ্ঞেষু সস্নুঃ সর্ব্বেষ্বেব তীর্থেষু আর্য্যা অপি ত এব নান্যে ব্রহ্মবেদং ত এব অনুচুরধীতবন্তঃ। " অনূচানঃ প্রবচনে সাঙ্গেঽধীতী গুরোস্তু যঃ " ইত্যমরঃ। অত্র তেপুরিত্যাদিষু ভূতনির্দ্দেশাদ্ গৃণন্তীতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাৎ ত্বন্নামানি গৃহ্যমাণ এব তপো যজ্ঞাদয়ঃ সর্ব্বে কৃতা এব ভবন্তি ন তু ক্রিয়মাণো নাপি করিষ্যমাণঃ ইত্যতস্তাংস্তে কথং পুনঃ কুর্য্যুরিত্যত এব ভক্তানাং কর্ম্মস্বনধিকারোঽপি জ্ঞেয়ঃ। পরোক্ষবাচি লিডন্তপদপ্রয়োগেণ সিদ্ধান্যেব তানি তপ আদীন্যপি তে ন জানন্তি কিং পুনস্তৎসাধনশ্রমমিতি

ভাবঃ। অত্র গৃণন্তীতি বর্ত্তমান প্রয়োগেণ নামগ্রহণ বিচ্ছেদ এব যদি স্যাত্তদৈবৈবং স্যাদিতি তু ন ব্যাখ্যেয়ং। চিত্রং বিদুরবিগতঃ সকৃদাদদীত যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধমিতি। যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ পুল্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাদিত্যাদিবাক্যেষু সকৃৎপদ প্রয়োগব্যাকোপাৎ।

পতিতপাবনাবতার শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুবংশ্য পরম পণ্ডিত শ্রীমৎ নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী প্রভু শ্রীবৈষ্ণবাচার দর্পণে ইহার নিম্নলিখিত রূপ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন যথাঃ-

দেবহুতি কপিলদেবকে বলিতেছেন যে হে বৎস কপিলদেব দেখ! যত বর্ণ কি জাতি তন্মধ্যে ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের গুরু আর কুক্কুরমাংস ভোজী চণ্ডাল অন্ত্যজ জাতি অতি হীন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পরমাশ্চর্য্য বটে! যে ঐ করণ ও কারণে অর্থাৎ চণ্ডাল জাতিতে, এবং কুক্কুরমাংস ভোজনাদি কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত না হওয়াতে কর্ম্মজন্য এই উভয়প্রকারেই মহাপাপী হইলেও তোমার নাম উচ্চারণে শ্রদ্ধাদি রহিত হইয়া যথা কথঞ্চিৎ রূপে অর্থাৎ নামাভাসরূপেই ঐ শ্বপচ মধ্যে যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান হয় তাহা হইলে ঐ শ্বপচ ঐ বর্ণগুরু দ্বিজ অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ গুরু হইয়া থাকে। যেহেতু তোমার নামকীর্ত্তন করাতে তাঁহার সকল তপস্যা করা সিদ্ধ হইল। সকল অগ্নিতে সকল হোমকরা সিদ্ধ হইল। সকল তীর্থেই স্নানকরা সিদ্ধ হইল। সমুদয় সদাচার সম্পাদন করা সিদ্ধ হইল এবং সদগুরুর নিকট হইতে যথাবিধি সমুদয় বেদাঙ্গ সহিত সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করা সিদ্ধ হইল। বিবেচনা করিয়া দেখ যে, বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ যে বেদের যে শাখীন হয়েন, তাঁহার সেই বেদের সেই শাখার অঙ্গাদি সহিত অধ্যয়ন অধ্যাপনাদিতে অধিকার সত্ব ও সম্পর্ক থাকে। কিন্তু ঐ পূর্বোক্ত শ্বপচের তোমার নাম উচ্চারণমাত্রেই সমুদয় বেদের সমুদয় শাখা সমুদয় সংহিতাদির সহিত পাঠকরা প্রভৃতি বিধিমত সুসম্পন্ন হইল! সামর্থ অনুসারে এক একটী তপস্যা সুসিদ্ধ করা কঠিন,কিন্তু তোমার

নামোচ্চারণমাত্রে সমুদয় ‘তপস্যা সুসম্পন্ন মতে সুসিদ্ধ সাধন করা হয়। দাক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহ্বনীয় প্রভৃতি অসংখ্য অগ্নিতে হোম করা অসাধ্য কিন্তু তোমার নামোচ্চারণ মাত্রেই ঐ সমস্ত অগ্নিতেই সর্বপ্রকার হোমই সর্ববিধায় করা সুসিদ্ধ হয়। এবং এই অনন্ত সসাগরা ধরামণ্ডলে অনন্ত তীর্থ আছে সেই সকল তীর্থযাত্রা মর্ত্যলোকের অসাধ্য কিন্তু তোমার নামোচ্চারণ মাত্রেই ঐ সকল তীর্থযাত্রার সমুদয় ফল সম্পূর্ণরূপে সুসম্পন্ন হয়। সুতরাং তোমার নাম **কীর্ত্তন*** দ্বারা সমুদয় সদাচার সম্পন্ন ঐ শ্বপচ (চণ্ডাল) জাতিতে ও কর্ম্মেতে অতিশয় পাপাত্মা ও পাপাচারী হইলেও তোমার নামকীর্ত্তন প্রভাবে মহাভাগ্যোদয় হওয়াতে পরম সাধু ও গরীয়ান্ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠে **গুরু*** হইয়া যায়। অতএব শ্রীহরি নাম কীর্ত্তনই সর্ব্বসৎকর্ম্মসাধনের সিদ্ধি প্রাপ্তির একমাত্র পরম নিদান তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

* এস্থলে নামকীর্ত্তন শব্দে জিহ্বাগ্রে অর্থাৎ অস্পষ্টভাবে একটী মাত্র নামোচ্চারণ করাকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।
* শ্রেষ্ঠগুরু অর্থাৎ অন্যকে নামাত্মক মদ্যপ্রদানে যোগ্য।

চতুর্দশ লহরী

॥ হরিনাম সর্ব্বার্থপ্রদ ॥

সর্ব অর্থপ্রদ নাম এই কলিকালে।
নামের কীর্ত্তনে হেলে সর্বস্বার্থ মিলে ॥

স্কন্দ পুরাণে-

এতৎ ষড়্বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরম্।
অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥

শ্রীবিষ্ণুর এই নামানুকীর্ত্তন, ইহাই কাম ক্রোধাদি ষড়বর্গের বিনাশক, অতিশয় রূপে শত্রুনিগ্রহকারক, আর ইহাই আত্মতত্ত্বলাভের নিদান স্বরূপ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে-

হৃদি কৃত্বা তথা কামমভীষ্টং দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
একং নাম জপেদ্‌যস্তু শতং কামানবাপ্নুয়াৎ॥

হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠগণ ! যে ব্যক্তি হৃদয়ে কোন অভীষ্ট কামনা করিয়া, ভগবানের একটি মাত্র নাম জপ করেন, তাঁহার শত কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণামৃত স্তোত্রে-

সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যমায়ুষ্যং ব্যাধিনাশনম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং দিব্যং বাসুদেবস্য কীর্ত্তনম্॥

বাসুদেবের কীর্ত্তন, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, আয়ুবর্দ্ধক, ব্যধিনাশন, ভুক্তি মুক্তিপ্রদ ও বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির কারণ স্বরূপ।

শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে-

পরিহাসোপহাসাদ্যৈর্বিষ্ণোর্গৃহ্নন্তি নাম যে।
কৃতার্থাস্তেহপি মনুজাস্তেভ্যোহপীহ নমো নমঃ॥

পরিহাস বা নিন্দার ছলে যাঁহাদের মুখ হইতে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়,তাঁহারাও কৃতার্থ হইয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগকে বারংবার নমস্কার নমস্কার।

বরাহ পুরাণে-

তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ তৈরেব সুকৃতং কৃতম্।
তৈরাপ্তং জন্মনঃ প্রাপ্যং যে কালে কীর্ত্তয়ন্তি মাম্॥

যাঁহারা স্নানাদি সময়ে আমার নামকীর্ত্তন করেন তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই কৃতার্থ, তাঁহারাই পুণ্যকর্ম্মা এবং তাঁহারাই জন্মের প্রাপ্য ফল লাভ করিয়াছেন।

বিশেষতঃ কলিকালে-

সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেতদ্দুর্লভঞ্চাকৃতাত্মনাম্।
কলৌ যুগে হরের্নাম তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥

এই কলিযুগে পাপীদিগের দুর্লভ হরিনাম একবারও যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা যে কৃতার্থ তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

একাদশস্কন্ধে ৫ অঃ ৩৩ শ্লোকে-

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্বঃ স্বার্থোপি লভ্যতে॥

গুণ, সারগ্রাহী আর্য্যেরাই কলিকে সম্মান করিয়া থাকেন, কারণ যে কলিযুগে কেবল নামসংকীর্ত্তনমাত্রেই সমুদয় স্বার্থ লাভ হয়।

স্কন্দ পুরাণে-

তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্ত্তনম্।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণু প্রীত্যৈ সমাচরেৎ॥

সংসার মধ্যে শ্রীহরিকীর্ত্তনই উত্তম তপস্যা, বিশেষতঃ কলিযুগে শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিনিমিত্ত শ্রীহরির কীর্ত্তন করিবে।

পঞ্চদশ লহরী

।। হরিনাম সর্বশক্তিমান ।।

শ্রীহরির নাম হন্ সর্বশক্তিমান ।
নাহি কোন বস্তু হরিনামের সমান ।।

স্কন্দপুরাণে-

দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ ।।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ববাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু ।।

দান, ব্রত, তপস্যা ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতিতে, দেবতায় ও সাধুসেবায় তথা রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে, জ্ঞানে ও অধ্যাত্মবস্তুতে যে সকল পাপনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী শক্তি আছে, বিষ্ণু সেই সকল শক্তি আকর্ষণ পূর্ববক আপনার নামসকলে স্থাপন করিয়াছেন ।

বাতোঽপ্যতো হরের্নাম্ন উগ্রাণামপি দুঃসহঃ ।
সর্বেবষাং পাপরাশীনাং যথৈব তমসাং রবিঃ ।। (স্ক. পু)

সূর্য্য যেমন তমোরাশি বিনাশ করেন, তাঁহার ন্যায় ভগবানের নামরূপ বায়ু যথা কথঞ্চিৎ অর্থাৎ সামান্য পাপ হইতে ভয়ানক পাপ ও বিদূরিত করিয়া থাকেন ।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে-

সর্ববার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ ।
যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎসর্ববার্থেষু যোজয়েৎ ।।

সর্ববার্থশক্তিসম্পন্ন দেবদেব চক্রপাণির যে নাম তোমার অভিপ্রেত,সকল প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত তুমি তাঁহাই কীর্ত্তন করিবে ।

ষোড়শ লহরী

।। হরিনাম জগদানন্দজনক ।।

হরিনাম জগতের আনন্দজনক ।
নামশশী প্রেমানন্দবারিধিবর্দ্ধক ।।

শ্রীভগবদ্ গীতায় ১১ ।২৬ শ্লোকে—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনু রজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঙ্ঘাঃ ।।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে হৃষীকেশ ! আপনার নামকীর্ত্তন দ্বারা কেবল আমিই আনন্দানুভব করিতেছি না, আপনার নামকীর্ত্তনে জগৎসংসার যে হর্ষ ও অনুরাগ যুক্ত হয় তাহা যথার্থ বটে, অন্য কথা কি, রাক্ষস নিকর পর্য্যন্ত আপনার নামপ্রভাবে ভীত হইয়া দিগন্তে পলায়ন করে , সিদ্ধ পুরুষেরা পর্য্যন্ত আপনার নামমাহাত্ম্যশ্রবণে নমস্কার করিয়া থাকেন ।

শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে-

চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনংপরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ।।

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনের মাধ্যমে চিত্তরূপ দর্পণের শোধন হইয়া থাকে, ইহা সংসার স্বরূপ মহাদাবানলকে নির্ব্বাপিত করিয়া থাকে,ইহা কল্যাণরূপিণী কুমিদিনীর বিকাশের জন্য চন্দ্রিকা বিতরণ করিয়া থাকে,ইহা বিদ্যাবধূর

জীবন স্বরূপ , ইহা প্রেমানন্দরূপ আনন্দসমুদ্রকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে,ইহা প্রতি পদে পদে পরিপূর্ণ অমৃতের আস্বাদন করাইয়া থাকে, অন্তর ও বাহিরকে স্নান করাইয়া থাকেন অর্থাৎ জীবের অন্তঃকরণের সন্তপ্ত পাপ তাপ নষ্ট করিয়া চিত্তকে নির্ম্মল ও সুস্নিগ্ধ করিয়া দেন। এই প্রকার যজ্ঞাগ্নির সপ্তজিহ্বাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনামের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হউক।

সপ্তদশ লহরী

।। হরিনাম জগদ্বন্দ্যতা প্রতিপাদক ।।

যাঁহার জিহ্বাগ্রে বিরাজেন হরিনাম।
ভুবনবন্দিত তিঁহ গুরু গরীয়ান্ ।।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে-

নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দ্দন।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্ব্বত্র বন্দিতাঃ ।।

যাঁহারা নিত্য, নারায়ণ! জগন্নাথ! বাসুদেব! জনার্দ্দন! এই বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র সকলের বন্দিত হইয়া থাকেন।

স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজংস্তিঠন্নুত্তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা।
যে বদন্তি হরের্নাম তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ।।

শয়নসময়ে, ভোজনে, গমনে, স্থিতিসময়ে, দণ্ডায়মান হইবার কালে, অনুগমনে এবং অন্য কথাপ্রসঙ্গে যাঁহারা হরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার।

নারায়ণ ব্যূহস্তবে-

স্ত্রীশূদ্রঃ পুক্কশো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ ।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥

স্ত্রী, শুদ্র ও চণ্ডাল প্রভৃতি যে কোন পাপজাতি যদি ভক্তিভরে হরিনামকীর্ত্তন করে তাঁহাদিগকেও নমস্কার।

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে ৩৩ অঃ ৭ শ্লোকে–

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ *

*এই শ্লোকের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ত্রয়োদশ লহরীতে দ্রষ্টব্য।

দেবহুতি কপিলদেবকে বলিলেন পুত্র কি পরমাশ্চর্য্য ! যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্তমান তিনি কুক্কুরভোজী চণ্ডাল হইলেও শ্রেষ্ঠ গুরু অর্থাৎ অন্যকে নামাত্মক মন্ত্র প্রদানে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম।

অষ্টাদশ লহরী

॥ হরিনাম অগতির একমাত্র গতি ॥

হরিনাম একমাত্র অগতির গতি।
সে পায় পরমগতি নামে যাঁর রতি ।।

পদ্ম পুরাণে-

অনন্যগতয়ো মর্ত্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদিবর্জ্জিতাঃ ॥

সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ ॥

যে সকল মনুষ্যের অন্য গতি নাই, যাঁহারা বিষয়ভোগে রত, যাঁহারা পরতাপ দায়ক, জ্ঞানবৈরাগ্য' রহিত, ব্রহ্মচর্য্যাদি বর্জিত এবং সর্ব ধর্ম পরিত্যাগী, তাঁহারাও যদি একমাত্র বিষ্ণুর নামসঙ্কীর্ত্তন করে, তাহা হইলেও ধার্ম্মিকদিগের দুর্ল্লভা গতি অনায়াসে লাভ করিতে পারে।

উনবিংশ লহরী

॥ হরিনাম সর্বদা সর্বসেব্য ॥

সর্বদা করিবে নাম নাহি কোন বিধি।
দেশ কাল শৌচাশৌচ পাত্রাপাত্র আদি ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে-

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্ন্নাম্নি লুব্ধক ॥

হে লুব্ধক ! শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিতে দেশ ও কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্টমুখে নামগ্রহণের ও নিষেধ নাই।

স্কন্দ, পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে-

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ ॥

হরি যখন পবিত্রকারী, তখন তাঁহার নামসংকীর্ত্তনে অশৌচাশঙ্কা নাই, অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার নাম কীর্ত্তনকরা কর্ত্তব্য।

স্কন্দ পুরাণে-

ন দেশ কালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্র মে বৈ তন্নাম কামিতকামদম্॥

এই ভগবানের নামকীর্ত্তনে দেশ, কাল ও অবস্থার বিচার নাই অর্থাৎ বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় প্রভৃতি সকল বয়সে এবং জাগ্রৎ, উন্মাদ ও প্রমোদ প্রভৃতি সকল সময়ে ও সকল কালে (অশৌচাদি কালে ও) নাম কীর্ত্তন করিবার বাধা নাই, নাম স্বতন্ত্র এবং কামীর কামদ।

বৈশ্বানর সংহিতা-

ন দেশকালনিয়মো ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ।
পরং সংকীর্ত্তনাদেব রাম রামেতি মুচ্যতে॥

দেশকালের নিয়ম বা শৌচাশৌচের নির্ণয় কিছুই নাই, কেবল রাম রাম এই নামকীর্ত্তন করিলেই মুক্ত হইবে।

বৈষ্ণব চিন্তামণিতে-

ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা।
বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনে॥
কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণুসংকীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে॥

নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন হে রাজন্! বিষ্ণুর নাম করিতে দেশ বা কালের নিয়ম নাই, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবেন না। সংসারে দান,যজ্ঞ, মন ও মন্ত্রাদি জপকাল সাপেক্ষ বটে, কিন্তু বিষ্ণুর নামসংকীর্ত্তনে কালের অপেক্ষা নাই।

দ্বিতীয়স্কন্ধে ১ অঃ ১১ শ্লোকে-

এতন্নির্ব্বিবদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।
যোগীনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্ ! শ্রীহরির নামকীর্ত্তনে ফলাকাঙ্ক্ষীদিগের ফলপ্রাপ্তি, মুমুক্ষুদিগের মোক্ষলাভ ও জ্ঞানিগণের জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, ফলকথা কি সাধক, কি সিদ্ধ, কাহারও পক্ষে ইহা ভিন্ন অন্য মঙ্গল দেখা যায় না ।

বিংশ লহরী

॥ হরিনাম মুক্তিপ্রদ ॥

দিতে মুক্তি মহাশক্তি হরিনাম ধরে ।
নামাভাসে অনায়াসে প্রাণী ভব তরে ॥

বরাহপুরাণে-

নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেবেতি যো নরঃ ।
সততং কীর্ত্তয়েদ্ভূমে যাতি মল্লয়তাং স হি ॥

বরাহদেব বলিলেন, হে ভূমি ! যে ব্যক্তি নিরন্তর হে নারায়ণ ! হে অচ্যুত! হে অনন্ত ! হে বাসুদেব ! এই সকল নাম কীর্ত্তন করেন তিনি আমার সালোক্য মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ।

গরুড় পুরাণে-

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক ।
মুক্তিমিচ্ছতি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥

হে নরনাথ ! সাংখ্যযোগ, বা অষ্টাঙ্গযোগে কি ফল হইবে ? তুমি যদি মুক্তি ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে গোবিন্দনাম কীর্ত্তন কর।

স্কন্দ পুরাণে-

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥

যে ব্যক্তি একবার মাত্র হরি এই দুইটী অক্ষর উচ্চাক্ষণ করে, সে মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

ব্রহ্ম পুরাণে-

অপ্যন্যচিত্তোঽশুদ্ধো বা যঃ সদা কীর্ত্তয়েদ্ধরিম্।
সোঽপি দোষক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্চেদিপতির্যথা ॥

যিনি অন্যমনে অথবা অশুদ্ধ থাকিয়াও সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করেন তিনিও শিশুপালের ন্যায় সর্ব্বদোষ মুক্ত হইয়া, মোক্ষ ফললাভ করিয়া থাকেন।

পদ্ম পুরাণে-

সকৃদুচ্চারয়েদ্যস্তু নারায়ণমতন্দ্রিতঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি ॥

যিনি আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবার মাত্র নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেন তিনি বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন।

মৎস পুরাণে-

পরদাররতো বাপি পরাপকৃতিকারকঃ।
স শুদ্ধো মুক্তি মাপ্নোতি হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥

যে পরদাররত বা পরের অপকার কারক, সেও হরিনাম কীর্ত্তন মাত্রে শুদ্ধচিত্ত হইয়া মুক্তিলাভ করে।

বৈশম্পায়ন সংহিতা-

সর্ব্ববধর্ম্মবহির্ভূতঃ সর্ব্ববপাপরতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥

যে সর্বধর্ম্মবহির্ভূত এবং সকল পাপকর্ম্মে অনুরক্ত, বিষ্ণুনাম কীর্ত্তনে সেও যে মুক্ত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে-

যথাকথঞ্চিদ্ যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে বা শ্রুতেপি বা।
পাপিনোঽপি বিশুদ্ধাঃ স্যুঃ শুদ্ধা মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ ॥

ভগবানের নাম যথাকথঞ্চিৎ রূপে কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলে পাপ পরায়ণ মনুষ্যও বিশুদ্ধ হইয়া মোক্ষলাভ করে।

ভারত বিভাগে-

প্রাণপ্রয়াণপাথেয়ং সংসারব্যাধিভেষজম্।
দুঃখশোকপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥

হরি এই দুইটি অক্ষর পরলোক গমনপথের পাথেয়, সংসার রোগের ঔষধ ও দুঃখ শোক নিবৃত্তির উপায়।

নারদ পুরাণে-

নব্যং নব্যং নামধেয়ং মুরারে-
র্যদ্যচ্চৈতদ্গেয়পীযূষপুষ্টম্।
যে গায়ন্তি ত্যক্তলজ্জাঃ সহর্ষং
জীবন্মুক্তাঃ সংশয়ো নাস্তি তত্র ॥

মুরারির যে সকল নাম প্রতিক্ষণে নূতনত্ব নিবন্ধন মাধুরী বিশেষ প্রকাশ করিয়া থাকে, যে নামসকল গীতযোগ্য গাথাদির শ্লাঘ্যতর মধুর রসপূর্ণ,

যাঁহারা লজ্জা পরিহার পূর্ব্বক সানন্দে এই নাম গান করিয়া থাকেন তাঁহারা যে জীবন্মুক্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রথমস্কন্ধে ১ অঃ ১৪ শ্লোক-

আপন্নং সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥

সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! ঘোর সংসারী ব্যক্তি বিবশ হইয়া যাঁহার নাম স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ সংসার হইতে মুক্ত হয়। কারণ ভয় তাঁহার নাম রবে আপনিই ভীত হইয়া থাকে।

তৃতীয় স্কন্ধে ৯ অঃ ১৫ শ্লোক-

যস্যাবতার-গুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে॥

ব্রহ্মা বলিলেন হে প্রভো! যদি লোকে প্রাণ প্রয়াণ কালে বিবশ হইয়া আপনার অবতার,গুণ ও কর্ম্ম ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া দেবকীনন্দন, ভক্তবৎসল, গোবর্দ্ধনধারী, ও কংসারি প্রভৃতি নাম কীর্ত্তন করে,তাহা হইলেও বহু জন্মার্জ্জিত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া,নিরস্তাবরণ সত্যরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে,অতএব হে জন্মরহিত, আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

ষষ্ঠে স্কন্ধে ৩ অঃ ২৪ শ্লোকে-

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সংকীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্॥

ভগবানের গুণ, কর্ম্ম ও নাম কীর্ত্তন দ্বারা পাপীর পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কারণ মহাপাতকী অজামিল যখন প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া অশুচি ও মরণ সময়ে আপনার পুত্র নারায়ণকে ডাকিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছে, তখন পাপক্ষালনের কথা আর কি বলিব ?

একবিংশ লহরী

।। হরিনাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপক ।।

বৈকুণ্ঠে আশ্রয় মিলে হরিনাম গানে।
এ মহিমা বাখানয়ে সকল পুরাণে ।।

লিঙ্গ পুরাণে-

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে।
নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিমর্দ্দনম্।
কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি উক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ ।।

শিব বলিলেন হে নারদ ! যখন লোকে গমন, অবস্থান, শয়ন, ভোজন, নিশ্বাস পরিত্যাগ বাক্যপূরণে ও অবহেলা ক্রমে কলিমর্দ্দন বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন 'ভক্ত' ভক্তিভরে ডাকিলে যে পরমধামে তাঁহার গতি হইবে, তাহা আর বলিবার কথা কি ?

নারদ পুরাণে-

ব্রাহ্মণঃ শ্বপচীং ভুঞ্জন্ বিশেষেণ রজস্বলাম্।
অশ্নাতি সুরয়া পক্কং মরণে হরিমুচ্চরন্ ।।
অভক্ষ্যাগম্যয়োর্জ্জাতং বিহায়াঘৌঘসঞ্চয়ম্।
প্রযাতি বিষ্ণুসালোক্যং বিমুক্তো ভববন্ধনৈঃ ।।

ব্রাহ্মণ যদি রজস্বলা চণ্ডালী উপভোগ ও সুরাপক্ক অন্ন ভোজন করিয়াও মৃত্যু কালে একবার মাত্র হরিনাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্যাগমন প্রভৃতি সঞ্চিত উৎকট পাপভার ও সংসারবন্ধন হইতে যুক্ত হইয়া, বিষ্ণু সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে-

জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বিষ্ণোর্লোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্॥

হরি এই দুইটি অক্ষর যাঁহার জিহ্বাগ্রে বিরাজমান থাকে, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন,তথা হইতে আর তাঁহার পুনরাবৃত্তি হয় না।

পদ্মপুরাণে-

যত্র যত্র স্থিতো বাপি কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়েৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্॥

লোক যদি যেখানে সেখানে থাকিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন,তাহা হইলে তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তত্রৈব অম্বরীষের প্রতি নারদের বাক্য-

তদেব পুণ্যং পরমং পবিত্রং
গোবিন্দগেহে গমনায় পত্রম্।
তদেব লোকে সুকৃতৈকসত্রং
যদুচ্যতে কেশবনামমাত্রম্॥

কেশবের একমাত্র নামোচ্চারণই পরম পুণ্য, পরম পবিত্র, বৈকুণ্ঠ গমনের সহায় এবং সংসার মধ্যে উহাই একমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠান।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে-

এবং সংগ্রহণী পুত্রাভিধানব্যাজতো হরিম্।
সমুচ্চার্য্যান্তকালেঽগাদ্ধাম তৎপরমং হরেঃ ।।

এইরূপে দুরাচার অজামিল বেশ্যা পুত্রের নামচ্ছলে মরণ সময়ে হরিনাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল।

তত্রৈব-

নারায়ণমিতি ব্যাজাদুচ্চার্য্য কলুষাশ্রয়ঃ।
অজামিলোপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ।।

সর্ব পাপাশ্রয় অজামিলও যখন পুত্রচ্ছলে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়া বৈকুণ্ঠ লোকে গমন করিয়াছিল, তখন শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে, যে কি ফল হইবে তাহা বলিতে পারি না।

ষষ্ঠ স্কন্ধে ২ অঃ ৪৯ শ্লোক-

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ।।

শুকদেব বলিলেন হে রাজন্! দুরাচার অজামিল পুত্রের নামে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়াছিল বলিয়া, তাহাতে সে যখন সমস্ত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবদ্ধামে গমন করিল, তখন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নামোচ্চারণ করিলে পাপ মুক্ত হইয়া যে ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হইবে ইহা কি বড় বিচিত্র!

বামন পুরাণে-

যে কীর্ত্তয়ন্তি বরদং বরপদ্মনাভং
শঙ্খাব্জচক্রশরচাপগদাঽসিহস্তং।
পদ্মালয়াবদনপঙ্কজষট্পদাক্ষং
ন্যূনং প্রযান্তি সদনং মধুঘাতিনস্তে ।।

যাঁহারা বরপ্রদ, পদ্মনাভ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শর, ধনু ও অসি হস্ত এবং লক্ষ্মীর বদন কমলের ভ্রমর তুল্য লোচনশালী হরির কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মধুসূদনের সদনে গমন করেন।

আঙ্গিরস পুরাণে-

বাসুদেবেতি মনুজ উচ্চার্য ভবভীতিতঃ।
তন্মুক্ত পদমাপ্নোতি বিষ্ণোরেব ন সংশয়ঃ॥

মনুষ্য বাসুদেব এই নাম কীর্ত্তন করিয়া ভবভয় হইতে মুক্তিলাভ করতঃ বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ ধামে গমন করেন ইহাতে সংশয় নাই।

নন্দি পুরাণে-

সর্ব্বদা সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকম্।
নামসংকীর্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥

যাঁহারা সর্ব্বত্র সকল কালে পাপ কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাঁহারাও নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

দ্বাবিংশ লহরী

॥ হরিনাম কলিতে বিশেষরূপে বৈকুণ্ঠপ্রাপক ॥

কলিতে যেকোন রূপে নামের কীর্ত্তনে।
বৈকুণ্ঠেতে যায় জীব বিষ্ণুর সদনে॥

দ্বাদশ স্কন্ধে ৩ অঃ ৪৩ শ্লোক-

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥

হে রাজন্ ! কলির নিখিল দোষসত্ত্বেও এই একটী মহান্ গুণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে হরিনাম কীর্ত্তন করিলে, বন্ধন মুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকে ।

গরুড় পুরাণে-

যদীচ্ছসি পরং জ্ঞানং জ্ঞানাদ্যৎপরমং পদম্ ।
তদাদরেণ রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥

শুকদেব অম্বরীষকে বলিলেন, হে রাজেন্দ্র ! যদি তুমি পরম জ্ঞান এবং তাহা হইতে পরমপদ পাইবার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আদরের সহিত গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করিতে থাক ।

ত্রয়োবিংশ লহরী

॥ হরিনাম শ্রীভগবানের প্রসন্নদায়ক ॥

হরিনাম সংকীর্ত্তনে হরির সন্তোষ ।
সংকীর্ত্তনকারীর না হেরে হরি দোষ ॥

বরাহ পুরাণে-

বাসুদেবস্য সংকীর্ত্ত্যা সুরাপো ব্যাধিতোঽপি বা ।
মুক্তো জায়েত নিয়তং মহাবিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥

কি সুরাপায়ী, কি ব্যাধিগ্রস্ত যে ব্যক্তি হউক না কেন, বাসুদেবের নাম কীর্ত্তন করিলেই সে ব্যক্তি নিত্য মুক্ত হইয়া থাকে, এবং মহাবিষ্ণু সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে-

নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্প্রস্খলিতাদিষু।
করোতি সততং বিপ্রাস্তস্য প্রীতো হ্যধোক্ষজঃ ॥

হে বিপ্রগণ ! যাঁহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও প্রস্খলনাদিতে নিরন্তর বিষ্ণুর নামসংকীর্ত্তন করেন, অধোক্ষজ ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে-

নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্প্রস্খলিতাদিষু।
যঃ করোতি মহাভাগ তস্য তুষ্যতি কেশবঃ ॥

মহাভাগ ! ক্ষুধা তৃষ্ণা ও প্রস্খলনাদিতে যাঁহারা বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করেন, কেশব তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

চতুর্বিংশ লহরী

॥ হরিনাম শ্রীভগবানের বশকারক ॥

হরিনামগানে হরি হন্ ভক্তবশ।
ঐকান্তিক ভক্তগণ জানে এই রস ॥

মহাভারতে শ্রীভগবদ্বাক্য-

ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসীনম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দূরদেশস্থিতা দ্রৌপদী বিপদে পড়িয়া, হে গোবিন্দ বলিয়া আমাকে যে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই ঋণ আমার বৃদ্ধি পাইতেছে, কোনও ক্রমে হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে না।

আদি পুরাণে-

গীত্বা চ মম নামানি নর্ত্তয়েন্মম সন্নিধৌ।
ইদং ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তেন চার্জ্জুন ॥
গীত্বা চ মম নামানি রুদন্তি মম সন্নিধৌ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো জনার্দ্দনঃ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন ! যাঁহারা আমার নাম গান করিয়া আমার সমক্ষে নৃত্য করিয়া থাকেন, আমি তাহাদের প্রতি প্রীত হইয়া থাকি। যাঁহারা আমার সমক্ষে আমার নামগানে রোদন করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদেরই বশ হইয়া থাকি, অন্যে জনার্দ্দনকে বশীভূত করিতে পারে না।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রহ্লাদের বাক্য-

জিতস্তেন জিতস্তেন জিতস্তেনেতি নিশ্চিতম্।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥

যাঁহার জিহ্বাগ্রে হরি এই দুইটী অক্ষর বিদ্যমান, তিনি নিশ্চয় ভগবানকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় ভগবানকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় ভগবানকে বশীভূত করিয়াছেন।

ঐকান্তিক ভক্তগণ নামনিষ্ঠ যথাঃ-

হরিভক্তিবিলাসে-

এবমৈকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরম প্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে ॥

ঐকান্তিক ভক্তগণ নামের ভগবদ্বশীকারিত্ব শক্তির কথা জানিয়াই পরম প্রীতির সহিত কেবল নামের কীর্ত্তন ও স্মরণ করিয়া থাকেন, অন্য কৃত্যের প্রতি তাঁহাদের রুচি হয় না।

পঞ্চবিংশ লহরী

।। হরিনাম স্বভাবতঃ পরমপুরুষার্থত্ব ।।

সর্ব্বপুরুষার্থসার শ্রীকৃষ্ণের নাম।
বেদকল্পলতিকার সৎফল সমান ।।

প্রভাস খণ্ডে-

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ।।

হে ভৃগুবর ! ভগবানের নাম, সকল মধুরের মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল বেদরূপ কল্পলতার সৎফল এবং চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপ, কৃষ্ণনাম যদি শ্রদ্ধায় বা হেলায়, অব্যক্ত কিম্বা অসম্পূর্ণ ভাবে একবার মাত্রও কীর্ত্তিত হয়েন তাহা হইলে ঐ কৃষ্ণনাম মনুষ্যমাত্রকেই উদ্ধার করিয়া থাকেন।

স্কন্ধ ও পদ্মপুরাণাদিতে-

ইদমেব হি মাঙ্গল্যমেতদেব ধনার্জ্জনম্।
জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদ্ যদ্দামোদরকীর্ত্তনম্ ।।

দামোদরের নামকীর্ত্তনই সকল মঙ্গলানুষ্ঠানের ফল, ইহাই ধনোপার্জ্জনের উপায়, এবং ইহাই জীবন ধারণের ফল।

বিষ্ণুরহস্যে ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে-

এতদেব পরং জ্ঞানমেতদেব পরন্তপঃ।
এতদেব পরং তত্ত্বং বাসুদেবস্য কীর্ত্তনম্ ।।

বাসুদেবের নামকীর্ত্তনই পরমজ্ঞান, পরম তপস্যা এবং পরম তত্ত্ব।

ষড়বিংশ লহরী

।। হরিনাম সকল ভক্তিপ্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।।

ভক্তির প্রকার যত আছয়ে প্রচার।
হরিনাম সর্বশ্রেষ্ঠ জানহ নির্দ্ধার ।।

বৈষ্ণব চিন্তামণি গ্রন্থে শ্রীশিব উমা সংবাদে-

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্ব্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্।

বিষ্ণুর স্মরণ করিলে বহু আয়াসে সংসার বন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু সংকীর্ত্তনে ওষ্ঠমাত্র স্পন্দিত হইলে ভবভয় প্রশমিত হয়, এইজন্য স্মরণাঙ্গ ভক্তি অপেক্ষা কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য শ্রেষ্ঠ।

অন্যত্র-

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ।।

হে রাজন্ ! যিনি শত শত পূর্বজন্মে বাসুদেবের সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাঁহারই মুখে সর্ব্বদা হরিনাম অবস্থিতি করেন এজন্য অর্চ্চন ভক্তি অপেক্ষাও কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ। তাৎপর্য্য এই যে ভক্তির অঙ্গ বহুপ্রকার, তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন,স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নববিধা ভক্তি শ্রেষ্ঠ, এই নববিধা ভক্তির মধ্যে স্মরণ, অর্চ্চন ও কীর্ত্তন এই তিনটী অঙ্গ শ্রেষ্ঠতর, এই তিন অঙ্গের মধ্যে স্মরণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ **(বৃহদ্ভাগবতামৃতে- ভক্তৌ নববিধায়াঞ্চ মুখ্যং স্মরণমেব হি। তৎসমগ্রেন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তিসমর্পণম্ ।।**)তাঁহার পরবর্ত্তীতে কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠতম।

হরিভক্তি বিলাসে-

প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ ন তেষামন্যসাধনম্ ॥

প্রভাতে, অর্দ্ধরাত্রে মধ্যাহ্নে ও দিবসশেষে যিনি হরিকীর্ত্তন করেন, তাহাকে আর অন্য কোন সাধন করিতে হয় না।

সপ্তবিংশ লহরী

॥ হরিনাম কলিতে সকল ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥

বিশেষতঃ কলিকালে হরিসংকীর্ত্তন।
সর্ব্বভক্তি অঙ্গশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রে নিরূপণ ॥

বিষ্ণু রহস্যে-

যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনাৎ ॥

সত্য যুগে শত শত যজ্ঞানুষ্ঠানে এবং ভক্তিভাবে হরির অর্চ্চনায় যে ফল লাভ হইত, কলিকালে গোবিন্দনাম কীর্ত্তন মাত্রেই অবিকল সেই ফল পাওয়া যায়।

তাৎপর্য্য এই যে যেমন স্থান সকলের মধ্যে মথুরাদি স্থান, মাস সকলের মধ্যে কার্ত্তিকাদি মাস, এবং তিথিসকলের মধ্যে একাদশ্যাদি তিথি ভগবৎ প্রিয়, তদ্রূপ যুগসকলের মধ্যে কলিযুগই ভগবানের প্রিয়, মথুরাদি স্থানে, কার্তিকাদি মাসে বা একাদশ্যাদি তিথিতে, স্বল্পকর্ম্ম কৃত হইলেও যেমন বহু ফলোপদায়ক হয়, সেইরূপ কলিকালে নামসংকীর্ত্তন দ্বারা অনায়াসে অন্যান্য যুগের বহুকঠোর সাধনার দুর্ল্লভ সাধ্য বস্তু সকল

এবং অন্যান্য যুগ-দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেমও স্বল্পায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্যই "ধন্য কলি" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর এই নিমিত্তই সত্যাদিযুগের জীবগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণের বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।

যথা—একাদশ স্কন্ধে-

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।

শ্রীমধবাচার্য্যের মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে তদ্ধৃত শ্রীনারায়ণসংহিতা বাক্য-

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ ॥

দ্বাপর যুগের অধিবাসীগণ কেবল পঞ্চরাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক হরিপূজা করিয়াছেন কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগে সেই দ্বাপরীয় উপাসনার প্রণালীর পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র নামদ্বারা হরিপূজা হইয়া থাকে।

বিষ্ণু পুরাণে-

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥

সত্যযুগে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া এবং দ্বাপর যুগে অর্চ্চনা করিয়া যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে কেশবের নামকীর্ত্তনে তাহাই লাভ হইয়া থাকে।

দ্বাদশস্কন্ধে ৩ অঃ ৪১ শ্লোকে-

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান ও দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা যে ফল লাভ হয় কলিযুগে হরি নামকীর্ত্তনে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

একাদশ স্কন্ধে ৫ অঃ ২৯ শ্লোক-

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

যখন ভগবান্ (অন্তরে) কৃষ্ণবর্ণ ও (বাহিরে) ইন্দ্রনীলমণিসদৃশ জ্যোতির্বিশিষ্ট হইয়া সাঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ সহিত অবতীর্ণ হন, তখন বিবেকী মনুষ্যেরা কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ (অর্চ্চনা) দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন।

পণ্ডিতকেশরী মহাভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ কৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আর বার।
কলিযুগে ধর্ম্ম, নামসংকীর্ত্তন সার ॥
শুন ভাই এইসব চৈতন্যমহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥
"কৃষ্ণ" এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজ সুখে।
"কৃষ্ণবর্ণ" শব্দের অর্থ দুইত প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনা তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥
কেহ তারে বলে যদি কৃষ্ণবরণ।
আর বিশেষণে তাহা করে নিবারণ ॥
দেহকান্ত্যে হয় তিহোঁ অকৃষ্ণবরণ।
অকৃষ্ণবরণে শব্দে কহে পীতবরণ ॥
জীবের কল্মষ তমঃ নাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাঁহার কল্মষ নাম সেই মহাতম ॥

অন্য অবতারে সব সৈন্য শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্য কৃষ্ণের সৈন্য, অঙ্গ উপাঙ্গে ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ ॥
সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য ॥
সেইত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম যজ্ঞসার ॥
কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী দণ্ডে তারে যম ॥

চৈতন্যচরিতামৃত (আ. তৃ.প)

স্কন্দ পুরাণে-

মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুর্ব্বন্তি কীর্তনম্।

মহাভাগবতগণ কলিযুগে নিত্য সংকীর্ত্তন করেন।

বৃহন্নারদীয়ে-

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

নারদ বলিলেন হরির নামই আমার জীবন, হরির নামই আমার জীবন, হরির নামই আমার জীবন, কলিতে হরির নাম ব্যতীত অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই।

অতএব উক্ত হইয়াছে-

সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেব হরের্নাম চিদাত্মকম্।
ফলং নাস্য ক্ষমো বক্তুং সহস্রবদনো বিধিঃ ॥

একবারমাত্র চৈতন্যময় হরির নামোচ্চারণে যে ফল লাভ হয় সহস্রবদন অনন্ত ও চতুর্ম্মুখ বিধাতা সে ফল বর্ণনায় সমর্থ হন না।

আদি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদে-

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম।।
ন নাম-সদৃশং জ্ঞানং ন নাম-সদৃশং ব্রতম্।
ন নাম-সদৃশং ধ্যানং ন নাম-সদৃশং ফলম্।।
ন নাম-সদৃশস্ত্যাগো ন নাম-সদৃশঃ শমঃ।
ন নাম-সদৃশং পুণ্যং ন নাম-সদৃশী গতিঃ।।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন হে অর্জ্জুন! যে সকল মানব শ্রদ্ধা বা অবহেলায় আমার নাম জপ করে, সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে তাঁহাদের নাম জাগৃত থাকে।

নামসদৃশ জ্ঞান নাই, নামসদৃশ ব্রত নাই, নামসদৃশ ধ্যান নাই, নামসদৃশ ফল নাই, নামসদৃশ দান নাই, নামসদৃশ শান্তি নাই, নাম সদৃশ পুণ্য নাই এবং নামসদৃশ আশ্রয় নাই।

আরও উক্ত হইয়াছে-

নামৈব পরমা মুক্তির্নামৈব পরমা গতিঃ।
নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা স্থিতিঃ।।
নামৈব পরমা ভক্তির্নামৈব পরমা মতিঃ।
নামৈব পরমা প্রীতির্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ।।
নামৈব কারণং জন্তোর্নামৈব প্রভুরেব চ।
নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমো গুরুঃ।।

নামই পরম মুক্তি, নামই পরম গতি, নামই পরম শান্তি, নামই পরমনিষ্ঠা, নামই পরম ভক্তি, নামই পরম মতি,'নামই পরম প্রীতি, নামই পরম

স্মৃতি, নামই জীবের কারণ, নামই জীবের প্রভু, নামই পরম আরাধ্য এবং নামই পরম গুরু।

আরও বর্ণিত আছে-

নামযুক্তান্ জনান্ দৃষ্ট্বা স্নিগ্ধো ভবতি যো নরঃ।
স যাতি পরমং স্থানং বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥

নামকীর্ত্তনকারিমানবদিগকে অবলোকন করিয়া যিনি প্রীত হয়েন, তিনি পরমপদ লাভ করিয়া বিষ্ণুর সহিত, আনন্দ উপভোগ করেন। অতএব হে কৌন্তেয় ! তুমি দৃঢ়মনে নামের আশ্রয় গ্রহণ কর, নাম যুক্ত ব্যক্তি আমার প্রিয়, হে অর্জুন তুমি নামযুক্ত হও।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য-

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদ

তত্রৈব-

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে ॥
আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অষ্টাবিংশ লহরী

॥ নাম-নামী অভেদ ॥

নামনামী একতত্ত্ব অভিন্ন উভয় ।
পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত চিদানন্দময় ॥

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌর ভগবান বলিয়াছেন-

দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ ।
জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ ॥

চৈঃ চঃ মঃ ১৭শ পঃ-

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভগবত্তত্ত্বে নাম, দেহ ও স্বরূপ অভেদ ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য জীবের নাম, দেহ ও স্বরূপাদির বিভিন্নতার উল্লেখ করিয়াছেন । সুতরাং নাম নামী অভেদ বুঝিবার আগে জীবের দেহী দেহাদি ভেদবিষয়ক তত্ব আলোচনা করা আবশ্যক ।

জীবগণের স্বরূপ, দেহ ও নাম এই তিনটীর ঐক্যতা নাই, হইতেও পারে না,জীবের এই তিনটী পরস্পর বিভিন্ন, একটীর সহিত আর একটীর কোনও মিল নাই । যেমন আমার মানব দেহ, আমার নাম অমরেন্দ্র, এখন আমার স্বরূপের সহিত আমার দেহের ও নামের কি সম্বন্ধ তাহাই বিচার্য্য। আমি জীব আমার স্বরূপ অনুচৈতন্য, আমার স্বরূপের সহিত এই দৃশ্যমান নরদেহের কি সম্বন্ধ আছে ? কিছুই না । আমি অণুচৈতন্য স্বরূপ জীব, এই দৃশ্যমান নরদেহে কিছুদিন বাস করিতেছি মাত্র, যথাসময়ে এই দেহ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে । তাহা হইলে এই দেহের সহিত আমার (জীবাত্মার)সম্বন্ধ কতটুকু? আবার পিতা মাতা প্রভৃতি জন্মের সময় দেহ বা আত্মার স্বরূপ বিবেচনা করিয়া কি আমার নাম অমরেন্দ্র

রাখিয়াছিলেন? তাঁহারা স্বীয় রুচি অনুসারেই আমার নাম অমরেন্দ্র রাখিয়া ছিলেন মাত্র। বস্তুতঃ আমার এই (অমরেন্দ্র) নামেয় যাথার্থ্য কিছুই নাই, কারণ অমরেন্দ্র বলিতে গেলে 'অমর' দেবদেহ বুঝায়। কিন্তু আমি দেবতা নহি মনুষ্যমাত্র, আর আমি অমরও নহি, মর ধর্ম্মাবলম্বী নর, একদিন অবশ্যই মরিতে হইবে। এইরূপ তৎবিচারে দেখা যায়, জীবের স্বরূপটী অণুচৈতন্য, দেহটী পঞ্চভূত নির্ম্মিত, আর নামটী পিতা মাতাদির রুচি অনুযায়ী রক্ষিত নিতান্ত বাহ্য পরিচয় মাত্র।

এই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন-

"জীবের ধর্ম্ম নাম, দেহ স্বরূপ বিভেদ।"

কিন্তু ভগবৎ তত্ত্বের এই তিনটী অভিন্ন, এক বস্তু মাত্র। বেদশাস্ত্র বিচারে দেখা যায় ভগবানের দেহ ও আত্মা ভেদ নাই।

যথা-কূর্ম্ম পুরাণ-

দেহদেহিভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ।

ঈশ্বরের দেহদেহী ভেদ নাই কেন ? যেহেতু আমাদের যেমন কেবল আত্মাটুকুই চৈতন্য পদার্থ আর দেহ জড় পঞ্চভূত নির্ম্মিত, ঈশ্বরের সেরূপ নহে, তাঁহার দেহ আত্মাদি সমস্তই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মঘন স্বরূপ।

যথা-

ঈশ্বরের নাহি কভু দেহদেহী ভেদ।
স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম পঃ

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্॥

শ্রীগোপালতাপনীয়োপনিষৎ

শ্রীগীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে-

ভগবান্ বলিতেছেন আমি অমৃত অব্যয়,ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ। ভগবানের যে দেহ ও আত্মাতে ভেদ নাই এবং তাঁহার কর পাদ আত্মাদি সমস্তই সচ্চিদানন্দ ঘন তদ্বিষয় নিম্নলিখিত শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বাক্যেই সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত আছে।

যথা-

নির্দ্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো
নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদি
সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা।

তাৎপর্য্য যিনি নির্দ্দোষ অর্থাৎ মূঢ়তাদিদোষ শূন্য, সর্ব্বজ্ঞাদিগুণপূর্ণ বিগ্রহ, স্বতন্ত্র, যাঁহাতে নিশ্চেতন অর্থাৎ জড় শরীরের গুণ নাই, যাঁহার করপাদমুখোদরাদি সমস্ত আনন্দ মাত্র ও যিনি সর্ব্বত্র স্বগতাদিভেদ বর্জ্জিত আত্মা স্বরূপ।

যখন ঈশ্বরের করপদাদি বিশিষ্ট দেহ ও দেহী সমস্তই সচ্চিদানন্দঘন তখন তাঁহাতে দেহ দেহী ভেদ থাকিতেই পারে না ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তারপরে শ্রীভগবানের নামও আমাদের নামের ন্যায় জড় ও স্বরূপের অর্থশূন্য বর্ণসমষ্টি বা মাতা পিতাদির জড়ীয় কল্পনা প্রসূত নহে। আমাদের স্বরপ অনুচৈতন্য কৃষ্ণদাস, কিন্তু আমাদের নাম কি সেই স্বরূপের অর্থ প্রকাশের জন্য রক্ষিত হইয়াছে ! বা আমাদের নামে সেই স্বরূপের অর্থ বিকাশিত হইতেছে ! কিছুই নহে। শ্রীভগবানের নাম, আমাদিগের নামের ন্যায় অর্থশূন্য বর্ণসমষ্টি নহে,তাঁহার নাম তাঁহার সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মস্বরূপার্থপ্রকাশক। নামাক্ষর গুলি ও সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মস্বরূপ। নামাক্ষর যে সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মার্থ প্রকাশক তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত পুরাণ ও মহানুভবগণের বাক্যই প্রমাণ। নিম্নে "রাম ও কৃষ্ণ" এই দুইটী

সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবন্নামের ব্রহ্মস্বরূপত্ব লিখিত হইতেছে।

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥
শ্রীরামপূর্ব্বতাপন্যুপনিষদ্ ১। ৬

যোগীগণ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরে রমণ করেন, এই জন্য "রাম" শব্দে পরংব্রহ্ম বুঝায়।

কৃষ্ণনামের পরংব্রহ্ম অর্থপ্রকাশকত্ব সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ের ৪৫ শ শ্লোকের টীকাতে উদ্ধৃত **শ্রীগোপালপূর্ব্বতাপনী উপনিষদের ১।১ শ্লোকে যথা-**

কৃষি ভূর্বাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণশব্দটী কৃষ্, ধাতুর উত্তর ন প্রত্যয়ে সিদ্ধ, 'কৃষ্, ' ধাতু সর্ব্বাকর্ষণ সত্বাবাচক ও 'ন' নির্বৃতিবাচক,সেই দুইয়ের (কৃষ্, ধাতু ও 'ন' য়ের) ঐ কার্য্যে পরংব্রহ্মই 'কৃষ্ণ' এই শব্দ অভিহিত।

আমরা মায়াবদ্ধ, আমাদের বুদ্ধি জড়ভাবাপন্ন । আমরা আমাদের জড়বুদ্ধিপ্রসূত সংস্কার দ্বারা জড়জগতের বস্তুসমূহকে যেরূপ দেখি ভগবদ্ রাজ্যকেও সেই চক্ষে দেখিতে গিয়া বিপদে পড়ি, আমাদের দেহ জড়, সর্ব্বদা দেহ মাত্রেরই জড়ভাব দেখিয়া আমাদের বুদ্ধি কলুষিত হইয়াছে যে, আমরা ভগবানের দেহকেও জড় বলিয়া ধারণা করি। এইরূপে আমরা আমাদের নামাদির জড়ীয় অক্ষরাকৃতি সর্ব্বদা দেখিয়া দেখিয়া এত কুসংস্কারাপন্ন হইয়াছি যে ভগবন্নামকেও জড়ীয় অক্ষরাকৃতি বলিয়া মনে করি। ভগবন্নামাক্ষরগুলি জড়চক্ষে জড়ীয়

অক্ষরাকৃতি হইলেও স্বরূপতঃ তাহা সচ্চিদানন্দময় পরংব্রহ্মস্বরূপ। এ বিষয়ে নিয়ে স্পষ্টরূপে আরো কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

বেদ বলিয়াছেন-

ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন।
মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥

অস্যার্থঃ। হে বিষ্ণো ! যাঁহারা তোমার 'বিষ্ণু' এই নাম বিচার করিয়া সতত উচ্চারণ করেন অর্থাৎ ভজনা করেন তাঁহাদের ভজনাদি বিষয়ে কোনই নিয়ম নাই, কারণ নামই জ্ঞান স্বরূপ, সর্ব্বপ্রকাশক ও সুজ্ঞেয়, সেই নামই আমরা ভজনা করি।

বেদপুরাণাদি প্রবর্ত্তক ভগবদবতার শ্রীবেদব্যাস নামকে চিৎস্বরূপ বলিয়াছেন যথা।

" সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্ "

গৌড়মাধ্বেশ্বর সম্প্রদায়ের প্রধানাচার্য্য বৃহস্পত্যধিক সূক্ষ্মধী ও শাস্ত্রবিৎ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন-

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারেঃ, ইত্যাদি ॥

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্ ১।৯

এই বাক্যে নামের কৃষ্ণতুল্য সচ্চিদানন্দময়ত্ব ধ্বনিত হইয়াছে। গৌড়মাধ্বেশ্বর সম্প্রদায়ের অন্যতমাচার্য্য ভক্তিরসশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক,রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীপাদরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে নাম সচ্চিদানন্দঘনাকৃতি, জনরঞ্জনের নিমিত্ত পরমাক্ষর স্বরূপে উদিত হইয়াছেন। তৎকৃত নামাষ্টক হইতে নিয়ে যে দুইটী মধুর শ্লোক লিখিত হইয়াছে পাঠক তাহার অর্থ পর্য্যালোচনা করুন।

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়,
জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং,
নিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি ॥

স্তবমালা

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর কৃত বঙ্গানুবাদ-

জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃত ধাম, পরতত্ত্ব অক্ষর আকার।
নিজ জনে কৃপা করি, নামরূপে অবতরি, জীবে দয়া করিলে অপার ॥
জয় হরি কৃষ্ণনাম, জগজন সুবিশ্রাম, সর্ব্বজনমানসরঞ্জন।
মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর, করি গায় ভরিয়া বদন ॥
ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তিধর, জীবের কল্যাণ বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু, আসিয়াছ জীব উদ্ধারণে ॥
আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত, হেলায় তোমারে একবার।
ডাকে যদি কোন জন, হয়ে দীন অকিঞ্চন, নাহি দেখি অন্য প্রতিকার ॥
তব স্বল্প স্ফূর্ত্তি পায়, উগ্র তাপ দূরে যায়, লিঙ্গভঙ্গ হয় অনায়াসে।
ভকতিবিনোদ কয়, জয় হরি নাম জয়, পড়ে থাকি তুয়া পদ আশে ॥

সূদিতাশ্রিতজনার্ত্তিরাশয়ে
রম্যচিদ্ঘনসুখস্বরূপিণে।
নাম গোকুলমহোৎসবায় তে
কৃষ্ণপূর্ণবপুষে নমো নমঃ ॥

স্তবমালা

হে নাম ! তুমি তোমার আশ্রিত জনের আর্ত্তিরাশি বিনাশকারী, তুমি রম্য সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ, তুমি গোকুলবাসীগণের মহোৎসব স্বরূপ ও কৃষ্ণের পূর্ণ বিগ্রহ স্বরূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

বেদান্তবিদগ্রগণ্য সর্ব্ববিদ্বৎকুলচূড়ামণি ও পরমভাগবত শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন-

চিদাত্মকাক্ষরাকারং নামযথানামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য
হংসশূকরাদিবপুশ্চিদ্রূপমেব তদ্বৎ।

ভাবার্থ এই যে নাম চিদাত্মকাক্ষরাকার। নামী শ্রীকৃষ্ণের হংস শূকরাদি মূর্ত্তিও যেমন চৈতন্যস্বরূপ সেইরূপ তাঁহার নাম ও চিৎস্বরূপ।
এখন কৃপাময় পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন নামী অর্থাৎ ভগবৎ সরূপের সহিত নামের প্রভেদ কি ? ভগবানের বিগ্রহ ও যেমন সচ্চিদানন্দময়, শ্রীনামও তেমনি সচ্চিদানন্দময় সুতরাং ভগবানের নাম, বিগ্রহও স্বরূপের মধ্যে কিছুই ভেদ নাই তিনই একরূপ।

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন-

নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ স্বরূপ ॥
চৈঃ চঃ মঃ ১৭ শ পঃ

বিখ্যাত পদকর্ত্তা ও মহাজন শ্রীলযদুনন্দন দাস ঠাকুর শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকের পদ্যানুবাদে লিখিয়াছেন-

"নাম আর তনু ভিন্ন নয়"।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ ॥
চৈঃ চঃ মঃ ১৭ শ পঃ

ভগবানের নাম ও নামী উভয় স্বরূপই যে চিন্তামণি স্বরূপ, চৈতন্যরস বিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্য মুক্ত এবং নাম ও নামী যে অভেদ তদ্বিষয়ে **বেদব্যাসের একটী উক্তি সুস্পষ্ট শ্রবণ করুন্।**

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

অর্থাৎ নামচিন্তামণি, নামই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ যেমন চৈতন্যরস বিগ্রহ নামও সেইরূপ চৈতন্য রসময়, শ্রীকৃষ্ণ যেমন পূর্ণ শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত, নামও সেইপ্রকার পূর্ণশুদ্ধ ও নিত্য মুক্ত, সুতরাং নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভজনরহস্যে বলিয়াছেন-

হরিনাম চিন্তামণি চিদ্রস স্বরূপ।
পূর্ণ জড়াতীত নিত্য কৃষ্ণ নিজরূপ ॥

ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎলাল দাস শ্রীভক্তমালগ্রন্থে বলিয়াছেন-

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি সর্ব্বফলদাতা।
পূর্ণ চৈতন্যরস কৃষ্ণে অভিন্নতা ॥
নিত্যমুক্ত নির্গুণ পরাৎপর বিভু।
নামনামী অভেদ ত্রিজগতে প্রভু ॥
কৃষ্ণতুল্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণশক্তি যত।
অপ্রাকৃত সর্ব্বশক্তি নামেতে অর্পিত ॥

এইরূপে বেদ, পুরাণ ও মহাজন উক্তিতে স্পষ্টই জানা যায় যে নাম ও নামী অভেদ, উভয়ই এক সচ্চিদানন্দ পরংব্রহ্মতত্ত্ব। বিজ্ঞ শিরোমণি শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন যে একই সচ্চিদানন্দরস স্বরূপ তত্ত্ব দুই রূপে (নামী ও নামরূপে) আবির্ভূত।

যথা প্রমাণ-

একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবিভূর্তম্।

পদ্যাবলীতে-

ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটিসংখ্যাধিকানা-
মৈশ্বর্য্যং যচ্চেতনা বা যদংশঃ।
আবির্ভূতং তন্মহঃ কৃষ্ণনাম
তন্মে সাধ্য সাধনং জীবনঞ্চ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্ত্যাচার্য্য,শ্রেষ্ঠ ভাগবতোত্তম শ্রীপাদ ভবানন্দ বলিয়াছেন যে, কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ও সমুদয় চৈতন্য বস্তু যাঁহার অংশ স্বরূপ, সেই মহঃ অর্থাৎ তেজোময় পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে আবির্ভূত, সেই নামই আমার সাধ্য, সাধন ও জীবন স্বরূপ।

স্বয়ং শ্রীগৌর ভগবান বলিয়াছেন-

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগত নিস্তার ॥

কলিতে কৃষ্ণ নামরূপেই অবতার হইয়াছেন এবং নাম হইতেই সর্বজগতের নিস্তার হইয়া থাকে।

চিন্ময় ভগবন্নামকে জড়শব্দ অক্ষরসমষ্টি মনে করা অপরাধ।

যথা-পদ্মপুরাণ ও পদ্যাবলী-

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ ॥
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুপ্রতিমায় শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবদিগের কলিকলুষনাশক চরণামৃতে জলবুদ্ধি, সমস্ত পাপনাশক বিষ্ণুর নামরূপ মন্ত্রে সামান্য শব্দ বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুতে অন্য দেবতার সহিত তুল্য জ্ঞান করে, সে নিশ্চয় নারকী।

উনত্রিংশ লহরী

॥ নামী অপেক্ষা নামী বড় ॥

নামী হইতে নাম বড় শাস্ত্রের বচন ।
ভারতে ও রামায়ণে ফুকারিয়া কন ॥

ইহার পূর্ব্ব লহরীতে নামী ও নামের অভেদত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে,এই লহরীতে নামী হইতে নামের মহিমা যে অধিক তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। একই সচ্চিদানন্দ রসরূপ ভগবত্তত্ত্ব নামীও নামরূপে আবির্ভূত হইলেও স্বীয় নামীস্বরূপ অপেক্ষা নামস্বরূপে অধিক শক্তি প্রকটিত করিয়াছেন। এসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ও যৌক্তিক প্রমাণ গুলিকে ক্রমশঃ উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ দেখুন ভগবান্ নামী (বিভূচৈতন্যাত্মক করপাদাদিময় শ্রীবিগ্রহ) স্বরূপে জীবের নিকট কেবল সাধ্য বস্তু, একাধারে সাধন ও সাধ্য নহেন, কিন্তু নামে একটা অপূর্ব্ব শক্তি প্রকটিত করিয়াছেন অর্থাৎ নামস্বরূপে জীবের নিকট একাধারে সাধ্য ও সাধন হইয়া উদিত হইয়াছেন ! নামের একাধারে সাধ্য ও সাধনত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ অগ্রবর্ত্তী লহরীতে প্রমাণিত হইবে। জীব প্রেম প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধাবস্থা লাভ না করিলে নামী স্বরূপকে পাইতে পারে না, এমন কি সাধনকালে তাহার দর্শন ও লাভ হয় না, আর কদাচিৎ প্রকটলীলাতে জীবগণ নামীর দেখা পাইলেও সেই নামীস্বরূপ কাহারও সাধন হয়েন না, তাঁহাকে পাওয়ার জন্য একটা পৃথক সাধনাবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু নামরূপ সর্বদা সর্ব্ব জীবের নিকটস্থ, সর্ব্ব জীবের পক্ষে অতি সুলভ সাধন ও সর্ব্বজীবের সর্ব্বাবস্থার পরম সহায় ও বন্ধু। তিনি জীবের সাধনাবস্থায় সাধন হইয়া সর্ব্বদা নিকটেই আছেন, আবার সিদ্ধাবস্থায় সাধ্য হইয়া থাকিবেন, বা সাধনাবস্থাতে ও

সাধকের নিকট যুগপৎ সাধন ও সাধ্যরূপে সর্বদাই আছেন। এখন দেখুন নামী অপেক্ষা নাম বড় কি না?

নামী অপেক্ষা নামের শক্তি যে অধিক তাহা নিম্নলিখিত পদ্মপুরাণীয় শ্লোকগুলি বিচার করিয়াও জানা যায়।

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাৎ দ্বিপদপাংশনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥
জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সংকীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥

উপরি উক্ত শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বপ্রকার অপরাধকারী শ্রীহরির আশ্রয়গ্রহণে মুক্ত হয়। যে অধম হরির নিকট অপরাধ করে, সে যদি কখনও নামাশ্রয় করে, তবে সেব্যক্তি নামের কৃপায় উদ্ধার পায় কিন্তু সর্ব্ব সুহৃদ্ নামের নিকট অপরাধ করিলে, নিষ্কৃতির অন্য উপায় নাই। যদি প্রমাদবশতঃ কখন নামাপরাধ জন্মে তবে একমাত্র নামেরই শরণাগত হইয়া সর্বদা নামসংকীর্ত্তন করিতে হইবে। অবিশ্রান্ত নাম করিলে নামই সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এই শ্লোকটীতে নামী অপেক্ষা নামের অধিকতর শক্তির বিষয় স্পষ্টই কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্লোকটীতে উত্তরোত্তর অপরাধের গুরু ও তৎ তৎ অপরাধমোচনের জন্য ক্রমশঃ অধিকতর শক্তিমানগণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অন্যত্র সংঘটিত অপরাধ হরিচরণাশ্রয়ে মোচন হয়, সুতরাং অন্য সকলের অপেক্ষা হরি শ্রেষ্ঠ, আবার হরির নিকট সংঘটিত অপরাধ নিস্তারের উপায় নামাশ্রয়, সুতরাং হরি অপেক্ষা নাম অধিক শক্তিমান।

আরো দেখুন নামের নিকট সংঘটিত অপরাধ হইতে নিস্তারের একমাত্র উপায় নামের চরণে একান্ত আশ্রয় গ্রহণ, নাম ব্যতীত কেহই নামাপরাধ মোচন করিতে পারেন না। সুতরাং নামী অপেক্ষা নামের অধিকতর শক্তি ও নামের অসাম্যাতিশয়ত্ব স্বতই প্রমাণিত হইতেছে। গৌড় মাধ্বেশ্বর সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী এই যুক্তি দেখাইয়া নামী হইতে নামকে বড় করিয়াছেন।

যথা-

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণীসমন্তাদ্ভবে-
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥

উপরি উক্ত শ্লোকের শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর কৃত অনুবাদ-

বাচ্য ও বাচক এ দুই স্বরূপ তোমার।
বাচ্য তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার ॥
বাচক স্বরূপ তব শ্রীকৃষ্ণাদি নাম।
বর্ণরূপী সর্ব্বজীব আনন্দ বিশ্রাম ॥
এ দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ।
দয়া করি দেয় জীবে তোমার বিলাস ॥
কিন্তু জানিয়াছি নাম বাচক স্বরূপ।
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময় এই অপরূপ ॥
নাম নামী ভেদ নাই বেদের বচন।
তবু নাম নামী হ'তে অধিক করুণ ॥
কৃষ্ণ অপরাধে যদি নামে শ্রদ্ধা করি।
প্রাণ ভরি ডাকে নাম রামকৃষ্ণ হরি ॥

অপরাধ দূরে যায় আনন্দসাগরে।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে ॥
বিগ্রহস্বরূপে বাচ্যে অপরাধ করি।
শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধে তরি ॥
ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীরূপচরণে।
বাচক স্বরূপ নামে রতি অনুক্ষণে ॥

নামী অপেক্ষা নাম যে বড় তদ্বিষয়ে যমরাজের প্রতি শ্রীভগবানরামচন্দ্রের উক্তি শ্রবণ করুন।

“প্রভু দয়াল, অতি রসাল, বলেন শমনে গাথা।
হইয়া শান্ত, শুন কৃতান্ত, বলি নিতান্ত কথা ॥
বেদ সকলে, দেবতা মিলে, যে যে বলে সেই সত্য।
আমার হ’তে, বুঝহ চিতে, নাম হয় মোর নিত্য ॥
কত অবতার, হই বারে বার, বিবিধ আকার ধরি।
নামে সে অপার, সকলের সার, থাকিবে জগতে ভরি ॥
বুঝ বারে বার, নাম নিরাকার, সাকার কর’য়ে মোরে।
যে বলে যে ডাকে, সেরূপে তাকে, দেখা দিতে হয় তারে ॥
নামের বলে, লোক সকলে, আমার চরণ পূজে।
নামের ধার, শুধিতে আর, আমি নারিলাম নিজে ॥
মোর গরিমা, নাম মহিমা, নামে ঋণী আমি।
শুনহ শমন, বুঝিলে কেমন, নামটি আমার নামী ॥
নামের তেজে, আমায় ভজে, জগতের যত জন।
নামের ফাঁদে, আমায় বাঁধে, নামটি এমন ধন ॥
নামের প্রভা, আমার জিহ্বা, বলিতে লোভী হয়।
নামের গুণ, হইলে স্মরণ, মন অচেতন রয় ॥

আগম তন্ত্র, যতেক মন্ত্র, তার দু অক্ষর মূল।
নাম অনন্ত, তাহে নিতান্ত, রাম নামটী অতুল ।।
শুনহ যুক্তি, নামের শক্তি, আমার হ'তে বড় ।
আমি নারি যায়, নাম তারে তায়, এ কথা জানিবে দড় ।।
আমা হইতে, বড় কহিতে, নাম বই নাই আর ।
অশেষ পাপী, নামটি জপি, ভবে হবে পারাপার ।।
যত অশুচি, নামেতে রুচি, করিলে কলুষ নাশ ।
বিনা আদরে, কিবা সাদরে, জপি মোর সহ বাস ।।
বিশেষ বলি, আসিবে কলি, কাল সকলে জান ।
ক্রিয়া কলাপ, তাহাতে এ পাপ, নাশ না হবে শুন ।।
কলিতে অন্য, যতেক পূণ্য, নাস্তি নাস্তি সকলা ।
নাম সে সত্য, সত্য সত্য, নিত্য অপর বিফলা ।
দেবের দারু, লেখনী চারু, পৃথিবী কাগজ হয় ।
সাগর জলে, মেরুর তুলে, কাজলে মসী করয় ।।
নিজে ভারতী, করিয়ে আরতি, আজনম লেখে যদি ।
নাহি পারিবে, সবে হারিবে, নাম গুণ কত অবধি ।।
শমন রাজ, তোমার কাজ, বিষয় যাহাতে রয় ।
এ সব মর্ম্ম, বুঝিয়া কর্ম্ম, করিহ রবিতনয় ।।"

জগদ্রামী রামায়ণ

ভগবান্ রামচন্দ্র নিজের এই উক্তিগুলি অর্থাৎ নিজের অপেক্ষা নিজনামের মহিমাধিক্য প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। তাঁহাকে লঙ্কা যাইবার জন্য সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিতে হইল কিন্তু তদীয় নামৈকান্তপরায়ণ ভক্তবর হনুমান তাঁহার (রাম) নামপ্রভাবে অনায়াসে লম্ফ দ্বারা বার বার সাগর পার হইয়া ছিলেন।

নামী অপেক্ষা নাম যে বড় এবিষয় অধিক শাস্ত্রযুক্তির আবশ্যক নাই। আমরা অজ্ঞ জীব তজ্জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ একটা ঘটনাচক্র ঘটাইয়া নামী অপেক্ষা নাম যে বড় তাহা সকলকে দেখাইয়াছেন।

মহাভারতে বর্ণিত সেই লীলাটী শ্রবণ করুন। একদিবস দ্বারকাপুরে হরিমহিষী সত্যভামা নারদের উপদেশানুসারে কৃষ্ণ সমতুল রত্নদান রূপ ব্রত করিতে ইচ্ছা করিয়া তৌলদণ্ডের-

একভিতে চড়াইল দৈবকীনন্দনে।
আর ভিতে-চড়াইল যত রত্নগণে॥
সত্যভামা গৃহে রত্ন যতেক আছিল।
তুলে চড়াইল তবু সমান নহিল॥
রুক্মিণী কালিন্দী নগ্নজিতা জাম্ববতী।
যে যাঁহার ঘর হৈতে অনে শীঘ্র গতি॥
চড়াইল তুলে তবু সমতুল্য নহে।
ষোড়শসহস্র কন্যা নিজ ধন বহে॥
কৃষ্ণের ভাণ্ডারে ধন কুবের জিনিয়া।
ত্বরাত্বরি চড়াইল তুলে সব লৈয়া॥
না হয় কৃষ্ণের সম অপরূপ কথা।
দ্বারকাবাসীর দ্রব্য যার ছিল যথা॥
শকটে উষ্ট্রেতে বৃষে বহে অনুক্ষণ।
নহিল কৃষ্ণের সম দেখে সর্বজন॥
পর্ব্বত আকার চড়াইল রত্নগণে।
ভূমি হৈতে তুলিতে নারিল নারায়ণে॥
দেখি সত্যভামা দেবী করেন রোদন।
ক্রোধমুখে বলেন নারদ তপোধন॥

উপেন্দ্রাণী বলিয়া বলাও এই মুখে।
রত্ন জুথি উদ্ধারিতে নারিলে স্বামীকে ।।
শিশু প্রায় পুনঃ পুনঃ করিছ রোদন।
হেন জন হেন ব্রত করে কি কারণ ।।
এবে জানিলাম ধন না পারিবে দিতে।
'উঠ' বলি নারদ ধরেন দুই হাতে ।।
শুনি সত্যভামা মুখে উড়িল যে ধূলি।
ভূমি গড়াগড়ি যায় সবে মুক্ত চুলি ।।
হেন কালে কাঁদে সব যাদবী যাদব।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলেন উদ্ধব ।।
আপন শ্রীমুখে কহিয়াছেন বার বার।
আমা হৈতে নামবিনা বড় নাহি আর ।।
চিন্তিয়া বলিল সবে মম বোল ধর।
যত রত্ন আছে তুলে ফেলাহ সত্বর ।।
একেক ব্রহ্মাণ্ড যার এক লোমকূপে।
কোন দ্রব্য সম করি তুলিবে তাঁহাকে ।।
এত বলি আনি এক তুলসির দাম।
তাতে দুই অক্ষর লিখিল "কৃষ্ণ" নাম ।।
তুলের উপরে দিল তুলসির পাত।
নীচে হৈল তুলসী উর্দ্ধেতে জগন্নাথ ।।
শ্রীহরি হইতে হরি নামধন বড়।
জপ হরির নাম চিত্তে করি দৃঢ় ।।

মহাভারত আদিপর্ব

ত্রিংশ লহরী

॥ পূর্ব্বমহাজনকৃত নামমহিমা ॥

পূর্বমহাজনগণ জানি নামতত্ত্ব।
নামে মজি বাখানয়ে নামের মহত্ত্ব ॥

বেপন্তে দুরিতানি মোহমহিমা সম্মোহমালম্বতে
সাতঙ্কং নখরঞ্জনীং কলয়তি চিত্রগুপ্তঃ কৃতী।
সানন্দং মধুপর্কসম্ভৃতিবিধৌ বোধাঃ করোত্যুদ্যমং
বক্তুং নাম্নি তবেশ্বরাভিলষিতে ব্রুমঃ কিমন্যৎ পরম্ ॥
কোন মহাজন কৃত

হে ঈশ ! তোমার নামকীর্ত্তনের অভিলাষ করিলেই পাপ সকল কম্পিত হয়, মোহমহিমা অর্থাৎ দেহ, গেহ, জায়াদি সম্বন্ধীয় মোহাতিশয় সম্যক্ প্রকারে মোহ প্রাপ্ত হয়, সুনিপুণ চিত্রগুপ্ত শঙ্কিত হইয়া পূর্ব্বে পাপীশ্রেণী মধ্যে লিখিত তাঁহার (নামগ্রহণাভিলাষীব্যক্তির) নাম কর্ত্তনার্থ নখরঞ্জনী অর্থাৎ নরুণ ধারণ করেন, আর তিনি নিশ্চয় বৈকুণ্ঠ যাইবেন এই ভাবিয়া ব্রহ্মা মধুপর্ক হস্তে তাঁহার সম্বর্দ্ধনায় উদ্যম করেন, হে প্রভো ! তোমার নামগ্রহণাভিলাষী হইলে যখন এইরূপ হইয়া থাকে তখন নামগ্রহণ করিলে যে কি ফল হইবে তাহা আর কি বলিব ?

শ্রীলক্ষ্মীধরকৃত-

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥

যেমন সূর্য্য উদিত হইবামাত্র অন্ধকারসমুদ্র শোষণ করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করেন, সেইরূপ জগতের মঙ্গলস্বরূপ শ্রীহরিনাম একবার

মাত্র জীবের শ্রবণ বা রাগাদি ইন্দ্রিয়ে উদিত হইলেই অখিল পাপসংহার করতঃ অশেষ মঙ্গল সাধন করেন।

কস্যচিৎ-

চতুর্ণাং বেদানাং হৃদয়মিদমাকৃষ্য হরিণা
চতুর্ভির্যদ্বর্ণৈঃ স্ফুটমঘটি নারায়ণপদম্।
তদেতদ্গায়ন্তো বয়মনিশমাত্মানমধুনা
পুনীমো জানীমো ন হরিপরিতোষায় কিমপি॥

শ্রীহরি চারি বেদের হৃদয় অর্থাৎ সারাংশ আকর্ষণ পূর্ব্বক চারিটী বর্ণ দ্বারা স্পষ্টরূপে "নারায়ণ" এই পদ (নাম) যোজনা করিয়াছেন তজ্জন্য অধুনা আমরা নিরন্তর সেই 'নারায়ণ" নাম গান করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব, ইহা ব্যতীত হরিসন্তোষের অন্য কোন সাধন জানি না।

শ্রীআনন্দাচার্য্য কৃত-

কঃ পরেত নগরী পুরন্দরঃ
কো ভবেদথ তদীয়কিঙ্করঃ।
কৃষ্ণনাম জগদেকমঙ্গলং
কণ্ঠপীঠমুররী করোতি চেৎ॥

জগতের একমাত্র মঙ্গলস্বরূপ কৃষ্ণনাম যদি কণ্ঠপীঠকে অঙ্গীকার করেন কেন অর্থাৎ কণ্ঠে বিরাজ করেন, তাহা হইলে প্রেতপুরের পুরন্দর যম কোথাকার কে? এবং কেই বা তাঁহার কিঙ্কর হয়?

শ্রীধরস্বামী কৃত-

জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং
প্রেম নৈব তুলিতন্তু তুলায়াম্।
সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং
কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াম্॥

জ্ঞান ও সিদ্ধি এই দুই তুলাতে তুলিত আছে, কিন্তু কৃষ্ণনাম ও প্রেম এই দুই তুলাতে তুলিত হয় নাই অর্থাৎ নামপ্রেমের তুলনা নাই।

শ্রীধরস্বামী কৃত-

স্বর্গার্থীয়া ব্যবসিতিরসৌ দীনয়ত্যেব লোকান্
মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং ক্লেশভাজম্।
যোগাভ্যাসঃ পরমবিরসস্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মম তু রসনা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি রৌতু ॥

স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান কেবল লোকসকলকে দীন ভাবাপন্ন করে, মোক্ষের অপেক্ষা অর্থাৎ আমি মুক্ত হইব এই অভিলাষে জ্ঞানানুষ্ঠান, জনগণকে কেবল ক্লেশভাগী করে মাত্র এবং যোগের অভ্যাস অতিশয় বিরস সুতরাং ঐসকল প্রয়াসে অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগানুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই, তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া আমার রসনা কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করুক।

শ্রীধরস্বামী কৃত-

সদা সর্ব্বত্রাস্তে ননু বিমলমাদ্যং তব পদং
তথাপ্যেকং স্তোকং নহি ভবতরোঃ পত্রমভিনৎ।
ক্ষণং জিহ্বাগ্রস্তং তব নু ভগবন্নাম নিখিলং
সমূলং সংসারং কষতি কতরৎ সেব্যমনয়োঃ ॥

হে ভগবন্ তোমার অঙ্গপ্রভা (ব্রহ্ম) নাম এই দুই স্বরূপের মধ্যে অর্থাৎ অঙ্গপ্রভাবরূপ ব্রহ্ম ও নামব্রহ্মের মধ্যে নামব্রহ্মই 'শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তদীয় অঙ্গপ্রভারূপ নির্ম্মলব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিরাজমান থাকিলেও তিনি সংসারবৃক্ষের একটী.মাত্র কোমলপত্র ও ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়েন না, কিন্তু হে প্রভো! তোমার নামব্রহ্ম ক্ষণকালের জন্ম ও জিহ্বাগ্রস্ত হইলে মূলের সহিত সংসারতরু উৎপাটন করেন।

শ্রীমদীশ্বরপুরী কৃত-

যোগশ্রুত্যুপপত্তিনির্জনবনধ্যানাধবসম্ভাবিত
স্বারাজ্যং প্রতিপদ্য নির্ভয়মমী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ ।
অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহরপ্রোন্মীলদিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলধাম নাম জুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি ॥

হে দ্বিজগণ অষ্টাঙ্গযোগ, বেদানুশীলন, নির্জ্জন বনে ধ্যান এবং তীর্থপর্য্যটন দ্বারা সম্ভাবিত নির্ভয় স্বরূপানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া যদি মুক্ত হয় হউক, কিন্তু আমরা কদম্বকুঞ্জ কুহরে বিকাশিত ইন্দীবরশ্রেণীতুল্য শ্যামসুন্দরের নাম-সেবক, অতএব আমাদের লক্ষ লক্ষ জন্ম হউক । ভাবার্থ এই যে মোক্ষপ্রাপ্তি ও ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা সংসারে জন্ম গ্রহণ করত নামকীর্ত্তন অধিক আনন্দজনক ।

কোন মহাজন কৃত-

কল্যাণানাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানম্ ।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবরবচসাং জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণনাম ॥

হে ভক্তগণ ! সমস্ত কল্যাণের আদি কারণ, কলিকলুষনাশক, সমুদয় পবিত্রের পবিত্র, উচ্চারণ মাত্রে মুমুক্ষুদিগের সহসা পরমপদ লাভের পাথেয় স্বরূপ, পণ্ডিত দিগের বাক্য সকলের একমাত্র বিশ্রাম স্থান, সাধুদিগের জীবন তুল্য এবং ধর্ম্মবৃক্ষের বীজসদৃশ কৃষ্ণনাম তোমাদিগের সমৃদ্ধির কারণ হউক ।

শ্রীভবানন্দ কৃত-

বিচেয়ানি বিচার্য্যাণি বিচিন্তানি পুনঃ পুনঃ ।
কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু নঃ ॥

হে ভগবন্ ! কৃপণেরা যেমন যত্নের সহিত নানা স্থান হইতে ধনসংগ্রহ করে, ধনের মনোহারিত্ব ও বহু মূল্যত্বাদি বিচার করে এবং সর্ব্বদা ধনের রক্ষণ বিষয়ে চিন্তাকরে, সেইরূপ তোমার নাম আমাদের সঞ্চয়ের বিষয়ীভূত, বিচার্য্য ও চিন্তনীয় হউক।

শ্রীলক্ষ্মীধর কৃত-

শ্রীরামেতি জনার্দ্দনেতি জগতাং নাথেতি নারায়ণে-
ত্যানন্দেতি দয়াপরেতি কমলাকান্তেতি কৃষ্ণেতি চ।
শ্রীমন্নামমহামৃতাব্ধিলহরীকল্লোলমগ্নং মুহু-
র্মুহ্যন্তং গলদশ্রুনেত্রমবশং মাং নাথ নিত্যং কুরু ॥

হে রাম ! হে জনার্দ্দন ! হে জগন্নাথ ! হে নারায়ণ ! হে আনন্দ ! হে দয়াপর ! হে কমলাকান্ত ! হে কৃষ্ণ! হে নাথ ! তোমার এই সকল শ্রীমন্নামরূপ মহাসুধাসিন্ধুর লহরীকল্লোলে নিত্য আমাকে মগ্ন, বারম্বার মোহযুক্ত, সজলনেত্র এবং বিবশতাপন্ন করিতে আজ্ঞা হউক।

শ্রীলক্ষ্মীধর কৃত-

শ্রীকান্ত কৃষ্ণ করুণাময় কঞ্জনাভ
কৈবল্যবল্লভ মুকুন্দ মুরান্তকেতি।
নামাবলীং বিমলমৌক্তিকহারলক্ষ্মী-
লাবণ্যবঞ্চনকরীং করবাম কণ্ঠে।

শ্রীকান্ত, কৃষ্ণ, করুণাময়, পদ্মনাভ, কৈবল্য পতি, মুকুন্দ এবং মুরান্তক এই সকল নির্ম্মল মুক্তাহারের শোভা তিরস্কারিণী নামাবলীকেই আমরা সর্ব্বদা কণ্ঠে ধারণ করিব।

জয় জয় জয় দেব দেব দেব
ত্রিভুবনমঙ্গল দিব্যনামধেয়।

জয় জয় জয় দেব কৃষ্ণ দেব
শ্রবণমনো নয়নামৃতাবতারঃ ॥
শ্রী বিল্বমঙ্গল (কৃ. ক ১০৮)

হে দেব! হে দেব! হে দেব! হে কৃষ্ণদেব! হে শ্রবণমনোনয়নামৃতাবতার! হে ত্রিভূবনমঙ্গল ! হে দিব্যনামধেয় ! তোমার জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক।

শ্রীমধবাচার্য্যের মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীনারায়ণ সংহিতা বাক্যে-

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ ॥

দ্বাপরযুগের অধিবাসীগণ কেবল পঞ্চরাত্র অবলম্বন পূর্বক হরিপূজা করিয়াছেন কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগে সেই দ্বাপরীয় উপাসনা প্রণালীর পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র নাম দ্বারা হরিপূজা হইয়া থাকে।

একত্রিংশ লহরী

॥ কৃষ্ণ নামই মুখ্য ও প্রেমদায়ক ॥

সকল নামের মুখ্য শ্রীকৃষ্ণের নাম।
প্রেমধন প্রদানিতে শক্তি বলবান ॥

সর্ব্ব বিষ্ণুতত্ত্ব পূর্ণ হইলেও লীলা ও ধামানুযায়ী ভগবত্ত্বশক্তি প্রকাশের তারতম্যানুসারে ভগবৎস্বরূপগণের তারতম্য বেদ ও মহান স্বীকৃত।

যথা প্রমেয় রত্নাবলীতে-

পূর্ত্তি সার্ব্বত্রিকী যদ্যপ্যবিশেষা তথাপি হি।
তারতম্যঞ্চ তচ্ছক্তি ব্যক্তব্যক্তিকৃতং ভবেৎ ॥

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ (৫।১।১)

এইরূপে ভাগবতশাস্ত্র সিদ্ধান্ত করেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য ভগবৎ স্বরূপগণ কেহ অংশ, কেহ কলা, আর শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
শ্রীভাগবত ১।৩।২৮

আবার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও ধাম ও লীলাবিশেষে ভগবত্বা প্রকাশের তারতম্যানুসারে পূর্ণতা, পূর্ণতরতা ও পূর্ণতমতা ভেদ রহিয়াছে।

যথা ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ২।১।২২২-২২৩ শ্লোকে-

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে র্যঃ পরিপঠ্যতে ॥
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ ॥
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু ॥

অর্থাৎ নাট্যশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভেদে হরি পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ বলিয়া খ্যাত,পণ্ডিতগণ হরির অখিলগুণপ্রকাশক স্বরূপকে পূর্ণতম,তদপেক্ষা অল্পগুণপ্রকাশক স্বরূপকে পূর্ণতর ও তাহা অপেক্ষা অল্পগুণপ্রকাশক স্বরূপকে পূর্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ গোকুলে পূর্ণতম, মথুরায় ও দ্বারকায় পূর্ণতর ও বৈকুণ্ঠে পূর্ণরূপে বিরাজমান। সুতরাং ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বরূপই পূর্ণতম ভগবান্।

যেমন ভগবানের নামীস্বরূপগণের ধাম ও লীলানুযায়ী ভগবত্বা প্রকাশের

তারতম্য অনুসারে পূর্ণতা, পূর্ণতরতা, ও পূর্ণতমতা ভেদ আছে, সেইরূপ ভগবানের নামস্বরূপগণের ও শক্তিগত তারতম্য আছে।

যথা হরিভক্তিবিলাসে ১১।৪৮৭ শ্লোকে-

শ্রীমন্নাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষাং মাহাত্ম্যেষু সমেষ্বপি।
কৃষ্ণস্যৈবাবতারেষু বিশেষঃ কোপি কস্যচিৎ ॥

টীকা- শ্রীমদিতি শ্রীমতে ভগবতঃ শ্রীমতাং বা অশেষশোভাসম্পত্ত্যতিশয়-যুক্তানাং নাম্নাং কস্যচিন্নাম্নঃ। কোঽপি মাহাত্ম্যবিশেষোঽস্তি। ননু চিন্তামণেরিব ভগবন্নাম্নাং মহিমা সর্ব্বোঽপি সম এব উচিত ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন সাম্যেঽপি কিঞ্চিদ্বিশেষং দর্শয়তি কৃষ্ণস্যৈবেতি। যথা শ্রীনৃসিংহ-রঘুনাথদীনাং মহাবতারাণাং সর্ব্বেষাং ভগবত্তয়া সাম্যেঽপি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্ত্বা। কৃষ্ণস্যাবতারত্বেঽপি সাক্ষাদ্ভগবত্ত্বেন কশ্চিদ্বিশেষো দর্শিতস্তদ্বদিত্যর্থঃ। এতচ্চ শ্রীধরস্বামীপাদৈর্ব্যাখ্যাতম্। শ্রীভাগবতামৃতোত্তর খণ্ডে বিশেষতো নিরূপিতমস্ত্যেব।

ভাবার্থ এই যে শ্রীনৃসিংহ রঘুনাথাদি মহাবতারগণ সকলেই ভগবান্ হইলেও যেমন "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণাবতারের বিশেষত্ব দর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ সকল ভগবন্নাম চিন্তামণিস্বরূপ হইলেও কোন কোনও নামের কোন কোন বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই পূর্ণতম ভগবান্। এইজন্য ব্রজলীলাত্মক নামই পূর্ণতম শক্তিবিশিষ্ট সুতরাং কৃষ্ণনামই সর্ব্বনামের মধ্যে মুখ্য কেননা কৃষ্ণনামই ব্রজেন্দ্রনন্দনবাচক।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন-

কৃষ্ণনামের বহু অর্থ নাহি মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি ॥

ভগবন্নামসমূহের শক্তিগত তারতম্য ও কৃষ্ণনামের সর্বোচ্চশক্তির বিচার নিম্নে দেখুন।

পদ্মপুরাণে শ্রীমন্মহাদেব পার্ব্বতীদেবীকে বলিয়াছেন-

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥

মহাদেব বলিলেন হে পার্বতি ! আমি পুনঃ পুনঃ রামনাম কীর্ত্তন করিয়া পরমানন্দানুভব করি। রামনাম কীর্ত্তন করিলে মহাভারতীয় বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠের ফল লাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে বিষ্ণুসহস্র নাম পাঠে যে ফল, একবার রাম বলিলেই সেই ফল লাভ হয়। সুতরাং সহস্রনাম তুল্য রামনামে সমশক্তি প্রকটিত।

আবার নিম্নলিখিত প্রমাণে শ্রীরামনামাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণনামের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যথা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে-

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥

অর্থাৎ বিষ্ণুসহস্রনাম তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফল লাভ হয়, শ্রীকৃষ্ণের নাম একবার আবৃত্তিতেই সেই ফল পাওয়া যায়। পূর্বোক্তশ্লোকে প্রমাণিত হইয়াছে যে বিষ্ণুর সহস্র নাম রাম নামের সমান। তাহা হইলে তিনবার সহস্রনামপাঠ কৃষ্ণনামের সমান। উপরিউক্ত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণীয় শ্লোকেও প্রমাণিত হইতেছে যে তিনবার সহস্রনাম একবার কৃষ্ণনামের সমান। সুতরাং একবার কৃষ্ণনাম তিনবার রামনামের সমান। অতএব রামনামাপেক্ষা কৃষ্ণ নামের মহিমা অধিক।

এইজন্যই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণনামকে সর্ব্বনামের শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

যথা প্রভাসপুরাণে-

নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরম্ ॥

অর্থাৎ ভগবান্ বলিলেন হে পরন্তপ! আমার নামসকলের মধ্যে কৃষ্ণনামই মুখ্যতর, ইহা অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ও মুক্তিজনক।

পুনঃ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলিয়াছেন-

ইদং কীরিটী সংজপ্য জয়ী পাশুপতাস্ত্রভাক্।
কৃষ্ণস্য প্রাণভূতঃ সন্ কৃষ্ণং সারথিমাপ্তবান্ ॥

অর্থাৎ অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণাবতার সম্বন্ধীয় একটীমাত্র নাম জপ করিয়া সংগ্রামজয়ী পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সারথিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভগবানের যে কোনও (গৌণ কি মুখ্য) নামে অখিল পাপোন্মূলনী শক্তি হইতে বৈকুণ্ঠলোকদায়িনীশক্তি পর্য্যন্ত (ভাগবত শাস্ত্র বর্ণিত) সর্ব্বশক্তি বিদ্যমান, কিন্তু প্রেমদায়িক শক্তি একমাত্র কৃষ্ণনামেই প্রধানতঃ বিদ্যমান।

যেমন কৃষ্ণের সর্বমঙ্গলময় বহু বহু অবতার থাকিলেও এক কৃষ্ণাবতারেই প্রেমদান শক্তি বিদ্যমান।

যথা কৃষ্ণকর্ণামৃতে-

সন্ত্ববতারাঃ বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণের অংশ পদ্মনাভের সর্বমঙ্গলপ্রদ বিবিধ অবতার আছেন

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন এমন আর কে আছেন, যিনি লতাজাতিকেও প্রেমদান করিতে সমর্থ হন্।

কৃষ্ণসদৃশ কৃষ্ণনামেরও প্রেমদায়িকা শক্তি জানিতে হইবে যেহেতু নাম ও নামী অভেদ। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি মায়াদেবীর উক্তি শ্রবণ করুন।

মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার সংকীর্ত্তন কৃষ্ণনাম শ্রবণে ॥
চিত্ত মোর শুদ্ধি হৈল চাহে কৃষ্ণনাম লইতে।
কৃষ্ণনাম উপদেশি কৃপা কর মোতে ॥
পূর্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমা সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে ॥
মুক্তি-হেতু তারক হয়েন রাম নাম।
কৃষ্ণনাম পারক করেন প্রেমদান ॥
কৃষ্ণনাম দেহ সেবোঁ কর মোরে ধন্যা।
আমারে ভাসায় যৈছে এই প্রেমবন্যা ॥
এত বলি হরিদাসের বন্দিল চরণ।
হরিদাস কহে কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ॥
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণ প্রেমে লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া ॥
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে ॥

চৈতন্য চরিতামৃতে অন্তখণ্ড তৃতীয় পরি.

কৃষ্ণনামের মুখ্যফলই প্রেমলাভ যথা-

নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ ॥
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।

কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥
হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নহে ।
নামের ফল কৃষ্ণপদে প্রেম উপজায়ে ॥
আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ ।
তাঁহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ ॥
হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয় ।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তম হয় ক্ষয় ॥
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম কর্ম্ম মঙ্গল প্রকাশ ॥
তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয় ।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥

চৈঃ চঃ অঃ ৩য় পঃ।

শ্রীভাগবত বলেন-

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥

ভাঃ ১১।২।৩৮

শ্রীপাদচক্রবর্ত্তীকৃত টীকা- ভক্তিষ্বপি মধ্যে নামসংকীর্তনস্য সর্ব্বোৎকর্ষমাহ । স্বে প্রিয়স্য কৃষ্ণস্য নামকীর্ত্ত্যা কীর্ত্তনেন জাতানুরাগঃ প্রেমা যস্য সঃ ইত্যস্য ।

মহারাজ ! এইপ্রকার ব্রতধারী অর্থাৎ ভক্ত সকল স্বীয় প্রিয়তম কৃষ্ণের নামকীর্ত্তন দ্বারা জাতপ্রেম হইয়া অর্থাৎ কৃষ্ণনামকীর্ত্তনের দ্বারা প্রেমলাভ করত প্রেমলাভ করত তন্নিবন্ধন শিথিলহৃদয় ও বিবশ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উচ্চ হাস্য কখনও রোদন কখনও গান কখনও বা নৃত্য করিতে

থাকেন। এই শ্লোকে প্রেমলাভের সুগম মার্গ যে 'কৃষ্ণনামকীর্ত্তন তাহা সুস্পষ্টরূপে ধ্বনিত হইয়াছে।

দ্বাত্রিংশ লহরী

।। হরিনাম প্রচারই গৌরাবতারের অন্যতম হেতু ।।

হরিনাম প্রচারিতে গৌর অবতার।
নামবিনা প্রভু নাহি উপদেশে আর ।।

স্বয়ং ভগবান্ ভক্তরূপধারী শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র, আচরণে ও বাক্যে জন্মের পূর্ব্ব হইতে অপ্রকট কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকলকে শ্রীনাম সংকীর্ত্তনেরই উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীপ্রভুর লীলাগ্রন্থ অদ্যোপ্যন্তে আলোচ্য। শ্রীপ্রভু নামসংকীর্ত্তন ভিন্ন অন্য কিছুই উপদেশ দেন নাই।

লীলা সূত্রকার শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন-

হরি হরি বোলে সবে হরষিত হৈয়া।
জন্মিলা চৈতন্য প্রভু নাম জন্মাইয়া ।।
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে ।।
বাল্যভাব ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
কৃষ্ণহরিনাম শুনি রহয়ে রোদন ।।
পৌগণ্ড বয়সে পঢ়েন পঢ়ান শিষ্যগণে।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে ।।
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপ গ্রাম ।।

কিশোর বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন ।
রাত্রিদিন প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ ।।
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া ।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ।।
চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ গ্রামে ।
লওয়াইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম-নামে ।।
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস ।
চব্বিশ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস ।।
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন ।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন ।।
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন ।
প্রেম নাম প্রচারিয়া করিল ভ্রমণ ।।
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে ।
কৃষ্ণপ্রেমনামামৃতে ভাসাইল সকলে ।।

চৈঃচঃআঃ ১৩শ পঃ

এখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উপদেশ শুনুন । শ্রীপ্রভু বাল্যে বালগোপালসেবী তৈর্থিকবিপ্রকে বলেন-

সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার ।
করাইমু সর্ব্বদেশে কীর্ত্তন প্রচার ।।

চৈঃভাঃআঃ ৩য় অঃ

কৈশোরে শ্রীপ্রভু তপনমিশ্রকে উপদেশ দেন-

কলিযুগধর্ম্ম হয় নামসংকীর্ত্তন ।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ ।।
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞসার ।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার ।।

রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥
শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেইজন কৃষ্ণ ভজে তার মহাভাগ্য ॥
অতএব তুমি গৃহে কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটীনাটী পরিহরি একান্ত হইয়া ॥
সাধ্য সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনামসংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ১২ অঃ

শাস্ত্রব্যাখ্যাকালে শিষ্যগণকে সর্ব্বশাস্ত্র-মর্ম্মোপদেশ দেন যথা—

প্রভু বলে সর্বকাল সত্য কৃষ্ণ নাম।
সর্ব্বশাস্ত্র কৃষ্ণ বহি নাহি বলে আন ॥
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণ নাম।
সর্ব্বদোষ থকিলেও যায় কৃষ্ণধাম ॥
এইমত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার সেই নাশ যায় ॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ১ম অঃ

শ্রীপ্রভু নিজ জননীর প্রতি হরিভজনের উপদেশ দিয়া শ্রীনাম সংকীর্ত্তনকেই ভজন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

শুন শুন মাতা কৃষ্ণ ভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর মাতা কৃষ্ণে অনুরাগ ॥
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা মুখে বল হরি ॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ১ম অঃ

শ্রীপ্রভু বিদ্যাবিলাসশেষে শিষ্যগণকে স্পষ্টরূপে বলেন-

তোমরা সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণনামে পূর্ণ হউ সবার বদন ॥
যে পড়িলে সেই ভাল আর কার্য্য নাই।
সবে মিলি কৃষ্ণ বলিবাঙ এই চাই ॥
পড়িলাম শুনিলাম এতদিন ধরি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি ॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ১ম অঃ

শ্রীপ্রভু নদীয়া নগরবাসীগণকে কৃষ্ণভক্তির আশীর্বাদ করতঃ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনকেই ভক্তি স্বরূপে নির্দেশ করেন। যথা-

প্রভু বলে কৃষ্ণভক্তি হউ সবাকার।
কৃষ্ণনাম গুণ বহি না বলিহ আর ॥
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশ।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের শুনহ বিশেষ ॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করিহ সবে হাতে তালি দিয়া ॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩ অঃ

শ্রী প্রভুর সন্ন্যাসের পূর্বে নগরবাসীগণ ভক্তি প্রার্থনা করিলে উপদেশ দেন-

আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে কৃষ্ণ গাও গিয়া ॥
বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহো কিছু না বলিহ আন ॥

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ২৬ অঃ

উৎকল যাত্রাসময়ে পথে দস্যুভীত স্বীয়গণকে বলেন।

কিছু চিন্তা নাহি কর কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন।
তোরা কিনা দেখ ফিরে চক্র সুদর্শন ॥

চৈঃ ভাঃ অঃ ২য় পঃ

কাশীতে প্রকাশানন্দের নিকট আত্ম প্রতি স্বীয় গুরুর উপদেশ-ব্যপদেশ শ্রীনাম সংকীৰ্ত্তনকেই ভাগবতের সার বলিয়া উল্লেখ করেন তাহাকে নামকীৰ্ত্তনেরই উপদেশ দেন। যথা-

গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন।
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণনাম জপ সদা তুমি এই মন্ত্রসার ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধৰ্ম্ম।
সৰ্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমৰ্ম্ম ॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবতের সার এই বোলে বারে বারে ॥
এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীৰ্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ॥ **ইত্যাদি**

চৈঃ চঃ আঃ ৭ম পঃ

নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীৰ্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে পাবে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥

চৈঃ চঃ মঃ ২৫ পঃ

পণ্ডিত চূড়ামণি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীপ্রভুকে ভক্তি সাধনের শ্রেষ্ঠ কি জিজ্ঞাসা করায় শ্রীপ্রভু একমাত্র শ্রীনামসংকীর্ত্তনকেই নির্দ্দেশ করেন। যথা-

ভক্তিসাধনশ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নামসংকীর্ত্তন ॥

চৈঃ চঃ মঃ ৬ষ্ঠ পঃ

শ্রীপ্রভু দক্ষিণ গমন সময়ে সর্ব্বত্র সকলকে শ্রীনামকীর্ত্তনের উপদেশ করেন। কূর্ম্ম নামক স্থানে কূর্ম্মনামক ব্রাহ্মণকে বলেন-

গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা।
যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ ॥
আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার এই দেশ।

চৈঃ চঃ মঃ ৭ম পঃ

শ্রীপ্রভু গলৎকুষ্ঠী বাসুদেবকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে একমাত্র নাম সংকীর্ত্তনেরই আচার ও প্রচারের উপদেশ দেন। যথা-

প্রভু কহে তোমার না হবে বিষয়াভিমান।
নিরন্তর লহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ॥
নাম উপদেশি কর জীবের নিস্তার।

চৈঃ চঃ মঃ ৭ম পঃ

পথি মধ্যে বৌদ্ধগণ স্বীয় গুরুর উদ্ধার প্রার্থনা করিতে তাহাদিগকে-

প্রভু কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।
গুরু কর্ণে কহ কৃষ্ণ নাম উচ্চ করি ॥

চৈঃ চঃ মঃ ৯ম অঃ

তত্ত্ববাদী বৈষ্ণবগণের সহিত সাধ্য সাধন, বিষয়ক প্রশ্নোত্তরে শ্রীপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরমসাধ্যের পরমসাধনস্বরূপ কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তনের উপদেশ করেন।

প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ প্রেম সেবা ফলের পরম সাধন ।।
শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে হয় কৃষ্ণপ্রেম।

চৈঃ চঃ মঃ ৯ম পঃ

শ্রীপ্রভু প্রতাপরুদ্র রাজাকে উদ্ধার করিলে পর রাজা নিজকৃত্য উপদেশ প্রার্থনা করায় শ্রীপ্রভু নিরন্তর সংকীর্ত্তনের উপদেশ দেন।

নিরন্তর কর গিয়া কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
তোমার রক্ষিতা বিষ্ণুচক্র সুদর্শন ।।

চৈঃ আঃ অঃ ৫ম অঃ

শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা সময়ে শ্রীপ্রভু পিছলদার যবনরাজকে উদ্ধার করেন। যবন স্বদুর্গতির কথা জানাইয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলে-

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৃপাদৃষ্টি করি।
আশ্বাসিয়া কহে তুমি কহ কৃষ্ণ হরি ।।

চৈঃ চঃ মঃ ২৫ পঃ

বৃন্দাবনবাসীগণ শ্রীপ্রভুকে দর্শন করিতে আগমন করিলে শ্রীপ্রভু-

সবাকে উপদেশ করে নামসংকীর্তন।

চৈঃ চঃ মঃ ১৮ পঃ

কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে প্রথম বৎসরে শ্রীপ্রভু তাহাকে অর্চ্চন, সাধুসেবা ও নাম কীর্ত্তনের উপদেশ করেন। দ্বিতীয় বৎসরে তাঁহার ভজনোন্নত

অবস্থা (বৈষ্ণবতর অবস্থা) দর্শনে কেবল নামসংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব সেবার উপদেশ দেন। তাহাতে কুলীনগ্রামী সেব্য বৈষ্ণবের লক্ষণ জানিতে চাহিলে শ্রীপ্রভু নামসংকীর্ত্তনকারীকেই বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করেন। যথা-

প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণ নাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ।।
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেই বৈষ্ণব তার করিহ পরম সম্মান ।।

প্রথম বৎসর

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে ।।

দ্বিতীয় বৎসর

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান ।।

তৃতীয় বৎসর

শ্রীচরিতামৃত

শ্রীপ্রভু গোস্বামীবর্য্য শ্রীল সনাতনকে নিম্নলিখিত উপদেশ করেন।

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন ।।
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ।।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে মিলে প্রেমধন ।।

চৈঃ চঃ অঃ ৪র্থ পঃ

শ্রীপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীপাদকে ভক্তিলতা উপদেশ সময়ে ভক্তিলতার অঙ্কুর হইতে ফলপক্কাবধি সর্ব্ববাবস্থায় শ্রবণ ও কীর্ত্তনরূপ জলসেচনের উপদেশ দেন। যথা-

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥
মালী হঞা সেই বীজ করয়ে রোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥

চৈঃ চঃ মঃ ১৯ পঃ

শ্রীপ্রভু শ্রীপাদ রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীকে উপদেশ দেন-

আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবন।
তাঁহা যাই রহ যাঁহা রূপসনাতন ॥
ভাগবত পড় সদা লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবে কৃপা কৃষ্ণভগবান্ ॥

চৈঃ চঃ অঃ ১৩ পঃ

শ্রীপ্রভু, শ্রীদাসগোস্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বৈরাগীর কৃত্য উপদেশ করেন -

বৈরাগীর কৃত্য সদা নামসংকীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদরভরণ ॥
আমার এই বাক্য তুমি করহ নিশ্চয়।

গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে।
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে ।।

চৈঃ চঃ অঃ ৬ষ্ঠ পঃ

লীলাসম্বরণকালে মৰ্ম্মী পার্ষদ স্বরূপ ও রামরায়ের কণ্ঠ ধরিয়া প্রেমভরে আপনাকে সংসারী জীব অভিমান করিয়া (লোক শিক্ষার জন্য) যে সর্ব্বসারশিক্ষা প্রচার করেন, তাহ এই-

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ।।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ।।
নামসংকীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস ।।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্‌গম ।।
কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ।।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি,
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি,
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ।।

অনেকলোকের বাঞ্ছা অনেকপ্রকার।
কৃপাতে করিলে অনেক নামের প্রচার ।।
খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয়।
দেশকালনিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ।।
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ।।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্য ২০ পঃ

ত্রয়স্ত্রিংশ লহরী

।। হরিনামই গৌরগণের জীবন ।।

গৌরাঙ্গপার্ষদ আর ভক্তগণ যত।
হরিনাম সর্ব্বসার সবার সম্মত ।।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু-

পতিতপাবনাগ্রগণ্য সর্ব্বজগদ্ গুরু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সংকীর্ত্তন ভিন্ন অন্য কিছুই জানিতেন না এবং কাহাকেও অন্য কিছু উপদেশ করিতেন না। শ্রীনিতাইচাঁদ গৌড়দেশকে সংকীর্ত্তনানন্দসাগরে ভাসাইয়াছিলেন। তাঁহার আচার প্রচার সম্বন্ধে ব্যাসাবতার তদীয় শিষ্য শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিস্তৃত লিখিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটী উক্তি লিখিত হইল

কি শয়নে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেকো না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তনবিনে ।।

সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায় ।
গণসহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায় ॥
রাত্রিদিন ক্ষুধাতৃষ্ণা নাহি নিদ্রাভয় ।
সর্ব্বদিগ্ হৈল হরিসংকীর্ত্তনময় ॥

চৈতন্য ভাগবত

নবদ্বীপে আসি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ।
হইলেন কীর্ত্তন আনন্দমূর্তিমন্ত ॥
সদাই জপেন নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
ক্ষণেকো নাহিক নিত্যানন্দ মুখে অন্য ॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসংকীর্ত্তন ।
করায়েন করেন লইয়া ভক্তগণ ॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ৫ম অঃ

এক কথায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সময়ে কৃষ্ণ নাম সহ নৃত্যগীতই সকলের ভজন হইয়াছিল ।

নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণনৃত্যগীত হৈল সবার ভজন ॥

চৈঃ ভাঃ অঃ ৮ম অঃ

শ্রীরাঘবের মন্দিরে দয়াল নিতাই সকলকে শ্রীমুখে যে উপদেশ করেন, সেই শ্রীমুখোক্তি শ্রবণ করুন ।

এতেকে তোমরা সর্ব্বকার্য্য পরিহরি ।
নিরবধি গাও কৃষ্ণ আপনা পাশরি ॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রযশে ।
সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেমরসে ॥

চৈঃ ভা অঃ ৫ম অঃ

শ্রীমদদ্বৈত প্রভু-

সংকীর্ত্তনজনক শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয়ের পূর্বে শ্রীমদদ্বৈত প্রভু 'নামভিন্ন কলিকালে অন্য ধর্ম নাই' জানিয়া নামপ্রচারার্থ শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ হইবার জন্য সদাই প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার শ্রীমুখোক্তি শুনুন।

কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার।
নামবিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর ॥
শুদ্ধভাবে করিমু কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর দৈন্য করি করিমু প্রার্থন ॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন প্রচার।
তবেতো অদ্বৈতনাম সফল আমার ॥

চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পঃ

শ্রীমদ্ হরিদাস ঠাকুর-

জগতের শ্রেষ্ঠতমসাধু, আদর্শচরিত মহাপুরুষ শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যবনকুলোদ্ভূত হইয়াও কেবল একান্তভাবে হরিনামাশ্রয়ে সর্বজগতের শীর্ষস্থানীয় ও জগদ্গুরু বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্তর্দ্ধানে শোক করিয়া বলিয়াছিলেন।

হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্নশুন্য হইলা মেদিনী ॥

চৈঃ চঃ অঃ ১১শ পঃ

একান্তভাবে নামের আচার ও প্রচার কার্য্যের জন্য শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদ তাঁহাকে (হরিদাসকে) জগদ্গুরু বলিয়াছেন।

অবতারকার্য্য প্রভুর নামের প্রচারে।
সেই নিজকার্য্য প্রভু করেন তোমা দ্বারে ॥

আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য ।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য ॥
চৈঃ চঃ অঃ ১১শ পঃ

স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহাকে বলিয়াছেন-

লোকনিস্তারিতে তোমার এই অবতার ।
নামের মহিমা লোকে করিলে প্রচার ॥
চৈঃ চঃ অঃ ১১শ পঃ

শ্রীমদ্ হরিদাস ঠাকুরের ভজনসম্বন্ধে নিম্নলিখিত মহাজনবাক্য দেখুন; তিনি যে একমাত্র নামকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহাকেই সর্ব্বসার মানিয়াছিলেন,তাহা উল্লিখিত উক্তিসমূহ ও নিম্নলিখিত উক্তিসমূহে স্পষ্টই জানা যাইতেছে ।

নির্জ্জনবনে কুটীর করে তুলসী সেবন ।
রাত্রিদিন তিনলক্ষ নামের গ্রহণ ॥
ক্ষণেকো গোবিন্দ নামে নাহিক বিরতি ॥
চৈঃ ভাঃ আঃ ১১ঃ

দশসহস্রসন্ন্যাসীর গুরু, অদ্বিতীয় পণ্ডিত, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ঐকান্তিকভক্ত ও পার্ষদ, শ্রীল প্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ স্বরচিত —
শ্রীবৃন্দাবনশতক গ্রন্থে লিখিয়াছেন-

হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি মুখ্যান্
মহাশ্চর্য্যনামাবলী সিদ্ধমন্ত্রান্ ।
কৃপা-মূর্ত্তি-চৈতন্যমেবোপগীতান্
কদাভ্যস্য বৃন্দাবনে স্যাং কৃতার্থঃ ॥

শ্রীল কৃষ্ণপদ দাস বাবাজীমহাশয়কৃত এই শ্লোকের পদ্যানুবাদ-

করুণাবতার দেব চৈতন্য আমার।
আপনি আচরি যাহা করিলা প্রচার ॥
সেই হরে কৃষ্ণ হরে আদি নামমালা।
নিজগুণে গাঁথি যাই জীবে প্রদানিলা ॥
প্রেমরসে মাখা সেই হরিনামাবলী।
সরব শকতিময় সুমহিমাশালী ॥
কবে বৃন্দাবনে এই সিদ্ধমন্ত্রচয়।
জপিয়ে কৃতার্থ হব জুড়াবে হৃদয় ॥

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর-

কলিযুগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাতে ব্যাসাবতার শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর নামসম্বন্ধে তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তি শ্রবণ করুন।

কলিযুগধর্ম্ম হয় নামসংকীর্ত্তন।

চৈঃ ভাঃ আঃ ২য় অঃ

কলিযুগে সর্ব্বধর্ম্মনামসংকীর্ত্তন।

চৈঃ ভাঃ আঃ ২য় অঃ

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী-

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী মাধ্ব গৌড়েশ্বর বৈষ্ণবাচার্য্য গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীমুখে বলিয়াছেন-

ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই হয় নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম ॥

চৈঃ চঃ অঃ ১ম পঃ

তিনি (শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী) শ্রীহরিভক্তি বিলাস ও শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের মূল ও টীকাতে শ্রীনামসংকীর্ত্তনকেই সর্বভক্তির সার বলিয়া পুনঃ পুনঃ বিশেষভাবে বিচার করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত উক্তি তুলিবার স্থান নাই। নিম্নে কয়েকটী মাত্র দেওয়া হইল।

লিখিতা ভগবদ্ধর্ম্মা ভক্তানাং লক্ষণানি চ।
তানি জ্ঞেয়ানি সর্ব্বানি ভক্তেৰ্বৈ লক্ষণানি হি ॥
তেষু জ্ঞেয়ানি গৌণানি মুখ্যানি চ বিবেকিভিঃ।
বহিরঙ্গান্তরঙ্গাণি প্রেমসিদ্ধৌ চ তানি যৎ ॥

হঃ ভঃ বিঃ ১১।৬৩০।৬৩১ শ্লোক

টীকা- ভগবদ্ধর্ম্মা যে পূর্ব্বং লিখিতাঃ যানি চ ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণানি লিখিতানি তানি সর্ব্বাণ্যেব ভক্তিলক্ষণানি জ্ঞেয়ানি। তেম্বেব কিঞ্চিদ্বিশেষং দর্শয়তি তেম্বিতি। শ্রবণাদিসর্ব্বেষু এব লিখিতেষু ভক্তিলক্ষণেষু মধ্যে কানিচিৎ গৌণানি অপ্রধানানি কানিচিচ্চ মুখ্যানি প্রধানানি বিবিচ্য জ্ঞেয়ানীত্যর্থঃ। যৎ যস্মাৎ তানি লক্ষণানি প্রেম্নঃ সিদ্ধৌ সাধনে বহিরঙ্গাণি অন্তরঙ্গাণি চ। যানি বহিরঙ্গাণি তানি মুখ্যানীত্যর্থ। বিবেকিভিরিত্যনেন শ্রবণাদি নবমুখ্যানি, তত্র চ শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণানি, শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভবন্নৃণামিতি সারোপদেশাৎ। তত্রাপি কীর্ত্তনস্মরণে 'ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে স্মরণং কীর্ত্তনং তথেতি স্কান্দে ভক্তিবিশেষেণ তয়াতয়োরুক্তেঃ।' তত্রাপি শ্রীভগবন্নামসংকীর্ত্তনম্ অঘচ্ছিৎস্মরণমিত্যাদিবচনাৎ তচ্চ সর্বং পূর্ব্বং লিখিতং শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে বিবৃতমস্তি।

সারার্থ এই যে যাঁহারা বিবেকী তাঁহারা সর্বভক্ত্যঙ্গের মধ্যে গৌণ মুখ্য বিচার করিয়া সারাৎসার নির্ণয় করেন। সর্ব্বভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রবণাদি নবাঙ্গ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ এই তিন অঙ্গ শ্রেষ্ঠ, এই অঙ্গত্রয়ের মধ্যে "স্মরণ কীর্ত্তন" এই অঙ্গদ্বয় শ্রেষ্ঠ। এই দুই অঙ্গের মধ্যে আবার

শ্রীমন্নামসংকীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীনাম যে সর্ব্বভক্তিসার এই বিষয়ে পাদ সনাতন শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বহু স্থলে লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটী প্রমাণ এই গ্রন্থের ২৬ ষড় বিংশ লহরীতে "ভক্তি প্রকারেষু শ্রেষ্ঠং" ইত্যাদি উক্তিতে দ্রষ্টব্য। বিস্তৃত শ্রীহরিভক্তি বিলাস দ্রষ্টব্য।

নিম্নে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী মহাশয় কৃত সিদ্ধান্তগ্রন্থচূড়ামণি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের একটী প্রমাণ লিখিত হইল। বিস্তৃত সমস্ত গ্রন্থ আলোচ্য।

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণীনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥

সারার্থ এই যে শ্রীনাম ভগবানের আনন্দময় স্বরূপ, তজ্জন্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে শ্রীনাম প্রাণীদিগের স্বধর্ম্ম, ধ্যান, অর্চ্চনাদি অনুষ্ঠানের কষ্টকে বিরমিত করেন অর্থাৎ যাঁহারা নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁহাদিগকে স্বধর্ম্ম, স্মরণ ও অর্চ্চনাদি অনুষ্ঠানের ক্লেশ পাইতে হয় না,নাম তাঁহাদিগকে সর্ব্ব মহাসাধনের সর্ব্ব মহাসাধ্য প্রদান করেন। প্রাণীগণ কোনপ্রকারে (ক্ষুৎপিপাসাদি বা হেলায় শ্রদ্ধায়) একবার মাত্র নামাশ্রয় করিলে নাম তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন।

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী-

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অন্যতম শ্রীমদ্রূপগোস্বামী মহাশয় স্বকৃত শ্রীকৃষ্ণ নামাষ্টকে শ্রীনামের অসাম্যাতিশয়ত্ব বিশেষভাবে বর্ণন করিয়া পরিশেষে তিনি সর্ব্বদা নিজের জিহ্বাতে উদয় হইবার জন্য নামের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন।

যথা স্তবমালায়াম্-

নারদবীণোজ্জীবনসুধোর্ম্মিনির্য্যাসমাধুরীপূর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা॥

হে কৃষ্ণনাম ! তুমি নারদ মুনির বীণা দ্বারা প্রকটতা লাভ করতঃ সুধাতরঙ্গের নির্য্যাসস্বরূপ মাধুরীপুর হইয়াছ। তুমি রসের সহিত আমার রসনায় অজস্র স্ফুর্ত্তি লাভ কর।

শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোস্বামী-

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তমপার্ষদ বিজ্ঞচূড়ামণি শ্রীমদ্দাসগোস্বামী স্বাভীষ্টসূচকে সর্ব্বদা পরমানুরাগভরে নামরস সুধাপানের জন্য স্বরসনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদা সংকীর্ত্তনরসে উন্মত্ত থাকিতে চাহিয়াছেন।

যথা স্তবমালায়াম্-

রাধেতি নাম নবসুন্দরসীধুমুগ্ধং
কৃষ্ণেতিনামমধুরাদ্ভুতগাঢ়দুগ্ধম্।
সর্ব্বক্ষণং সুরভিরাগহিমেন রম্যং
কৃত্বা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্ত্তে॥

পাঠক ! শুনিলেন ত ! রসিকবর দাসগোস্বামী বলিলেন যে “ রাধা “ নাম নূতন মধুর সুন্দর অমৃত ও কৃষ্ণনাম মধুর অদ্ভূত ঘনদুগ্ধ। এই দুই পরম মধুর বস্তু সম্মিলিত হইলে রসনার নিকট কতই লোভনীয় ও উপাদেয় হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। এই দুই পরম উপাদেয় মধুর বস্তুকে অনুরাগ রূপ কর্পূর দ্বারা সুগন্ধিত করিয়া সর্ব্বক্ষণ পান করা অপেক্ষা উপাদেয় আর কি আছে ?

শ্রীমদ্‌গোপালভট্ট গোস্বামী-

ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী সর্ব্বদা নামসংকীর্ত্তন আনন্দে-মগ্ন থাকিতেন। তৎকৃত প্রার্থনা শ্রবণ করুন-

পদ্যাবলী-

ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডখণ্ডন বর শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ হে
বৃন্দারণ্যপুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবরশ্যামল ।
কালিন্দীপ্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয় ॥

হে ভাণ্ডীরবট স্বামিন্! হে মায়ূরপিচ্ছভূষণ! হে শ্রেষ্ঠ! হে চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ! হে বৃন্দাবনেন্দ্র ! হে স্ফূর্ত্তিশীল উৎকৃষ্ট ইন্দীবর তুল্যশ্যামল ! হে কালিন্দীপ্রিয় ! হে নন্দনন্দন ! হে অরবিন্দলোচন ! হে গোবিন্দ ! হে মুকুন্দ ! হে সুন্দরতনো ! আমি দীন আমাকে আনন্দিত কর।

শ্রীমজ্জীব গোস্বামী-

তত্বজ্ঞশিরোমণি সর্ব্ববৈদান্তিকমূকুটভূষণ গৌড়মাধ্বেশ্বর সম্প্রদায়ের আচার্য্যশ্রেষ্ঠ শ্রীপাদ জীবগোস্বামী স্বীয় সন্দর্ভমধ্যে নাম ও সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে অতি সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সারগর্ভ উক্তিগুলির কতকাংশ এই গ্রন্থের ৩৪শ লহরীতে ও নামনামী অভেদ নামক ২৮শ লহরীতে লিখিত হইয়াছে।

নিম্নে একটী উক্তি দিলাম-

কলিপ্রসঙ্গেন কীর্ত্তনস্য গুণোৎকর্ষ ইতি ন বক্তব্যম্। ভক্তিমাত্রে কালদেশাদিনিয়মস্য নিষিদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎ কীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্

গ্রাহ্যম্ ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্র তৎ প্রশংসেতি স্থিতম্ । অতএব যদন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্ । "যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস" ইতি তত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তং হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং কালৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ইত্যাদৌ।

৭ম স্কন্ধে ৫।২৩ শ্লোক ক্রমসন্দর্ভ ।

ভাবার্থ এই যে কলি প্রসঙ্গেই যে কীর্ত্তনের গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে ইহা বলা উচিত নহে । কারণ ভক্তিমাত্রে দেশকালপাত্রাদি নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বযুগে শ্রীসংকীর্ত্তনের সমান সামর্থ্য । কলিতে শ্রীভগবানের কৃপাতে জীবগণ কীর্ত্তন গ্রহণ করিতে পারিয়াছে এইজন্য কলিতে কীর্ত্তনের প্রশংসা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে । যদি কলিতে অন্যভক্তি করিতে হয় তবে কীর্ত্তনের সহযোগে করিতে হইবে। যেহেতু " যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" ইত্যাদি ভাগবতীয় পদ্যে ইহাই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু কলিতে স্বতন্ত্র নামকীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রশস্ত, যেহেতু "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং" ইত্যাদি শ্লোকে নারদাদি কর্ত্তৃক ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের উপদেষ্টৃ-শিরোমণি শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন-

চৈতন্যচরিত্র শুন শ্রদ্ধাভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি ।।
এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম্ম ।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্রের এই সারমর্ম্ম ।।

চৈঃ চঃ মঃ ১০ম পঃ

শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুর-

যিনি নাম-প্রেমের বন্যায় সমস্ত গৌড়দেশকে প্লাবিত করিয়াছিলেন,সেই বিজ্ঞশিরোমণি শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় পুনঃ পুনঃ নামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার দু একটী উক্তি লিখিত হইল।

গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্ত্তন,
রতি না জন্মিল কেন তায়।
প্রার্থনা
কৃষ্ণনামগানে ভাই, রাধিকাচরণ পাই,
রাধানামগানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিনু কথা ঘুচাও মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্য কথাদ্বন্দ্ব।।
প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা

শ্রীমৎ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু-

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তীকালে যিনি জীবোদ্ধারার্থ জগতে আসিয়া ছিলেন। সেই শ্রীনিবাসআচার্য্য প্রভু জীবগণকে সর্ব্বদা নামসংকীর্ত্তনের উপদেশ দিতেন। ভক্তিরত্নাকর আদি লীলা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বনবিষ্ণুপুরাধিপতি বীরহাম্বির স্বকর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে আচার্য্য প্রভু বলেন -

আপনাকে সাপরাধ মানি সর্ব্বক্ষণ।
নিরন্তর করিবে এ নামসংকীর্ত্তন।।
এত কহি রাজার হরিতে সব ক্লেশ।
হরিনাম মহামন্ত্র কৈল উপদেশ।।

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর-

পণ্ডিতকুল চূড়ামণি ভক্তিতত্ত্বসুনিপুণ রসিকেন্দ্র শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর যে শ্রীহরিনামকে সর্ব্বভক্তিমধ্যে মহারাজচক্রবর্ত্তী ও জীবগণের একমাত্র অবলম্বনীয় সাধন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থের "নামের সাধ্য সাধনত্ব" নামক ৩৪শ লহরীতে লিখিত হইবে তৎস্থলে দ্রষ্টব্য। নিম্নে কেবল একটী উক্তি দেওয়া হইল। রাগানুগীয় গণেরও যে কীর্ত্তন অবশ্য ও প্রধান অবলম্বনীয় তাহা নিম্ন উক্তিতে দ্রষ্টব্য।"

রাগানুগায়া যন্মুখ্যস্য তস্যাপি স্মরণস্য কীর্ত্তনাধীনত্বমবশ্যং বক্তব্যমেব কীর্ত্তনস্যৈব এতদ্ যুগাধিকারিত্বাৎ সর্ব্বভক্তিমার্গেষু সর্ব্বশাস্ত্রেস্তস্যৈব সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদনাচ্চ।

অর্থাৎ রাগানুগীয়গণের মুখ্য যে স্মরণ, সেই স্মরণেরও কীর্ত্তনাধীনত্ত্ব অবশ্য বক্তব্য। যেহেতু কীর্ত্তন এই যুগের অধিকারী ও সর্ব্বভক্তি মার্গে সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্তনের সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের বৈদান্তিকশ্রেষ্ঠ বেদান্তভাষ্যকর্ত্তা শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামসম্বন্ধীয় উক্তি-

চিদাত্মকাক্ষরাকারং নাম। যথানামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য
হংসশূকরাদিবপুশ্চিদ্রূপমেব তদ্বৎ।

ভাবার্থ এই যে নাম চিদাত্মকাক্ষরাকার। নামী শ্রীকৃষ্ণের হংস শূকরাদি মূর্ত্তিও যেমন চৈতন্যস্বরূপ সেইরূপ তাঁহার নাম ও চিৎস্বরূপ।
এখন কৃপাময় পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন নামী অর্থাৎ ভগবৎ সরূপের সহিত নামের প্রভেদ কি ? ভগবানের বিগ্রহও যেমন সচ্চিদানন্দময়,

শ্রীনামও তেমনি সচ্চিদানন্দময় সুতরাং ভগবানের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপের মধ্যে কিছুই ভেদ নাই তিনই একরূপ।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-

মহাজনশ্রেষ্ঠ পরমারাধ্যতম শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর **হরিনাম চিন্তামণি** গ্রন্থে বলিয়াছেন -

ভক্তির সাধন যত আছয়ে প্রকার।
সে সব চরমে দেয় নামে প্রেমসার ॥
অতএব নাম লয় নামরসে মজে।
অন্য যে প্রকার সব তাহা নাহি ভজে ॥

চতুস্ত্রিংশ লহরী

॥ হরিনাম মহামন্ত্র ও হরিনামই রাধাকৃষ্ণ ॥

হরিনাম মহামন্ত্র স্বতন্ত্র সাধন।
সাধ্যের অবধি রাধা-ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

(ক) হরিনাম মহামন্ত্র-

অগ্নি পুরাণে-

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে জিতার্থা ন সংশয়ঃ ॥

অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে এই মন্ত্র যদি কেহ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিয়া থাকে তথাপি সে জয়ী হইয়া থাকে ইহাতে কোন সংশয় নাই।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে -

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
যে রটন্তি ইদং নাম সর্বপাপং তরন্তি তে ॥
তৎসংগ্রহকারকঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু

অর্থাৎ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে এই মন্ত্র যে বলিয়া থাকে সে সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে।
পতিতপাবনাবতার শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু উপরিউক্ত পুরাণবর্ণিত শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রসংগ্রহ ও সংগ্রথিত করতঃ কলির পতিত জীবগণকে উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বাক্য-

একদা কৃষ্ণবিরহাদ্ ধ্যায়ন্তী প্রিয়সঙ্গমম্।
মনোবাষ্পনিরাসার্থং জল্পতীদং মুহুর্মুহুঃ ॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
যানি নামানি বিরহে জজাপ বার্ষভানবী।
তান্যেব তদ্ভাবযুক্তো গৌরচন্দ্রো জজাপ হ ॥
শ্রীচৈতন্যমুখোদ্‌গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতিবর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎপ্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাজ্ঞয়া ॥

এক সময় শ্রীরাধিকা তাঁহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যকুল হইয়া নিজ বিরহাগ্নিকে দূর করিবার জন্য নিজ প্রিয়তম শ্রীশ্যামসুন্দরের সহিত মিলন কালের ধ্যান করিতে করিতে “ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ”এই মহামন্ত্রের জপ করেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধিকা যে মন্ত্রের জপ করিয়া ছিলেন সেই মন্ত্রকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু রাধাভাবে ভাবিত হইয়া জপ করিয়াছিলেন ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" এই হরিনাম মহামন্ত্র সমস্ত জগৎবাসীকে কৃষ্ণপ্রেমে নিমগ্ন করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজমান হউক। তাঁহার জয় হউক জয় হউক।

মথিয়া সকল তন্ত্র, হরিনাম মহামন্ত্র,
করে ধরি জীবেরে শিখায় ।।

মহাজনকৃত পদ

দয়াল শ্রীনিমাইচাঁদ নবদ্বীপেই এই মহামন্ত্র প্রথম প্রচারের শুভারম্ভ করেন। নবদ্বীপবাসীগণ উপদেশপ্রার্থী হইলে প্রভু বলেন-

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ।।
ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বলইথে বিধি নাহি আর ।।

চৈ.ভা.ম ২৩

নামবিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম ।।

চৈঃ চঃ আঃ ৭ম পঃ

(খ) কেবল হরিনামই কলির গতি,নাম ভিন্ন কলিতে অন্যগতি নাই-

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ

শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত এই শ্লোকের অর্থ-

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সব জগত নিস্তার ॥
দার্ঢ্যলাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
জ্ঞানযোগ তপ কর্ম্ম আদি নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি এই তিন এবকার ॥

চৈঃ চঃ আঃ ১৭ পঃ

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, হে কলির জীবগণ ! কলিকালে নামরূপেই কৃষ্ণের অবতার, অর্থাৎ নামই কৃষ্ণ নাম হইতেই সকল জগৎনিস্তার হয়। এজন্য শাস্ত্র ত্রিবাচক করিয়া বলিয়াছেন। "তোমরা হরিনাম সার কর, হরিনাম সার কর, হরিনামই সার কর"। কেবল হরিনাম অর্থাৎ হরিনামকীর্ত্তনের সহিত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ,তপস্যাদি,সাধনান্তরের মিশ্রণ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র হরিনামই সার কর। ইহার অন্যথা করিলে অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদি সাধনান্তর ত্যাগ করিয়া কেবল হরিনামাবলম্বন না করিলে তোমাদের নিস্তার নাই, নিস্তার নাই, নিস্তার নাই।

বিজ্ঞ আচার্য্য ভাগবতগণ কর্ত্তৃক যে যুগের জীবের জন্য যে ধর্ম্ম বিহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সে যুগের জীবের পক্ষে সেই ধর্ম্মের আচরণই গুণ,তদ বিপরীত আচরণ করিতে যাওয়া দোষ। **কারণ ভাগবত বলেন-**

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ ॥

ভাঃ ১১।২১।২

অর্থাৎ স্ব স্ব অধিকারে যে নিষ্ঠা তাঁহাই গুণ তদ্বিপরীতই দোষ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে ভগবদুপাসনার জন্য চারি প্রকার ধর্ম্মের ব্যবস্থা। যাঁহারা যে যুগের অনুবর্ত্তী, তাঁহারা ,তদ্ যুগানুগত ধর্ম্মের দ্বারা ভগবদুপাসনা করিয়া থাকেন।

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ ॥

ভাঃ ১১।৫।৩৫

সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন ও কলিযুগে সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের ব্যবস্থা।

চারিযুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ।
কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরিসংকীর্ত্তন ॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ১ম

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥

বিষ্ণু পুরাণ ৬।২।১৭

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

ভাগবত ১২।৩।৪১

উপরি উক্ত শ্লোক দুইটীর তাৎপর্য্য এই যে, সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, ও দ্বাপরে অর্চ্চনা দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, কলিযুগে কেবল হরিসংকীর্ত্তনেই তাহা লাভ হয়।

কলিতে সংকীর্ত্তনযজ্ঞে ভগবদারাধনার কথা ভাগবতে বিশেষ বিধিতে লিখিয়াছেন-

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ।।
ভাঃ ১১।৫।৩২

ইহার অর্থ এই যে কলিতে সুবুদ্ধিমানগণ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদ ও কান্তিতে অকৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ ভগবানকে সংকীর্ত্তন যজ্ঞদ্বারা অর্চ্চনা করেন। এই ভাগবতীয় মহাবাক্যের "সুমেধসঃ" শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্যার্থ **ষড়দর্শনবেত্তা, বিজ্ঞচূড়ামণি, ভাগবতোত্তম শ্রীমৎ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য লিখিত প্রকারে বলিয়াছেন-**

সংকীর্ত্তনযজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন ।
সেইত সুমেধা, আর কলিহতজন ।।
শ্রীচরিতামৃত

এই সমস্ত বিচার করিয়া বেদব্যাস শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন-

অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞসার ।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার ।।
শ্রীচৈতন্য ভাগবত

কলিজীবের একমাত্র সংকীর্ত্তনই গতি এবিষয়ে আরও কারণ দেখুন । সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিপুরাণের সিদ্ধান্ত এই যে দ্রব্যহীন, জাতিহীন, গুণহীন, ক্রিয়াহীন, নিতান্ত পতিত, বিঘ্ন দ্বারা পরিবেষ্টিত, অল্পায়ু, রোগশোক-সমাকুল, অতিদীন জীবের উদ্ধারের একমাত্র উপায় অপার করুণাময়ী নামসংকীর্ত্তনাখ্যভক্তি ।

যথা ক্রম সন্দর্ভে শ্রীপাদজীবগোস্বামীর উক্তি-

ইয়ঞ্চ কীর্ত্তনাখ্যভক্তির্ভগবতো দ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াহীনজনৈক বিষয়াপারকরুণাময়ীতি শ্রুতিপুরাণাদিবিশ্রুতিঃ ।

কলির জীবগণ স্বভাবতঃই দ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াদি হীন, নিতান্তদীনাতিদীন, এই জন্য করুণাময়-সংকীর্ত্তন, কলিতে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং কলির দীনজীবগণকে অনায়াসে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সর্ব্বমহাসাধন সমূহের সর্ব্বমহাসাধ্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন ।

উপরি লিখিত উক্তির পরেই শ্রীপাদজীব গোস্বামী বলিয়াছেন-

অতএব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষু আবির্ভূতাননায়াসেনৈব তত্তদ্‌যুগগতমহাসাধনানাং সর্ব্বমেব ফলং দদানা কৃতার্থয়তি কীর্ত্তনেন । কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি ।

অতএব কলিতে কেবল হরিনাম সংকীর্ত্তনই প্রশস্ত । কর্ম্মাদি সাধনান্তর ত দূরের কথা । কীর্ত্তনের ভক্ত্যঙ্গসমূহ আচরণ ও কলির দীন জীবের সাধ্যাতীত বলিয়া আচরণীয় নহে, যদি অন্যভক্তির আচরণ করিতে হয় তবে সংকীর্ত্তনযোগেই কর্ত্তব্য । কিন্তু কেবল সংকীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রশস্ত ।

যথা শ্রীজীব গোস্বামী পাদের বাক্য-

অতএব যদন্য ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তং যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ইতি অত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামসংকীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তং হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথেত্যাদৌ ।

এই সমস্ত বিচার করিয়া বিজ্ঞচূড়ামণি শ্রীমৎকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় বলিয়াছেন-

চৈতন্য চরিত্র শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি ॥
এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম্ম।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্রের সার এই মর্ম্ম ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

নামবিনা কলিকালে ধর্ম নাহি আর।

শ্রীমদদ্বৈত প্রভু

(গ) হরিনাম স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষসাধন-

নিরপেক্ষতা দুই প্রকার। সাধ্য প্রদানে দেশ-কাল-পাত্র ও অবস্থার উত্তমত্বাদি অপেক্ষা না করা এক প্রকার ও সাধ্যবস্তু প্রদানের জন্য কাহারও (কর্ম্ম, জ্ঞান বা কোন ভক্ত্যঙ্গাদির) সহায়তা অপেক্ষা না করা দ্বিতীয় প্রকার। হরিনাম দুই প্রকারেই নিরপেক্ষ।

প্রথম দেশকালপাত্র ও অবস্থার অপেক্ষা না করিয়া আশ্রিতজনের বাঞ্ছা পূর্ণ করা সম্বন্ধে পুরাণ ইতিহাসের উক্তি শ্রবণ করুন্।

ন দেশকালাবস্থাত্মশুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্ ॥

স্কন্দপুরাণ

ভাবার্থ এই যে এই নামকীর্ত্তন দেশ, কাল, অবস্থা ও আত্মশুদ্ধ্যাদির অপেক্ষা করেন না, ইনি স্বতন্ত্র ও কামনাকারীর কামপ্রদ।

বিষ্ণুধর্ম্মে-

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক ॥

অর্থাৎ হে লুব্ধক ! শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিতে দেশ ও কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্টমুখে নামগ্রহণের ও নিষেধ নাই।

নামের দ্বিতীয় প্রকার নিরপেক্ষতা অর্থাৎ সাধনান্তরের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া সর্ব্বসাধনের সাধ্য প্রদান সম্বন্ধীয় প্রমাণ সর্ব্ববেদপুরাণশাস্ত্রে সুস্পষ্ট আছে, নিম্নে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। এই বিষয়টী শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক ও মহাজনকৃত তট্টীকায় সুস্পষ্ট দ্রষ্টব্য।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥
ভাঃ ১১।৫।৩৬

ক্রমসন্দর্ভের টীকাঃ-

গুণজ্ঞাঃ কীর্ত্তননামোচ্চারণরূপং তদ্গুণং জানন্তঃ অতএব তদ্দোষাগ্রহণাৎ। সারভাগিনঃ সারমাত্রগ্রাহিণঃ কলিং সভাজয়ন্তি গুণমেব দর্শয়ন্তি। যত্র প্রচারিতেন সংকীর্ত্তনেন সাধনান্তরনিরপেক্ষেণ তেনেত্যর্থঃ সর্ব্বধ্যানাদি কৃতাদিষু সাধনসাহস্রৈঃ সাধ্যঃ।

যাঁহারা নামকীর্ত্তনের মহিমা জানেন, সেই আর্য্য সারগ্রাহীগণ কলির প্রশংসা করিয়া থাকেন, যেহেতু যে সংকীর্ত্তনে সাধনান্তরের বিনাপেক্ষায় কৃতাদিযুগের সহস্র সহস্র মহাসাধনের সাধ্যসমূহ লাভ হয় সেই কীর্ত্তন কলিতে প্রচারিত।

ভাগবতশাস্ত্রসমূহ সুস্পষ্টরূপে পুনঃ পুনঃ নামমহিমা গান করিয়া বলিয়াছেন যে জীবগণ কর্ত্তৃক নাম কোন প্রকারে একবার মাত্র শ্রুত বা গীত হইলেই মুক্তি দান করেন। **যথা-**

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা।
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

প্রভাসখণ্ড

যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ।

ভাগবতে

কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণীনাং যৎ।

বৃহদ্ভাগবতামৃত

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মোক্ষশ্রিয়ঃ ॥
নো দীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥

পদ্যাবলী

যাঁহাকর্ত্তৃক স্বভাবতই চিত্ত আকৃষ্ট হয়, মহাপাতকের নাশক, বাক্‌শক্তিসম্পন্ন আচণ্ডাল সকল লোকের পক্ষে সুলভ, মোক্ষসম্পত্তির বশীকারক, দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাবিধান নিরপেক্ষ সেই এই শ্রীকৃষ্ণনামরূপ মন্ত্র, জিহ্বাস্পর্শমাত্র দুর্ব্বাসনা বিনাশপূর্ব্বক প্রেমফল প্রদান করেন।

নামের দুই প্রকার নিরপেক্ষতার সম্বন্ধে নিম্নে দুইটি ঐতিহাসিক দার্ষ্টান্তিক প্রমাণ প্রদত্ত হইল।

তাহাতে প্রমাণিত হইবে যে শ্রীনাম যে কোনও প্রকারে উচ্চারিত হইলেই দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থা, এবং কর্ম্মাদি সাধন এমন কি দীক্ষাদি অন্য

কোন ও ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের অপেক্ষা না করিয়া জীবগণকে মুক্তি প্রদান করেন।

পুরাণে উক্ত আছে এক যবন মলত্যাগ করিবার সময় শূকর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ''হারাম হারাম'' বলিয়া পুনঃ পুনঃ চিৎকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলে পর ঐ শুকরোদ্দেশে যাবনিক ভাষায় উচ্চারিত ''হারাম'' শব্দ প্রভাবে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। **যথা-**

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥

বরাহ পুরাণ

এই শ্লোকের পাত্র যবন, মলত্যাগ কাল, বিন্মূত্রপূরিত দেশ, শূকর কর্ত্তৃক নিপীড়িত ভীত চঞ্চল ম্রিয়মাণ অবস্থা,আবার যবনের ভগবন্নামে শ্রদ্ধা বা নামোচ্চারণের উদ্দেশ্যও নাই, তথাপি কেবল যবনকর্ত্তৃক শুকরোদ্দেশে ব্যবহৃত যাবনিক ভাষায় ''হারাম'' শব্দমাত্র উচ্চারিত হইয়া যবনকে যোগীন্দ্রবাঞ্ছিত পরমপদ প্রদান করিলেন।

যিনি শ্রদ্ধার সহিত নামগ্রহণ করেন, তাঁহার অন্য কোনও সাধনের বা দেশ কালাদির অপেক্ষা না করিয়া নাম যে তাঁহাকে পরমবস্তু প্রেম প্রদান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি ?

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়াগৃণম্ ॥

ভাঃ৬।২।৪৯

অর্থাৎ দাসীসঙ্গী ম্রিয়মাণ অজামিল যমদূত দর্শনে ভীত হইয়া ''নারায়ণ'' নামক স্বপুত্রকে আহ্বান করিতেই তিনি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শ্রদ্ধার সহিত নামগ্রহণের ফলের কথা কি বলিব ?

(ঘ) শ্রীহরির নাম সর্ব্বভক্তি অঙ্গের পূর্ণ কারক-

চতুঃষষ্টি ভক্ত্যাঙ্গের মধ্যে নবাঙ্গ শ্রেষ্ঠ। সেই শ্রেষ্ঠ নবাঙ্গ ভক্তি ও নাম হৈতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। **যথা-**

নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়।

শ্রীচৈঃ চঃ

অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গের কথা কি, অর্চ্চানাদি শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গসকল ও সর্ব্বদা সংকীর্ত্তনের সহায়তা অপেক্ষা করেন। **যথা-হরিভক্তি বিলাসে-**

অথ শ্রীভগবন্নাম সদা সেবেত সর্ব্বতঃ।
তন্মাহাত্ম্যঞ্চ বিখ্যাতং সঙ্ক্ষেপেনাত্র লিখ্যতে॥

টীকা-

এবং পূজামাহাত্ম্যং লিখিত্বা মধুরেণ সমাপয়েদিতি ন্যায়েনান্তে নামমাহাত্ম্যং লিখন্ তত্রাদৌ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থানতো নক্তং শয়নপর্য্যন্তে নিজ কর্ম্মাণি তথা শ্রীভগবতঃ প্রবোধনতো নক্তং স্থাপনপর্য্যন্তে সেবা প্রকারে চ সর্ব্বত্রৈব বিঘ্ননিবারকতয়া ন্যূনসংপূর্ত্তিকারকত্বেন পূজাঙ্গতয়া সর্ব্বকর্ম্মণাং গুণবিশেষোপাদকতয়া তথা স্বতঃ পরমফলরূপতয়া চাদৌ মধ্যে অন্তে চ শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তনং কুর্য্যাদিতি লিখতি। অথেতি আনন্তর্য্যে মঙ্গলে বা। সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সর্ব্বার্থঞ্চেত্যর্থঃ এবং কালবিশেষকৃতকৃত্যতাদ্যভাবাৎ সর্ব্বপরিপোষকত্বাচ্চাপ্যন্তে লিখনমিতি ভাবঃ।

এই শ্লোক ও টীকাতে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন তাঁহার সারার্থ এই যে সাধক সর্ব্বদা সর্ব্বত্র নাম কীর্ত্তন করিবেন। যাঁহারা অচ্চনামার্গ আশ্রয় করিবেন, তাঁহাদের ও ব্রাহ্ম মুহর্ত্ত হইতে রাত্রিতে

শয়ন পর্য্যন্ত নিজের সমস্ত কার্য্য ও ভগবানের জাগরণ হইতে স্থাপন পর্যন্ত সমন্ত সেবাকার্য্যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র নামকীর্ত্তন করিবেন।
যেহেতু নাম সেবাকার্য্যের সর্ব্ববিষয়ের বিঘ্ন নিবারক, পূজাঙ্গহানি সম্পূর্ণকারক, সর্ব্বকর্ম্মের গুণ বিশেষ সম্পাদক, স্বয়ং পরমফলস্বরূপ ও সর্ব্বভক্তির পরিপোষক।

শ্রীভাগবত বলেন-

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসংকীর্ত্তনং তব ॥
অষ্টমস্কন্ধ ২৩ অঃ ১৬ শ্লোকে

শুক্রাচার্য্য বলিলেন ভগবন ! মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি ও দক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা যে ছিদ্র বা ন্যূনতা ঘটে, আপনার নামসংকীর্ত্তন সে সকলকে নিশ্ছিদ্র করিয়া থাকেন।

শ্রীহরিনাম আর একভাবে সর্ব্ব ভক্তি অঙ্গ পূর্ণকারক। তাহা এই যে একমাত্র নামসংকীর্ত্তন করিলেই সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ পূর্ণভাবে অনুষ্ঠান করা হয়। যেহেতু সমস্তভক্ত্যঙ্গ নামসংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥
বিষ্ণুপুরাণ

দিগ্‌দর্শনী টীকা-

কৃতযুগে পরমশুদ্ধচিত্ততয়া ধ্যানস্য ত্রেতায়াঞ্চ সর্ব্ববেদপ্রবৃত্ত্যা যজ্ঞানাং দ্বাপরে চ শ্রীমূর্ত্তিপূজাবিশেষ প্রবৃত্ত্যা অর্চ্চনস্য শ্রেষ্ঠমপেক্ষ্য তত্তত্র পৃথক্ পৃথগুক্তম্ এবমগ্রেহপি জ্ঞেয়ং তচ্চ সর্ব্বং সমুচিতং কলৌ শ্রীকেশবনাম কীর্ত্তনান্তর্ভূতমেবেতি সুখমাপ্নোতীত্যর্থঃ।

সারার্থ এই যে সত্যাদি যুগে দ্রব্য ও চিত্তাদির বিশুদ্ধিতা ছিল বলিয়া তৎ তৎ যুগে ধ্যান যজ্ঞ ও অর্চ্চনাদিকে শ্রেষ্ঠ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা করিয়াছেন । কলিতে ধ্যান বা স্মরণ, যজ্ঞ ও অর্চ্চনাদি সকল সাধন নামসংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত ও কেবল নামসংকীর্ত্তনেই সকলকিছুর ফল অনায়াসে ও সুখে পাওয়া যায় ।

যদভ্যর্চ্চয হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি ।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনাৎ ।

বিষ্ণুরহস্য

অভ্যর্চ্চ্যেতি পূজায়াং যৎফলং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ অনন্যয়া ভক্ত্যা শ্রবণস্মরণভক্তিপ্রকারেণ চ যৎ ফলং যজ্ঞশতৈরপি । যৎ তৎ গোবিন্দেতি কীর্ত্তনাৎ অবিকলং সম্পূর্ণং সকলং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ।

তাৎপর্য্য এই যে সত্যযুগে শত যজ্ঞানুষ্ঠানে ও অনন্ত ভক্তির সহিত শ্রীহরির অর্চ্চন, শ্রবণ ও স্মরণাদি ভক্তিসমূহদ্বারা যে ফললাভ হইত কলিতে কেবল ‘গোবিন্দ’ কীর্ত্তন দ্বারা অবিকল সেই ফল পাওয়া যায় ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন-

সাধ্যসাধনতত্ত্ব যেবা কিছু হয় ।
হরিনামসংকীর্ত্তনে মিলে সমুদয় ॥

চৈঃ ভাঃ

(ঙ) হরিনাম ভক্তির জীবন-

ভক্তি পরাবিদ্যা, নামবিদ্যাবধূজীবন ।

যথা-

বিদ্যাবধুজীবনং ॥

শ্রীশিক্ষাষ্টক শ্লোক ১

(চ) হরিনাম ভক্তিরাজ্যের মহারাজ চক্রবর্ত্তী-

ভক্তিরাজ্যের চতুঃষষ্টি বিভাগ। হরিনাম ভক্তিরাজ্যের সর্ব্ব বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা। মহাজনগণ এই জন্য নামকে ভক্তিরাজ্যের মহারাজ চক্রবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করেন। এই গ্রন্থের "ভক্তিপ্রকারেষু শ্রেষ্ঠং" নামক ২৬।২৭ লহরীতে এবং এই লহরীর "সর্ব্ব ভক্তির অঙ্গ পূর্ণকারক" নামক উক্তিতে প্রমাণিত হইয়াছে যে নাম অর্চ্চনাদি সাধনরাজগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব শক্তিমান। নিম্নে একটী মহাজন উক্তিতে প্রমাণিত হইবে যে রাগানুগা নামক ভক্তির অন্তরঙ্গ বিভাগেও সংকীর্ত্তনও সর্ব্বেশ্বর সম্রাট্।

ভক্তির দুইটী বিভাগ ; বিধি ও রাগ। রাগই অন্তরঙ্গ বিভাগ। রাগানুগীয় মার্গে স্মরণই মুখ্য। সেই স্মরণরূপ সাধনরাজও সংকীর্ত্তনের অধীন।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর বিন্দুতে শ্রীপাদচক্রবর্ত্তী বলিয়াছেনঃ-

অত্র পঞ্চাঙ্গানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠানি যথাঃ- শ্রীমূর্ত্তিসেবা-কৌশলং, রসিকৈঃ সহ ভাগবতার্থাস্বাদঃ, স্বজাতীয়স্নিগ্ধমহত্তরসাধুসঙ্গঃ, নামসংকীর্ত্তনং, শ্রীবৃন্দাবন বাসঃ। অত্র রাগানুগায়াঃ স্মরণস্য মুখ্যত্বং।

অত্র রাগানুগায়াং যন্মুখ্যস্য তস্যাপি স্মরণস্য কীর্ত্তনাধীনত্বমবশ্যং বক্তব্যমেব কীর্ত্তনস্যৈব এতদ্‌যুগাধিকারিত্বাৎ সর্ব্বভক্তিমার্গেষু সর্ব্বশাস্ত্রৈস্তস্যৈব সর্ব্বোৎকর্ষপ্রতিপাদনাচ্চ।

তাৎপর্য্য এই যে রাগানুগামার্গে স্মরণ মুখ্যাঙ্গ হইলেও সেই স্মরণ কীর্ত্তনাধীনে করিতে হইবে। সুতরাং সংকীর্ত্তন ভক্তিরাজ্যের মহারাজ চক্রবর্ত্তী। দার্শনিক পণ্ডিতগ্রগণ্য ভাগবতশাস্ত্রে সুপারদর্শী শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় নিম্নলিখিত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোকের টীকাতেও উপরি

উক্ত মত সিদ্ধান্ত করিয়া সংকীর্ত্তনকে ভক্তিরাজ্যের মহারাজ চক্রবর্ত্তী বলিয়া সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাগবতোক্ত শ্লোক যথাঃ-

এতন্নির্বিদ্যমাননামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগীনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

ভাঃ ২।১।১১

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত টীকা-

নন্বত্র শাস্ত্রে ভক্তিরভিধেয়ত্যবগম্যত এবং তত্রাপি ভক্ত্যঙ্গ্যেষু মধ্যে মহারাজচক্রবর্ত্তীবৎ কিমেকং মুখ্যত্বেন নির্ণীয়তে তত্রাহ নামানুকীর্ত্তনমিতি। সর্ব্বেষু ভক্ত্যঙ্গ্যেষু মধ্যে শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণানি ত্রীণি মুখ্যানি। তস্মাৎ ভারত ইতি শ্লোকেনোক্তানি তেষু ত্রিষ্বপি মধ্যে কীর্ত্তনং, কীর্ত্তনেঽপি নামলীলা গুণাদিসম্বন্ধিনি। তস্মিন্ নামকীর্ত্তনং তত্রানুকীর্ত্তনং স্বভক্ত্যনুরূপনামকীর্ত্তনং নিরন্তরকীর্ত্তনং বা নির্ণীতং পূর্ব্বাচার্য্যৈরপি ন কেবলং ময়ৈবাধুনা নির্ণীয়ত ইতি তেনাত্র প্রমাণং ন প্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় বলিতেছেন এই ভাগবত শাস্ত্রে ভক্তিকে অভিধেয় বলিয়া জানা গেলেও সমস্তভক্ত্যঙ্গের মধ্যে কোনও একটীকে মহারাজচক্রবর্ত্তীর ন্যায় মুখ্যরূপে নির্ণয় করিয়াছেন কি ? এতদুত্তরে এই শ্লোকে বলিতেছেন, হাঁ নামানুকীর্ত্তনকেই নির্ণয় করিয়াছেন। ভাবার্থ এই যে ভাগবতশাস্ত্রে একমাত্র ভক্তিই অভিধেয়স্বরূপে নির্ণীত হইয়াছে। আবার একমাত্র নামানুকীর্ত্তনই সমস্ত ভক্তঙ্গের মধ্যে মহারাজচক্রবর্ত্তীবৎ মুখ্যতমরূপে নির্ণীত হইয়াছেন। এই ভাগবতশাস্ত্রে “তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা” ইত্যাদি শ্লোকে শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ এই তিন অঙ্গকে মুখ্য করিয়াছেন। এই অঙ্গয়ের মধ্যে কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ। আবার নাম,

রূপ, গুণ, লীলাদি কীর্ত্তনের মধ্যে নামানুকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। অনুকীর্ত্তনের অর্থ এই যে নিজের ভজনানুরূপ নামকীর্ত্তন অথবা নিরন্তর নামকীর্ত্তনই কর্তব্য। মূল শ্লোকে শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী যে "নির্ণীত" শব্দপ্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহার ভাবার্থ এই যে কেবল আমি (শুকদেবই) যে অধুনা ইহা (নামের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বসমাশ্রয়ত্ব নিত্য) নির্ণয় করিতেছি, তাহা নহে, ইহা অনাদি কাল হইতে পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্তৃক নির্ণীত' ই আছে, সেই জন্য এ বিষয়ে প্রমাণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না।

পাঠক মহোদয় দেখুন ! কি সুন্দর শ্লোক ! আর কি সুন্দর টীকা।

(ছ) হরিনাম একাধারে সাধ্য ও সাধন-

যাঁহার যাহা প্রয়াজেন বা বাঞ্ছিত বস্তু, তাহাই তাহার সাধ্য। সেই সাধ্য বা বাঞ্ছিত বস্তু বা প্রয়োজন প্রাপ্তির জন্য যে উপায় অবলম্বন করা যায় তাহাই সাধন বা অভিধেয়।

যেমন একজনের বস্ত্র বা বাড়ী প্রয়োজন, সেই বস্ত্র বা বাড়ীই তাঁহার সাধ্য, আর বস্তু বা বাড়ী প্রাপ্তির জন্য যে উপায় অবলম্বন করে তাহাই তাঁহার সাধন। বেদশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন সাধ্য বস্তু প্রাপ্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাধনের উপদেশ আছে। যেমন ঐহিক স্রগ্ চন্দনাদি ও পারত্রিক স্বর্গাদি একটী সাধ্য, আর কর্ম্ম তাঁহার সাধন, মোক্ষ একটী সাধ্য, আর জ্ঞান তাঁহার সাধন, পরমাত্মৈকত্যলাভ একটি সাধ্য ও যোগ তাঁহার সাধন ইত্যাদি।

হরিনাম ব্যতীত যাবতীয় সাধ্য সাধনের প্রত্যেকটীর সাধ্য ও সাধন উভয়েই পৃথক পৃথক বস্তু, কোনটাই একাধারে সাধ্য ও সাধন নহে।

সাধ্যবস্তুর বা প্রয়োজনের প্রাপ্তি ঘটিলে সাধনের সহিত সাধকের সংস্রব রহিত হয়। যে ফল পাইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা যায়, সেই ফল লাভ হইলে তল্লাভোপার অর্থাৎ সাধনত্যাগ স্বাভাবিক। যেমন কর্ম্মরূপ সাধনের ফল ঐহিক পারত্রিক বিষয় লাভ হইলে কর্ম্মের সহিত সাধকের সংস্রব রহিত হয়।

হরিনামরূপ সাধন কর্ম্মাদি সাধন সদৃশ নহেন। হরিনামসাধন দ্বারা হরিনামরূপ সাধ্যেরই প্রাপ্তি ঘটিবে। হরিনামরূপ সাধনের ইহাই চমৎকারিত্ব ও ইহাই উপাদেয়ত্ব। অন্য সাধন সাধ্যগুলির প্রত্যেকটীর সাধন হইতে সাধ্যবস্তুর পার্থক্যবশতঃ সুষ্ঠুরূপে সাধনানুষ্ঠানেও সাধ্যবস্তুর প্রাপ্তিবিষয়ে (সাধন ও সাধ্য পৃথক্ পৃথক্ বস্তু বলিয়া) সন্দেহ থাকে। যেমন উকিল ও বিচারক পৃথক্ হইলে, মোকদ্দমা জয় লাভের জন্য ভাল উকিলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সুন্দররূপে মোকদ্দমার তদ্বির করিলেও বিচারকের রায়ের অপেক্ষায় থাকিতে হয়,জয় লাভে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায় না, কিন্তু উকিল ও বিচারক যদি একই ব্যক্তি হয়েন ; অর্থাৎ আজ যিনি উকিল হইয়া পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক জয়লাভের উপায় উপদেশ করিলেন তিনিই যদি কল্য বিচারক রূপে বিচারাসনে বসিয়া বিচার করেন তাহা হইলে জয়ের কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। একেবারে বুক ঠুকিয়া বলা যায় যে জয় নিশ্চয়। হরিনামসাধনটী এই রূপ, উকিলও বটেন আর বিচারকও বটেন ; হরিনাম একাধারে সাধন ও সাধ্য হরিনাম সাধনের মধ্যে ও শ্রেষ্ঠ এবং সাধ্যের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। আজ জ্ঞান সাধন করিতেছি, মৃত্যুর পরে তৎসাধ্য মোক্ষলাভ হইবে কি না কে বলিতে পারে ? কিন্তু যাঁহারা হরিনাম সাধন করিতেছেন, তাঁহাদের হরিপ্রাপ্তির কোনই সন্দেহ নাই, তাঁহাদের হরিপ্রাপ্তিই হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে, কারণ হরিনামই হরি।

হরিনামের এই উপাদেয়ত্ব সম্বন্ধে মহাজনশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটা সুন্দর উক্তি শ্রবণ করুন-

কৃষ্ণনাম হয় প্রভু পূর্ণানন্দ তত্ত্ব।
উপেয় বা সিদ্ধি বলি যাঁহার মহত্ত্ব ॥
উপায় হইয়া আবির্ভূত ধরাতলে।
উপায় উপেয় ঐক্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে ॥
অধিকারী ভেদে যিনি উপায় স্বরূপ।
তিনিই উপেয় অন্যে বড় অপরূপ ॥
সাধ্যের সাধনে আর নাহি অন্তরায়।
অনায়াসে তরে জীব তোমার কৃপায় ॥

শ্রীহরিনাম চিন্তামণি

এখন হরিনামের সাধন ও সাধ্যত্ব সম্বন্ধে প্রমাণের আলাচেনা করা যাউক।

হরিনাম যে সাধনের শ্রেষ্ঠ তাহা এই গ্রন্থের পূর্ব্ব পূর্ব্ব লহরীতে বেদ, পুরাণ ও মহাজনবাক্যে প্রমাণিত হইয়াছে। নিম্নে গৌর ভগবানের একটা উক্তি লিখিত হইল।

সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণদিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।

শ্রীচরিতামৃত

হরিনাম যে সাধ্যতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ং শ্রীহরি বা কৃষ্ণ তাহা এই গ্রন্থের নাম নামী অভেদ নামক ত্রিংশৎ লহরীতে লিখিত হইয়াছে, এবং হরে কৃষ্ণ হরে রাম আদি নাম যে সাধ্যের অবধি স্বয়ং রাধা কৃষ্ণ তাহাও কিছু পরে এই লহরীতে লিখিত হইবে। এখন নিম্নলিখিত প্রমাণে হরিনামের সাধ্য সাধনত্বের একটী অপূর্ব্বত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।

কর্ম্মাদি যত প্রকার সাধন আছে ও তত্তৎ সাধনের যে সমস্ত সাধ্য আছে, তৎ সমস্ত সাধন ও সাধ্য একমাত্র হরিনাম, অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী,যোগী আদির স্ব স্ব বাঞ্ছিত লাভ করিবার জন্য কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ আশ্রয় না করিয়া একমাত্র হরিনাম আশ্রয় করিলেই তৎ তৎ সাধনের সাধ্য অনায়াসে পাইবেন, আর কর্ম্মের, জ্ঞানের ও যোগের চরম সাধ্যও হরিনাম।

নিম্ন লিখিত প্রমাণে হরিনামের নিখিল সাধ্য ও সাধনত্ব লিখিত হইতেছে।

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগীনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

ভাঃ ২৷১৷১১

শ্রীশ্রীধরস্বামী পাদ কৃত টীকা-

ইচ্ছতাং কামিনাং তত্তৎফলসাধনমেতদেব। নির্ব্বিদ্যমানানাং মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনমেতদেব যোগীনাং জ্ঞানীনাং ফলঞ্চৈতদেব নির্ণীতং নাত্র প্রমাণং বক্তব্যমিত্যর্থঃ।

সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মাননীয় পূর্ব্বমহাজন শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী মহোদয় বলিতেছেন যে সকল শ্রেণীর সাধক ও সকল শ্রেণীর সিদ্ধের নামকীর্ত্তনই পরমশ্রেয়ঃ। কামী, মুমুক্ষু আদির ফল (সাধ্যের) সাধনই হরিনাম সংকীর্ত্তন আর যোগী জ্ঞানী প্রভৃতির ফলও (সাধ্য) হরিনাম, ইহা নির্ণীতই আছে, প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীজীবগোস্বামীকৃত ক্রমসন্দর্ভ টীকা-

শ্রীভাগবতমুপক্রমমাণ এব তস্য নানাঙ্গবতঃ তন্নামকীর্ত্তন-মেবোপদিশতি। তত্রাপি সর্ব্বেষামেব পরমসাধনত্বেন পরমসাধ্যত্বেন চোপদিশতি।

পণ্ডিতকুলচুড়ামণি শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিতেছেন যে হরিনামকীর্ত্তন সকলেরই (কামী, জ্ঞানী, যোগী আদির) পক্ষে পরম সাধন ও পরমসাধ্য স্বরূপ ইহা এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী পাদ কৃত টীকা-

কিঞ্চ সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃ পরমধিকং শ্রেয় ইত্যাহ। নির্ব্বিদ্যমানানাম্ অর্থাৎ মোক্ষপর্য্যন্তসর্ব্বকামেভ্য ইতি ইচ্ছতামিত্যর্থাৎ তানেবকামানিতি প্রবিশ পিণ্ডীমিতিবল্লভ্যতে, ততশ্চ নির্ব্বিদ্যমানানামেকান্তভক্তানাং ইচ্ছতাং স্বর্গমোক্ষাদি-কামিনাং যোগীনাম্ আত্মারামাণাঞ্চ এতদেব নির্ণীতং যথাযোগ্যং সাধনতেন ফলত্বেন চেতিভাবঃ।

সর্ব্ব বিদ্বৎকুলবরেণ্য ভাগবতশাস্ত্রের সূক্ষ্মমর্ম্মজ্ঞ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকার সারার্থ এই যে, হরিনামকীর্ত্তন স্বর্গ মোক্ষাদিকামী, একান্ত ভক্ত আত্মারাম প্রভৃতি সকলেরই সাধন ও সাধ্য (ফল) বলিয়া এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে। সমস্ত সাধকের ও সিদ্ধের এতাধিক শেয়ঃ আর নাই।

প্রাচীন মহাজন শ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ ভবানন্দ হরিনামকে সাধ্য ও সাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা-

**ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটিসংখ্যাধিকানাম্
ঐশ্বর্য্যং যচ্চেতনা বা যদংশঃ।
আবির্ভূতং তন্মহঃ কৃষ্ণনাম
তস্মে সাধ্যং সাধনং জীবনঞ্চ ॥**

পদ্যাবলী

তাৎপর্য্য এই যে অপরিমিত ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধীয় সমস্ত ঐশ্বর্য্য এবং সমুদয়

চেতন পদার্থ যাঁহার অংশ, সেই তেজোময় শ্রীকৃষ্ণ নামরূপে আবির্ভূত, অতএব কৃষ্ণনামই আমার সাধ্য সাধন ও জীবনস্বরূপ।

পুরাণ তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন যে হরিনাম বেদরূপ কল্পবৃক্ষের সৎফল যথাঃ-

সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।

প্রভাস খণ্ড

অর্থাৎ নাম বেদরূপ কল্পলতার সৎফল। বেদ কল্পলতা কেন ? না কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত আদি সর্ব্বসাধকের সাধনপ্রণালী এক বেদ হইতেই পাওয়া যায়, তাহা হইলে হরিনাম বেদরূপ কল্পলতার সফল ইহার তাৎপর্য্য এই দাঁড়াইতেছে যে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি সমস্ত বেদোক্তসাধনের সৎফল অর্থাৎ পরমসাধ্যই হরিনাম।

হরিনাম সমস্ত সাধক ও সমস্ত সিদ্ধের পরমাবলম্বন এ বিষয়ের প্রমাণ "এতন্নির্ব্বিদ্যমানানাং" ইত্যাদি উল্লিখিত শ্লোক ও মহাজন কৃত তৎ টীকা। সর্ব্ববিদ্বৎ ও তত্ত্বজ্ঞ সম্প্রদায়ের মাননীয় শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীপাদ ঐ শ্লোকের টীকাতে লিখিয়াছেন-

সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃ পরমন্যং শ্রেয়োঽস্তীত্যাহ এতদিতি।

অর্থাৎ সাধক বা সিদ্ধ সকলেরই পক্ষে হরিনামসদৃশ আর অন্য শ্রেয়ঃ নাই।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সর্ব্বসাধকের পক্ষে হরিনামের তুল্য অনায়াসে বাঞ্ছিতপ্রদ নির্ভয় সাধন আর নাই, তাহা এই গ্রন্থের পূর্ব্ব পূর্ব্ব লইরীতে লিখিত হইয়াছে। যিনি যাহা চান, তিনি এক হরিনামাশ্রয়েই তাহা অনায়াসে পাইবেন।

তারপর হরিনাম যে মুক্তকুলের পরমাবলম্বন তৎসম্বন্ধে নিম্নে আরও কয়েকটী প্রমাণ দেওয়া হল।

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥
স্তবমালা শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে সমস্ত বেদের শিরোভাগ অর্থাৎ উপনিষদ্‌রূপ রত্নমালার দ্যুতি দ্বারা যাঁহার পাদপদ্মের নখরূপ শেষসীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং যিনি সমস্ত মুক্তবর্গের উপাস্য সেই হরিনামকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করি।
এই বাক্যে হরিনামকে সমস্ত বেদের 'মৌলি অর্থাৎ উপনিষদের দ্বারা নীরাজিত পাদপদ্ম' ও 'মুক্তবর্গের দ্বারা উপাস্যমান' এই দুইটী বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট করায়, নামের আত্মারাম মুক্তশিরোমণি গণের পরমাবলম্বনত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই শ্লোকের টীকাতে বিদ্বৎকুলচূড়ামণি বেদান্তবিদগ্রগণ্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় " নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ " ও এতন্নির্ব্বিদ্য মানানামিচ্ছতামকুতোভয়ং" আদিশ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ দ্বারা শ্লোকস্থ "মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং অর্থাৎ সমস্ত সিদ্ধ মুক্তগণের, পরমাশ্রয় এই বাক্যটিকে বিশেষরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন।

(জ) হরিনাম গোলকের গুপ্তবিত্ত-

পরমকরুণ গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ কলিরদীন জীবগণকে চির অপ্রদত্ত

নিজ ভাণ্ডারের গুপ্তধন নামামৃত প্রেমামৃত বিতরণের জন্য গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন **যথা-**

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে।
চৈঃ চঃ

যে শ্রীকৃষ্ণ পরমোদার গৌররূপে চির অপ্রদত্ত স্বীয় গুপ্তবিত্তরূপ প্রেমামৃত ও নামামৃত আপামর জনগণকে বিতরণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম।

গোলোকপতি গৌরচন্দ্রের প্রিয়তম শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন-

গোলোকের প্রেমধন, হরিনামসংকীর্ত্তন
রতি না জন্মিল কেন তায়?

বাস্তবিকই হরিনাম সংকীর্ত্তন গোলোকবাসীর প্রাণধন। এ বিষয়ে নিম্নে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল।

গোলোকের অন্তঃপ্রকোষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীবৃন্দাবনেই মাধুর্য্যময়ী লীলার পূর্ণতম বিকাশ। সেই মাধুরীময়ী বৃন্দাবন লীলার সম্পাদিকা ও লীলা-বৈচিত্র্য সংঘটনকারিণী যোগমায়া পৌর্ণমাসীর বদনসুধাকর হইতে নামের যে অতুল মধুর মহিমামৃত শ্লোকাকারে ক্ষরিত হইয়া সর্ব্ব সাধুজনের সর্ব্বাত্মাকে অভিষিক্ত করিয়াছে, সেইনামমহিমাত্মক শ্লোকটী শ্রবণ করুন, তাহাতেই জানিবেন যে নাম গোলোকের গুপ্তবিত্ত ও গোলোকবাসীর প্রাণধন কি না?

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটতে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্ ॥
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং
নো জানে জনিত কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ।
বিদগ্ধমাধব নাটক ১। ৩৩

পৌর্ণমাসী দেবী নান্দীমুখীকে বলিতেছেন , হে বৎসে ! "কৃষ্ণ" এই দুইটী বর্ণ যে কি পরিমিত অমৃত দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহা আমি জানি না । দেখ ! এই অমৃতময় বর্ণদ্বয় যৎকালে জিহ্বাতে নৃত্য করে তখন রসনাশ্রেণী প্রাপ্তির অভিলাষ হয় অর্থাৎ ইচ্ছা যে কোটি 'জিহ্বা থাকিলে নামামৃত আস্বাদন করিতাম, আবার ইহা শ্রবণ বিবরে অঙ্কুরিত হইলে অর্ব্বুদ সংখ্যক কর্ণলাভের ইচ্ছা হয় অর্থাৎ অর্ব্বুদ কর্ণ থাকিলে তৎ সমূহদ্বারা নামামৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইতাম এবং ইহা চিত্তরূপ প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ব্যাপারকে জয় করে অর্থাৎ চিত্তনামরসে ডুবিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য রহিত হইয়া যায়, ভাবার্থ এই যে এত আনন্দোৎপত্তি হয় যে তাহাতে ইন্দ্রিয় সমস্ত স্তম্ভীভূত হইয়া যায়, কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না, বাহ্য জ্ঞান লোপ হইয়া যায় ।

এই শ্লোকের শ্রীল যদুনন্দন দাসঠাকুর কৃত পদ্যানুবাদ শ্রবণ করুন-

মুখে লইতে কৃষ্ণ নাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম,
আরতি বাঢ়ায় অতিশয় ।
নাম সুমাধুরী পাঞা, ধবিবারে নারে হিয়া,
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয় ॥
কি কহিব নামের মাধুরী ।
কেমন অমিয় দিয়া, কে জানি গঢ়িল ইহা,
কৃষ্ণ এই দু আঁখর করি ॥ ধ্রু॥

আপন মাধুরী গুণে, আনন্দ বাঢ়ায় কাণে,
তাতে কালে অঙ্কুর জনমে ।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ, যবে হয় তবে নাম,
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে ।।
কৃষ্ণ দু আঁখর দেখি, জুড়ায় তপত আঁখি,
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায় ।
যদি হয় কোটি আঁখি, তবে কৃষ্ণরূপ দেখি,
নাম আর তনু ভিন্ন নয় ।।
চিত্তে কৃষ্ণনাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে,
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ, করে অতি আহ্লাদন,
নামে করে প্রেম উনমাদ ।
যে কাণে পশয়ে নাম, সে তেজয়ে আনকাম,
সব ভাব করয়ে উদয় ।।
সকল মাধুর্য্য স্থান, সব রস কৃষ্ণনাম,
এ যদুনন্দন দাস কয় ।।

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ রসনির্য্যাস আস্বাদনার্থ ও জীবগণকে রসাস্বাদন করাইবার জন্য গোলোকস্থ বৃন্দাবনলীলাকে ভুবনে প্রকটিত করেন। সেই ভৌমবৃন্দাবনলীলায় দেখা যায় বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণপ্রাণ-বল্লভা, কৃষ্ণপ্রেমের মহাভাব স্বরূপিণী, বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণানুরাগোদয় নামেই আরম্ভ হয়, নবানুরাগিণী মহাভাবস্বরূপিণীর শ্রীমুখোক্তি শ্রবণ করুন ।

সখি ! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ।।

পদকল্পতরু

আবার কৃষ্ণবিরহাবস্থায় শ্রীনামগানই মহাভাবস্বরূপিণীর প্রধান অবলম্বন, যথা-

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দি দৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।৩।৩৮

কৃষ্ণবিরহাকুলা নববালা শ্রীরাধিকার অবস্থা দেখিয়া গিয়া কোন সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলিতেছেন, হে গোবিন্দ ! শ্রীরাধা সাশ্রুনয়নে মধুরস্বরে তোমার নামাবলী গান করিতেছেন।

এই জন্যই শ্রীরূপগোস্বামীপাদ কৃষ্ণনামাষ্টকে বলিয়াছেন যে-

নাম গোকুলমহোৎসবায় তে
কৃষ্ণপূর্ণবপুষে নমো নমঃ ॥

অর্থাৎ হে নাথ ! আপনি গোকুলবাসীগণের মূর্ত্তিমান আনন্দ স্বরূপ ও আপনার বপু মাধূর্য্যপূর্ণ, অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

(ঝ) হরিনামই রাধাকৃষ্ণ-

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি ষোড়শনামাত্মকমালা "হরেকৃষ্ণ রাম" এই তিন নামের সংগ্রথনেই নির্ম্মিত। "হরেকৃষ্ণ রাম" ইত্যাদি নামগুলি সম্বোধনান্ত। রসিক ভক্তগণের মতে এই নামনিচয় ব্রজেন্দ্রনন্দন বাচক।

গৌড়মাধেবশ্বর সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর শ্রীমৎ গোপালগুরু গোস্বামী বলেন-

সর্ব্বেষাং স্থাবরজঙ্গমাদীনাং তাপত্রয়ং হরতীতি হরিঃ। যদ্বা দিব্য সর্দ্গুণশ্রবণকথনদ্বারা সর্ব্বেষাং বিশ্বাদীনাং মনোহরতীতি হরিঃ।

যদ্বা স্বমাধুর্য্যেন কোটিকন্দর্পলাবণ্যেন সর্ব্বেষাং অবতারাদীনাং মনোহরতীতি হরিঃ। হরিশব্দস্য সম্বোধনে হে হরে।

অর্থাৎ সমস্ত স্থাবরজঙ্গমের তাপত্রয় হরণ করেন, অথবা দিব্য সদ্‌গুণাদি দ্বারা সমস্ত বিশ্বের মন হরণ করেন, অথবা নিজের কোটিকন্দর্পের ন্যায় লাবণ্য ও মাধুরী দ্বারা সমস্ত অবতারাদির মন হরণ করেন বলিয়া কৃষ্ণের নাম হরি। আর হরি শব্দের সম্বোধনই হরে।

কৃষ্ণশব্দও নন্দনন্দনের বাচক যথা- গোপালগুরু সংগৃহীত ব্রহ্মসংহিতা বাক্য-

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণসচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দসর্ব্বকারণকারণম্॥
আনন্দৈকসুখস্যামী শ্যামকমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥

কৃষ্ণশব্দস্য সম্বোধনে কৃষ্ণ !

শ্রীগৌর ভগবান স্পষ্টই বলিয়াছেন-

কৃষ্ণনামের বহু অর্থ নাহি মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি॥

কৃষ্ণ সন্দর্ভে-

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রুচিরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥

কৃষ্ণ শব্দের সম্বোধনে কৃষ্ণ !

রামশব্দ ও নন্দনন্দনবাচক যথা শ্রীমৎ গোপালগুরু গোস্বামী ধৃত পুরাণবাক্য-

বৈদগ্ধিসারসর্ব্বস্ব মূর্ত্তিলীলাধিদেবতাম্।
শ্রীরাধাং রময়েন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে॥

শ্রীরাধিকায়াশ্চিত্তমাকৃষ্য রমতি ক্রীড়তি ইতি রামঃ। রাম শব্দস্য সম্বোধনে রাম।

শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুরকৃত ইহার অর্থ যথা-

বৈদগ্ধ্যসারসর্ব্বস্বমূর্ত্তলীলেশ্বর।
শ্রীরাধারমণ রাম নাম অতঃপর ॥

রাম শব্দের সম্বোধনে রাম।

এইত গেল সর্ব্বশ্রেণীর ব্রজরসিক সাধকগণ কর্ত্তৃক আস্বাদিত "হরেকৃষ্ণ" আদি নামের অর্থ।

এখন মধুররসরসিক যুগলভজনপরায়ণ ভক্তগণের মতে "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই নাম যুগলকিশোর শ্রীরাধা-কৃষ্ণবাচক কিরূপে তাহা শুনুন।

মধুররসিক ভক্তগণ "হরে" শব্দটীকে 'হরা" শব্দের সম্বোধনান্ত বলেন যথাঃ-

স্বরূপপ্রেমবাৎসল্যৈর্হরের্হরতি যা মনঃ।
হরা সা কথ্যতে সদ্ভিঃ শ্রীরাধা বৃষভানুজা ॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব রাধেতি পরিকীর্ত্তিতা ॥

ইত্যাদিনা শ্রীরাধাবাচক-হরা শব্দস্য সম্বোধনে হরে।

অর্থাৎ শ্রীবৃষভানুনন্দিনী স্বরূপ প্রেম ও বাৎসল্যে শ্রীহরির মন হরণ করেন, এই জন্য তাঁর নাম হরা, এবং শ্রীরাধা কৃষ্ণের আহ্লাদ স্বরূপিণী ও শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন এইজন্য তাঁর নাম হয় হরা। হরা শব্দের সম্বোধনে হরে ॥

"কৃষ্ণ ও রামের" অর্থ যে নন্দনন্দন তাহা উপরেই লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলে পাঠক বিচার করুন "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নাম রাধাকৃষ্ণ কি না?

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরমহাশয় ভজনরহস্যে লিখিয়াছেন।

চিদ্‌ঘন আনন্দরূপ শ্রীভগবান্।
নামরূপে অবতার এইত প্রমাণ ॥
অবিদ্যাহরণ কার্য্য হৈতে নাম হরি।
অতএব হরেকৃষ্ণ নামে যায় তরি।
কৃষ্ণহ্লাদস্বরূপিণী শ্রীরাধা আমার।
কৃষ্ণ মন হরে তাই হয়। নাম তাঁর ॥
রাধাকৃষ্ণশব্দে শ্রীসচ্চিদানন্দরূপ।
হরেকৃষ্ণ শব্দ রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ ॥
আনন্দস্বরূপ রাধা তাঁর নিত্যস্বামী।
কমললোচন শ্যাম রাধানন্দকামী ॥
গোকুল আনন্দ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।
রাধাসঙ্গে সুখাস্বাদ সর্ব্বদা সতৃষ্ণ ॥
বৈদগ্ধ্যসারসর্বস্বমূর্ত্তলীলেশ্বর।
শ্রীরাধারমণ রাম নাম অতঃপর ॥
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রীযুগল নাম।
যুগললীলায় চিন্তা কর অবিরাম ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু পরম পণ্ডিত ও রসিকেন্দ্রমুকুটমণি শ্রীল রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন-

"উপাস্যের মধ্যে কোন উপাস্য প্রধান" ?

তদুত্তরে রামানন্দ রায় বলিলেন -

"শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণনাম" ।

চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম

এখন পাঠক দেখুন, হরিনামই যুগলরাধাকৃষ্ণ নাম হইলে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাস্য আর কি আছে ?

এইজন্যই কলিতে হরিনাম মহাভাগবতগণের নিত্য কীর্ত্তনীয় যথা-

মহাভাগবতাঃ নিত্যং কলৌ কুর্ব্বন্তি কীর্ত্তনম্ ।

অর্থাৎ কলিতে মহাভাগবতগণ নিত্য কীর্ত্তন করেন ।

এই জন্যই মুক্তশিরোমণি মহাভাগবত শ্রীনারদ বলিয়াছেনঃ-

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্ ।

নারদীয় পুরাণ

অর্থাৎ কেবল হরিনাম, হরিনাম, হরিনামই আমার জীবন ।

এইজন্যই গৌড়মাধবসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদ বলিয়াছেন-

" জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে " ।
" পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে " ॥

অর্থাৎ হে কৃষ্ণের আনন্দ স্বরূপ নাম । তোমার জয় হউক, জয় হউক ! পরম অমৃতস্বরূপ একমাত্র তুমিই আমার জীবন ও ভূষণ ।

মধুর রসাশ্রিত রাগানুগীয় ভক্তগণ নিম্ন লিখিত ভাবের সহিত হরেকৃষ্ণ নাম আস্বাদন করিয়া থাকেন ।

যথা-

হে হরে মাধুর্য্য গুণে হরি লবে নেত্র মনে
মোহন মূরতি দরশাই।
হে কৃষ্ণ আনন্দধাম মহা আকর্ষক ঠাম
তুয়া বিনে দেখিতে না পাই ॥
হে হরে ধরম হরি গুরু ভয় আদি করি
কুলের ধরম কৈলে দূর।
হে কৃষ্ণ বংশীর স্বরে আকর্ষিয়া আনি বলে
দেহ গেহ স্মৃতি কৈলে দূর ॥
হে কৃষ্ণ কর্ষিতা আমি কঞ্চুলি কর্ষহ তুমি
তা দেখি চমক মোহে লাগে।
হে কৃষ্ণ বিবিধ ছলে উরোজ কর্ষহ বলে
স্থির নহ অতি অনুরাগে ॥
হে হরে আমারে হরি লৈয়া পুষ্প তল্লোপরি
বিলাসের লালসে কাকুতি।
হে হরে গোপত বস্ত্র হরিয়া সে ক্ষণ মাত্র
ব্যক্ত কর মনের আকুতি ॥
হে হরে বসন হর তাহাতে যেমন কর
অন্তরের হার মত বাঁধা।
হে রাম রমণ অঙ্গ নানা বৈদগধি রঙ্গ
প্রকাশি পূরহ নিজ সাধা ॥
হে হরে হরিতে বলি নাহি হেন কুতুহলি
সবার সে বাক্য না রাখিলা।
হে রাম রমণ রত তাহে প্রকটিয়া কত
কি রস আবেশে ভাসাইলা ॥

হে রাম রমণ প্রেষ্ঠ মম রমণীয় শ্রেষ্ঠ
তুয়া সুখে আপনি না জানি।
হে রাম রমণ ভাগে ভাবিতে মরমে জাগে
সে রস মূরতি তনু খানি ॥
হে হরে হরণ তোর তাঁহার নাহিক ওর
চেতন হরিয়া কর ভোর।
হে হরে আমার লক্ষ্য হর সিংহপ্রায় দক্ষ
তোমা বিনা কেহ নাহি মোর ॥
তুমি সে আমার জ্ঞান তোমা বিনা নাহি আন
ক্ষণেকে কলপ শত যায়।
সে তুমি আনত গিয়া রহ উদাসীন হৈয়া
কহ দেখি কি করি উপায় ॥

শ্রীপদকল্পতরু

॥ পঞ্চত্রিংশ লহরী ॥

॥ হরিনামে সর্ব্বসিদ্ধি ॥

হরিনামে সর্ব্বসিদ্ধি গৌরশিক্ষা-সার।
ইথে যার নাহি রতি গতি নাহি তার ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে কি শিক্ষা দেওয়ার সংকল্প করিয়া আসিয়াছিলেন ও জগতে প্রকট হইয়া কি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রীলীলাগ্রন্থ সমূহে বিশেষভাবে বর্ণিত। এই গ্রন্থের "হরিনাম প্রচারিতে গৌর অবতার। নাম বিনা প্রভু নাহি উপদেশে আর" নামক ৩২শ লহরীতে লিখিত প্রভুর বাল্য হইতে অপ্রকট পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন মহানুভবগণের প্রতি শ্রীমুখোক্তি সমূহ

প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে সকলেই দেখিবেন ও বিস্তারিত লীলাগ্রন্থেও অবগত হইবেন যে একমাত্র নামসংকীর্ত্তনই প্রভুর শিক্ষার নির্য্যাস। এই লহরীতে বিশেষ রূপে দেখান হইবে যে একমাত্র হরিনামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বাশ্রয়ণীয় ও নামে সর্ব্বসিদ্ধিলাভই শ্রীপ্রভুর শিক্ষার সার।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি মর্ম্মী অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামানন্দ রায়, ইহাদের তুল্য রাধারস-রসিক ও প্রেমিক অতি বিরল। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতের মধ্যে সার্দ্ধ তিনজনকে শ্রীরাধার গণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীপাদস্বরূপ ও রামানন্দ দুইজন। **যথা-**

প্রভু লেখা করে রাধা ঠাকুরাণীর গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সার্ধ তিনজন ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতী আর তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন ॥

চৈঃ চঃ আঃ ২য় পঃ

এখন পাঠক দেখুন, শ্রীমন্মহাপ্রভূর গণের মধ্যে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ গোস্বামীর স্থান কোথায়? লীলা লেখকগণ ভূয়োভূয়ঃ এই দুই মহানুভবের গুণ বর্ণন করিয়াছেন। ষড়দর্শনবেত্তা শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম রামানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন-

"পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম"।

চৈঃ চঃ মঃ ৭ম পঃ

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি মহানুভবগণ শ্রীল স্বরূপ গোস্বামীকে সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ বলিয়াছেন। **যথা-**

কৃষ্ণ-রসতত্ত্ব-বেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥

চৈঃ চঃ মঃ ২য় পঃ

পরমকরুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলা অপ্রকটের অব্যবহিত পূর্ব্বে, জগৎবাসী জীবগণের মঙ্গলের জন্য এই দুই অতি মর্ম্মী, অতি অন্তরঙ্গ ও রসিক শিরোমণি পার্ষদদ্বয়কে যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহাই প্রভুর, চরমশিক্ষা বা সর্ব্বশিক্ষার সার বিবেচনা করি। এস্থলে তাহাই আলোচনা করিতেছি।

১। হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
২। নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
৩। সংকীর্ত্তনযজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
৪। সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
৫। নাম সংকীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থনাশ।
৬ সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥
৭। সংকীর্ত্তন হৈতে (১) পাপ (২) সংসার নাশন।
৮। (৩) চিত্তশুদ্ধি (৪) সর্ব্বভক্তিসাধন উদগম॥
৯। (৫) কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম (৬) প্রেমামৃত আস্বাদন।
১০। (৭) কৃষ্ণপ্রাপ্তি (৮) সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন॥
১১। অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
১২। কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
১৩ খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয়।
১৪। দেশকাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়॥
১৫। সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
১৬। আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥

শ্রীচরিতামৃত অন্ত্য ২০পঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমে (১ম ও ২য় সংখ্যকপাদে) কলিতে নামসংকীর্ত্তনকেই পরম উপায় (সাধন) বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তৃতীয় ও ৪র্থ সংখ্যকপাদে সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কৃষ্ণ আরাধনকারীকেই সুমেধা বলিয়াছেন, তাহাতে কলিতে সংকীর্ত্তনকেই বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার ভাবার্থে

এই সূচিত হইতেছে যে যিনি সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কৃষ্ণ আরাধনা করেন, তিনিই সুমেধা, তদ্ব্যতীত অন্য সকলে কুমেধা।

যদি বলা যায় যে জগতে জীবগণ কর্ম্মজ্ঞানাদি কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সাধনের দ্বারা নিজ নিজ বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিতেছেন, একমাত্র নাম সংকীর্ত্তন অবলম্বন করিলে কি ভিন্ন ভিন্ন রুচিবিশিষ্ট সকল সাধক নিজ নিজ বাঞ্ছিত (সাধ্য বস্তু) লাভে সমর্থ হইবে ? এইরূপ প্রশ্ন বা তর্ক হওয়াই স্বাভাবিক ; এই জন্য সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু ৫ম ৬ষ্ঠ পাদে একমাত্র নামেই সর্ব্ব সাধকের সর্ব্বার্থ প্রাপ্তির কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন । বলিয়াছেন যে নামে সকল অনর্থ নষ্ট হইবে, সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল লাভ হইবে এবং কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি হইবে। পাছে ইহাতেও বুঝিতে গোল হয় ও নামের সর্ব্বসিদ্ধি সম্বন্ধে সকলে নিঃসন্দেহ হইতে না পারেন, এইজন্য পরমকরুণ প্রভু ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম সংখ্যক পাদে সুস্পষ্টরূপে বিস্তারিত ভাবে অথচ সারস্বরূপে জীবের সাধ্য বস্তু গুলির উল্লেখ করতঃ একমাত্র নামসংকীর্ত্তনেই তৎ সমুদয় প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করিয়াছেন । শ্রীপ্রভুর উক্তিতে যে সমস্ত সারসাধ্য বস্তুগুলি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সকলের সুগমার্থ উপরি উক্ত পদ্যের মধ্যে প্রত্যেক সাধ্য বস্তুর পূর্ব্বে একাদি ক্রমিক সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে । নিম্নে ও সংখ্যানুযায়ী পর পর লিখিত হইল।

॥ নাম সংকীর্ত্তনে ॥

নামাভাসে-

(১) পাপনাশ। (২) সংসারনাশ বা মায়ামুক্তি।

সশ্রদ্ধ নামে-

(৩) চিত্তশুদ্ধি। (৪) সর্ব্বভক্তিসাধন উদ্গম।

অপরাধ শূন্য নামে-

(৫) কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম। (৬) প্রেমামৃত আস্বাদন।

সেবাসঙ্কল্প সহ নামে-

(৭) কৃষ্ণপ্রাপ্তি। (৮) সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন।

মঙ্গলকামী জীবগণ প্রায়ই উল্লিখিত সাধ্য বস্তু গুলির মধ্যে কোন না কোন একটী পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন একমাত্র নামসংকীর্ত্তন দ্বারাই উল্লিখিত সমস্ত সাধ্য বস্তুগুলিই পাওয়া যাইবে।

সূক্ষ্মদর্শী ভক্ত পণ্ডিতগণ বিচার করিয়া বলেন যে যেমন আয়ুর্ব্বেদোক্ত "মকরধ্বজ" নামক ঔষধ "অনুপান বিভেদেন করোতি বিবিধান্ গুণান্" সেইরূপ অপ্রাকৃত মকরধ্বজ স্বরূপ হরিনামও ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়াতে গৃহীত হইয়া এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার সাধ্য প্রদান করিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণের উপদেশও শাস্ত্রযুক্তিতে জানা যায় যে নামগ্রহণে চারিপ্রকার প্রক্রিয়াতে উপরি উক্ত আটটী সাধ্য পাওয়া যায়। এক একটী প্রক্রিয়া দ্বারা একটী একটী বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত দুই দুইটি সাধ্য প্রাপ্তি হয়। সকলের বুঝিবার সুবিধার জন্য সাধ্যগুলির প্রতি দুইটীকে এক একটী বন্ধনীভুক্ত করিয়া প্রত্যেক বন্ধনীর পার্শ্বে বন্ধনাভুক্ত সাধ্য প্রাপ্তির জন্য অবলম্বনীয় নাম গ্রহণের প্রক্রিয়া লিখিত হইয়াছে।

নামাভাসে অর্থাৎ যে কোনও প্রকারে নাম লইলে প্রথম বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত সাধ্যদ্বয় অর্থাৎ পাপনাশ ও সংসারনাশ বা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। তজ্জন্য জীবের কোনপ্রকার আয়াস,শ্রদ্ধা,উদ্যম,যত্ন বা পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। শ্রীহরিনাম জীবগণ কর্ত্তৃক সংকেত,পরিহাস, স্তোভ বা হেলায় শ্রুত বা উচ্চারিত হইলেই জীবগণকে সর্ব্বপাপ মুক্ত ও সংসার

মুক্ত করেন। যেমন মৃত্যুকালে পুত্রের নামগ্রহণ ছলে নারায়ণনাম উচ্চারণ করিয়া অজামিল ও মলত্যাগ করিতে করিতে (শূকর কর্ত্তৃক তাড়িত ও আহত হইবার কালে শূকরোদ্দেশে ম্লেচ্ছভাষায় উচ্চারিত) “হারাম” শব্দ উচ্চারণে ম্লেচ্ছ সর্ব্ব পাপও মায়ামুক্ত হইয়া যোগীন্দ্রবাঞ্ছিত গতি লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব লহরীতে এই গ্রন্থে প্রচুর প্রমাণ লিখিত হইয়াছে।

শ্রদ্ধার সহিত অর্থাৎ নামে বিশ্বাস করিয়া ও নামাপরাধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হরিনাম করিলে দ্বিতীয় বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত সাধ্যদ্বয় অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধি ও সর্ব্বভক্তি সাধনোদগম হইয়া থাকে। যেমন নারদের উপদেশে ব্যাধ হরিনামে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া একমাত্র নাম অবলম্বন করিয়াই শুদ্ধ চিত্ত ও সর্ব্বগুণে গুণী হইয়া সর্ব্ব সাধন লাভ করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ নিরপরাধে হরিনাম করিলে তৃতীয়বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত সাধ্যবস্তুদ্বয় অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রেমলাভ ও প্রেমামৃত আস্বাদন হইয়া থাকে। **যথা-**

নিরপরাধে নাম লৈলে মিলে প্রেমধন।

চৈঃ চঃ

নামাপরাধ দশটী। কি কি তাহা এই গ্রন্থের ৯ম লহরীতে লিখিত হইয়াছে। অপরাধগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারও সেই সমস্ত হইতে সাবধান হইবার উপায় এবং অপরাধ ঘটিলে তাহা হইতে উদ্ধার লাভের উপায়, মোট কথা কিরূপে সম্পূর্ণরূপে নিরূপরাধ হইয়া হরিনাম করিতে হয় তাঁহার বিশেষ বিবরণ শ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

তারপর ৪র্থ বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত সাধ্য বস্তুদ্বয় অর্থাৎ “কৃষ্ণ প্রাপ্তি ও সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন” এই দুইটী সাধ্য প্রাপ্তির বিষয় আলোচনা করা যাউক।

সপ্তম সাধ্যটী অর্থাৎ "কৃষ্ণপ্রাপ্তি" বহুপ্রকার ও তাঁহার বহু তারতম্যও আছে। **যথা-**

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধা হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্যও আছয়॥

চৈঃ চঃ

ব্রজে কৃষ্ণ প্রাপ্তিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ব্রজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি রসে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ও কৃষ্ণ সেবা লাভ হয়। আবার চারিবিধ ব্রজবাসের মধ্যে পারকীয় মধুর রসে কৃষ্ণপ্রাপ্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আবার মধুর পারকীয় রসে শ্রীরাধার দাসী হইয়া সখী অনুগত ভাবে যে কৃষ্ণ প্রাপ্তি তাহাই কৃষ্ণপ্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা। শ্রীচরিতামৃত বলেন-

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে"।

মধুর পারকীয় রসে শ্রীরাধার দাসী হইয়া কৃষ্ণ প্রাপ্তি ও কৃষ্ণসেবার অধিক সাধ্য আর কিছুই নাই। ইহাই সাধ্যের পরাকাষ্ঠা।

হরিনাম বাঞ্ছাকল্পতরু। নামাশ্রয়ে দাস্যসখ্যাদি চারিবিধ ব্রজরসেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি ও সেবা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি যে রসে কৃষ্ণপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন সেইরূপ সঙ্কল্প করিয়া নামাশ্রয় করিলেই সিদ্ধিলাভ করিবেন। **তবে পরমকরুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাতে রাধাপ্রেমই জীবের চরম সাধ্য ও তাঁহার জন্যই বুদ্ধিমান লোকের চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য এবং শ্রীপ্রভুও তাহাই দিতে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। সুতরাং রাধাদাস্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের লক্ষীভূত পরম সাধ্যবস্তু। এই রাধাপ্রেমে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ও রাধাদাসী হইয়া নিগূঢ় নিকুঞ্জ সেবালাভের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে সেইরূপ সংকল্প করিয়া নামকল্পতরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।**

কিরূপভাবে হরিনামাশ্রয়ে শ্রীরাধিকার কিঙ্করী হইয়া কেশশেষাদির অগম্য, সুদুর্ল্লভ, শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাধিকার লাভ হয়, তাঁহার সবিশেষ সাধন প্রণালী রাগানুগাদীপিকাদি গোস্বামীগণের বিভিন্ন গ্রন্থে সবিস্তার লিখিত হইয়াছে। সেই সকল গ্রন্থে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে নামাশ্রয় করিলে সর্ব্ববাঞ্ছা কল্পতরু নামের কৃপায় ব্রজে সুদুর্ল্লভ যুগলসেবাপ্রাপ্তি ঘটিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে এইরূপ ভাবে নামাশ্রয় করিয়া বহু সাধক পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণপ্রাপ্ত হইয়া সেবামৃতসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছেন। লীলাগ্রন্থে সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

এখন কৃপাময় পাঠক বিচার করিয়া দেখুন "হরিনামে সর্বসিদ্ধি" লাভ প্রভুর শিক্ষার সার কিনা ? জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন রুচিশিষ্ট, কেহ পাপ হইতে নিষ্কৃতি চাহেন, কেহ মায়া হইতে মুক্তি চাহেন, কেই ভক্তিলাভ করিতে চাহেন ইত্যাদি।

পরম করুণ শ্রীপ্রভু জীবের প্রতি করুণা করিয়া হরিনামরূপ এমন একটী পরম বস্তুকে তাঁহাদের নিকট দিলেন, যাঁহার আশ্রয়ে সর্ব্বজীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধিলাভ হইবে। শ্রীপ্রভুর শিক্ষার সার এই, তুমি ঐহিক ধনজন আরোগ্যাদি সুখ চাও, তবে নামাশ্রয় কর, তুমি পারত্রিক স্বর্গাদি চাও, নামাশ্রয় কর, তুমি পাপনাশের ইচ্ছা কর, নামাশ্রয় কর, তুমি ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াইতে চাও, নামাশ্রয় কর, তুমি মোক্ষ চাও, নামাভাসেই মোক্ষ পাইবে, তুমি চিত্তশুদ্ধি চাও, নামাশ্রয় কর, তুমি "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি"। (অর্থাৎ ধনজন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী। শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি।) এইরূপ বাসনা কর, তবে নামাশ্রয় কর, তুমি প্রেম চাও, নিরপরাধে নামাশ্রয় কর, তুমি চতুর্ব্বিধ ব্রজরসে কৃষ্ণ প্রাপ্তির বাসনা কর, নামাশ্রয় কর, আর তুমি রাধাপ্রেমে পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি ও রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ সেবারূপ চরম সাধ্য চাও তাহা

হইলেও নামাশ্রয় কর। মোট কথা নাম কল্পতরু যিনি যাহাই চান, তিনি কেবল নামাশ্রয়েই তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হইবেন।

উল্লিখিত শ্রীপ্রভুর, প্রকট কালীয় শিক্ষার ৭ম হইতে ১০ম পদ্যে পাপনাশ হইতে সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন পর্য্যন্ত সাধ্যবস্তুগুলির প্রাপ্তির বিষয় বলিবার পরে ১১শ হইতে ১৩শ সংখ্যক পদ্যে বিশেষ করিয়া বলিলেন, যাঁহার যে বাঞ্ছা, তিনি যথা তথা অর্থাৎ খাইতে শুইতে সর্ব্বদা নাম গ্রহণ করিলেই তাহা প্রাপ্ত হইবেন। নাম সর্বশক্তিমান, সকলে নামকল্পতরুর আশ্রয় গ্রহণ কর, সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে।

হে পাঠক পাঠিকাগণ, নামে যে সর্ব্বসাধকের সর্ব্বার্থ প্রাপ্তি হয়। তাহা কেবল যে শ্রীমন্মহাপ্রভুই বলিলেন তাহা নহে, তাহা সমস্ত বেদ পুরাণে সুস্পষ্টরূপে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের পূর্ব্ব পূর্ব্ব লহরীতে সর্ব্বশক্তিমান নামের প্রত্যেক শক্তির বহু বহু প্রমাণ লিখিত হইয়াছে। সরলচিত্তে শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে নামের মহিমা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তাই হে পাঠক পাঠিকাগণ আমি গললগ্নীকৃতবাসে যুক্ত করে দন্তে তৃণ ধরিয়া সকলের নিকট প্রার্থনা করি,আপনারা একবার সরলচিত্তে হরিনামাশ্রয় করিয়া দেখুন, নাম সর্ব্বশক্তিমান কিনা ?

নামের শক্তি সম্বন্ধে তর্ক বা বিচার করা অপেক্ষা একবার নামাশ্রয় করিয়া দেখা কর্ত্তব্য নয় কি ? ইহাতে ক্ষতি ত কিছুই নাই ? ভ্রাতা ভগিনীগণ ! নাম মায়াতীত বস্তু, তার শক্তি সম্বন্ধে তর্ক চলিতে পারে না, তর্ক করিও না, একবার আস্বাদন করিয়া দেখ, সর্ব্ববাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে, নামরসে মজিয়া যাইবে ও তখন সকল তর্কের অবসান হইবে।

নাম বিচারের বা তর্কের বস্তু নহে, আস্বাদনেরবস্তু , আর ইহাতে ক্ষতিও বা কি ? কোনও কার্য্য নষ্ট হইবে না বা সময় হানি হইবে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে-

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশকালনিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
শ্রীচরিতামৃত অন্ত্য ২০শ পঃ

ষট্‌ত্রিংশ লহরী

॥ নামাপরাধীর নরকে গতি ॥

নামমহিমাতে যার অবিশ্বাস হয়।
নরকে নিবাস তার নিশ্চয় নিশ্চয়।

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু নামমাহাত্ম্যবাচিষু।
যেঽর্থবাদ ইতি ব্রুয়র্ন তেষাং নিরয়ক্ষয়ঃ ॥
জৈমিনি সংহিতা

নামমাহাত্ম্যবাচক শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ সকলকে যাঁহারা অর্থবাদ বলে, তাঁহাদের, নরকের আর ক্ষয় নাই।

অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্ ॥
কাত্যায়ন সংহিতা

যে ব্যক্তি হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা করে, সে মনুষ্যগণের মধ্যে পাপিষ্ঠ, সে নিশ্চয়ই নরকে নিপতিত হয়।

যন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য
ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্‌।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি
সংসারঘোরবিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গম্‌ ॥

ব্রহ্ম সংহিতা

বৌধায়নের প্রতি ভগবান বলিতেছেন, যে মনুষ্য নামকীর্ত্তনের নানাপ্রকার ফলশ্রুতি শ্রবণ করিয়াও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, প্রত্যুত, তাহাকে অর্থবাদ বলিয়া মনে করে, আমি সংসারের নানাবিধ নিদারুণ যন্ত্রণায় তার অঙ্গ নিপীড়িত করিয়া, তাহাকে দুঃখরাশির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকি।

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্‌ যঃ কুর্য্যাৎ দ্বিপদপাংশনঃ ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্ব সুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥

পদ্ম পুরাণ

যে ব্যক্তি সর্ব্ববিধ অপরাধ বা পাপাচরণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি হরির আশ্রয় গ্রহণ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, আবার যে নরাধম শ্রীহরির নিকটও অপরাধ অর্থাৎ বরাহপুরাণোক্ত দ্বাত্রিংশৎ প্রকার সেবাপরাধ করে, যদি সেই ব্যক্তি কখনও নামের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই নামপ্রভাবে সেবাপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, সুতরাং নাম সকলের বন্ধু, নামের নিকটে অপরাধ হইলে আর উপায় নাই, নিশ্চয় নরকে পতিত হইবে।

নামাপরাধ সমূহ এই গ্রন্থের নবম লহরীতে লিখিত হইয়াছে। তথায় দ্রষ্টব্য। **নিম্নেও পুনরায় লিখিত হইতেছে-**

অথ নামাপরাধঃ দশ যথা- বৈষ্ণব নিন্দাদি-বৈষ্ণবাপরাধঃ

বিষ্ণুশিবয়োঃ পৃথগীশ্বরবুদ্ধিঃ বেদপুরাণাদিশাস্ত্রনিন্দা,নাম্নি অর্থবাদঃ, নাম্নি কুব্যাখ্যা বা কষ্টকল্পনা, নামবলে পাপে প্রবৃত্তিঃ, অন্যশুভকর্ম্মভির্নামসাম্যমননম্, অশ্রদ্ধজনে নামোপদেশঃ, নামমাহাত্ম্যে শ্রুতেঽপি অপ্রীতিঃ ইতি দশধা ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু

নামাপরাধ দশবিধ যথা- ১। বৈষ্ণবনিন্দাদি অপরাধ ২। শিব স্বতন্ত্র ঈশ্বর না হইলেও, তিনি বিষ্ণুরই অবতারবিশেষ হইলেও তাহাকে বিষ্ণু হইতে পৃথক্ ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান ৩। শ্রীগুরুদেবে মনুষ্য বুদ্ধিত্ব প্রভৃতি অবজ্ঞা ৪। বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা ৫। নামে অর্থবাদ অর্থাৎ নামের যে সকল শক্তি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ঐসকল শক্তি বস্তুতঃ নাই, পরন্তু ঐগুলি প্রশংসা সূচক বাক্য মাত্র, এই প্রকার বিবেচনা করা ৬। নামে কুব্যাখ্যা বা কষ্টকল্পনা ৭। নামবলে পাপে প্রবৃত্তি ৮। অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামকে সমান মনে করা ৯। শ্রদ্ধারহিত ব্যক্তিকে নাম উপদেশ করা ১০। নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে অপ্রীতি।

উপরিউক্ত নামাপরাধ গুলির মধ্যে কোনও একটী ঘটিলেই নিশ্চয় নরকে গতি হইয়া থাকে। যথা পদ্মপুরাণে-

নাম্নোঽপি সর্ব্ব সুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ।

ইতি শ্রীশ্রীহরিনামামৃতসিন্ধু
সমাপ্তম্

পরিশিষ্ট

।। শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা নির্য্যাস ।।

।। সংকীর্ত্তন ।।

বাহু তুলে আমার গৌর বলে ।। ধ্রু ।।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ।। ১ ।।

সারভাগী গুণজ্ঞার্য্য প্রশংসয়ে কলি ।
সংকীর্ত্তনে সর্ব্বস্বার্থলাভ হয় বলি ।। ২ ।।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্ ।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্ ।। ৩ ।।

সত্যে ধ্যানে ত্রেতায় যজ্ঞে দ্বাপরে অর্চ্চনে ।
মিলে যাহা কলিতে তাহা কেশবকীর্ত্তনে ।। ৪ ।।
সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি ।
কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণদিতে ধরে মহাশক্তি।। ৫ ।।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন ।
নিরপরাধে নাম লৈলে মিলে প্রেমধন ।। ৬ ।।

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে ।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্ ।। ৭ ।।

বহু আয়াসেতে সিদ্ধ বিষ্ণুর স্মরণ ।
ওষ্ঠের স্পন্দনমাত্রে সিদ্ধ সংকীর্ত্তন ।। ৮ ।।

তেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥ ৯ ॥

জন্মশত বিধিমত করিলে অর্চ্চন ।
অবিরাম মুখে নাম করেন নর্ত্তন ॥ ১০ ॥
ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আর বার ।
কলিযুগে কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন সার ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১২ ॥

কলিতে প্রকট কৃষ্ণ ধরি পীতবর্ণ ।
যে তাঁরে কীর্ত্তনযজ্ঞে যজে সেই ধন্য ॥ ১৩ ॥
সেইত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার ।
সর্ব্বযজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥ ১৪ ॥
কৃষ্ণনাম হইতে হয় সংসার মোচন ।
কৃষ্ণ নাম হৈতে মিলে কৃষ্ণের চরণ ॥ ১৫ ॥
নামবিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম ।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥ ১৬ ॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ১৭ ॥

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার ।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার ॥ ১৮ ॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার ।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥ ১৯ ॥
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় করণ ।
জ্ঞান যোগ তপঃ কর্ম্ম আদি নিবারণ ॥ ২০ ॥

অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি এই তিন এবকার ॥ ২১ ॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয় ভাব ॥ ২২ ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ২৩ ॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
সদা ইহা জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥ ২৪ ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥ ২৫ ॥
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥ ২৬ ॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব যে বা কিছু হয়।
হরিনামসংকীর্ত্তনে অচিরে মিলয় ॥ ২৭ ॥
নাম-বিগ্রহ-স্বরূপ তিন একরূপ।
কিছু ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ রূপ ॥ ২৮ ॥
দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ ॥ ২৯ ॥

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ৩০ ॥

অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ ও বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে হন্ স্বপ্রকাশ ॥ ৩১ ॥

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ ॥ ৩৩ ॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ ৩৪ ॥
প্রেমের উদয় হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদকম্পপুলকাদি গদগদাশ্রুধার ॥ ৩৫ ॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফল পাই এত ধন ॥ ৩৬ ॥
কর্ম্মজ্ঞানসাধ্য নামাভাসেতে মিলয়।
নববিধভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ ৩৭ ॥
শুদ্ধ বা অশুদ্ধ ব্যবধান বিরহিত।
হইলেও নামে জীবের হয় সর্ব্বহিত ॥ ৩৮ ॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে ॥ ৩৯ ॥
জিহ্বাগ্রে বিরাজে যাঁর নাম কল্পতরু।
শ্বপচ হলেও তিঁহ হন্ যোগ্যগুরু ॥ ৪০ ॥
রূপগুণলীলা নাম হৈতে ভিন্ন নয়।
নাম হৈতে রূপ আদিক্রমে স্ফুর্ত্তি হয় ॥ ১১ ॥
প্রভু কহে শুন শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥ ৪২ ॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে করে কৃষ্ণআরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ৪৩ ॥
নামসংকীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস ॥ ৪৪ ॥
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপসংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তিসাধন উদগম ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত- সমুদ্রে মজ্জন ॥ ৪৬ ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ৪৭ ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥ ৪৮ ॥
নামে সর্ব্বসিদ্ধি ইথে নাহি কোন বাদ।
অর্থবাদ মানিলে হয় নাম অপরাধ ॥ ৪৯ ॥
নামে সর্ব্বসিদ্ধি যার নাহি এ বিশ্বাস।
অপরাধী সেই তার না যাইহ পাশ ॥ ৫০ ॥
ভক্তগণ শিরোমণি ঐকান্তিক ভক্ত।
ঐকান্তিকগণের আর নাহি অন্য কৃত্য ॥ ৫১ ॥

এবমৈকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে ॥ ৫২ ॥

নামের কীর্ত্তন আর স্মরণ ছাড়িয়া।
অন্যকৃত্য না রোচয়ে ঐকান্তিক হিয়া ॥ ৫৩ ॥
নামে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা বহুভাগ্যে হয়।
তীর্থ কহে ঐকান্তিক কৃপা ভিন্ন নয় ॥ ৫৪ ॥

গীত

মন হরিনাম কর সার ॥ ধ্রু ॥
নামৈব কেবল, নামৈব কেবল,
নামৈব কেবল গতি নাহি আর ॥

কলিকালে কৃষ্ণ ধরি পীতবর্ণ
সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদে অবতীর্ণ
অবতারে যাঁর কলি হৈল ধন্য
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে যজন তাঁহার ॥ ২ ॥

কলিতে কীর্ত্তনযজ্ঞে যেই রত
সেইত সুমেধা অন্যে কলি হত
নাম মহামন্ত্রসাধন স্বতন্ত্র
নাহি দীক্ষাপেক্ষা পুরশ্চর্য্যা আর ॥ ৩ ॥

নামে নাহি বর্ণ আশ্রম বিচার
বিপ্র শ্বপচের তুল্য অধিকার
গৃহস্থ সন্ন্যাসী ভেদ নাহি বাছি
নাহিরে অশুচি শুচির নির্দ্ধার ॥ ৪ ॥

পরিহরি কর্ম্ম যোগ তপ জ্ঞান
নামেতে কেবল হও নিষ্ঠাবান
দুর্দ্দৈবে যে জন ইথে সন্দিহান
নাহি নাহি তার নাহিরে নিস্তার ॥ ৫ ॥

কর্ম্ম জ্ঞান যোগ সিদ্ধ্যে যা মিলয়
ভক্তির আভাসে হেলে তাহা হয়
নববিধাভক্তি নামে পূর্ণ প্রাপ্তি
নাম সর্ব্বসাধনের সারাৎসার ॥ ৬ ॥

সুধর্ম্ম আচারে আসক্তি প্রচুর
হরিনাম আশু করিয়া বিদূর
ধ্যানপূজাদির আগ্রহ অচির
বিরমিয়া প্রেমে করে মাতোয়ার ॥ ৭ ॥

শ্রবণ কীর্ত্তন আঘ্রাণ দর্শন
কিম্বা ত্বগিন্দ্রিয়ে করহ স্পর্শন
পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারে যে কোন প্রকারে
নাম লৈলে প্রাণী মাত্রের নিস্তার ॥ ৮ ॥

করুণা-সাগর কীর্ত্তন-জনক
চৈতন্য--চরিত্র প্রেম-প্রদায়ক
শুন শ্রদ্ধা করি বল হরি হরি
মাৎসর্য্যাপরাধ করি পরিহার ॥ ৯ ॥

কলিকালে ইহা বই নাই ধর্ম্ম
সকল শাস্ত্রের সার এই মর্ম্ম
যত মহাজন জীবের কারণ
নিজ গ্রন্থে কন্ করিয়া ফুকার ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণনাম অভেদ প্রমাণ
নামচিন্তামণি চিদানন্দধাম
ভূলোকে গোলোকে নাহি কোনলোকে
নামের সমান বস্তু কিছু আর ॥ ১১ ॥

নাম কল্পতরু কৈলে সমাশ্রয়
অচিরে সকল বাঞ্ছা পূর্ণ হয়
ভুক্তি মুক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তি পাপক্ষয়
পূরে সর্ব্ব আশা যেবা ইচ্ছা যার ॥ ১২ ॥

নামেতে কৃষ্ণের যাবতীয় শক্তি
কর নামাত্মিকা ঐকান্তিকী ভক্তি
পাপনাশ হতে কুঞ্জসেবা প্রাপ্তি
(নামে) সর্ব্বসিদ্ধি হয় প্রভুশিক্ষাসার ॥ ১৩ ॥

হরিনাম হরিনাম হরিনাম
বিনা নাই নাই নাই গতি আন
তীর্থ কহে মন বল অনুক্ষণ
কালাকাল আদি নাহিক বিচার ॥ ১৯ ॥

গীত

(২)

পরম যতনে শ্রীনাম রতনে
কর মন কণ্ঠহার রে ॥ ধ্রু ॥
ভূলোকে গোলোকে নাহি কোন লোকে
(হরি) নাম সম ধন আর রে ॥ ১ ॥

গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
অবতারে যাঁর কলি হৈল ধন্য
মহাযজ্ঞ নামসংকীর্ত্তনসম
(আর) নাহিক ভজন তাঁর রে ॥ ২ ॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম দান যজ্ঞ যোগ জ্ঞান
বেদার্থব্যাখ্যান তপতীর্থ স্নান
সর্ব্ব সদাচার সম্পূর্ণ তাঁহার
(হন্) জিহ্বাগ্রেতে নাম যাঁর রে ॥ ৩ ॥

সকল সাধনসার ভক্তি ভাই
সর্ব্বভক্তিফল নামে পূর্ণ পাই
নামে প্রেমরস প্রেমে কৃষ্ণ বশ
(মিলে) সেবাসুখ পারাবার রে ॥ ৪ ॥

ভক্তি কল্পলতা নাম তার ফুল
প্রেমমধুপূর্ণ আস্বাদ অতুল
সদ্ভক্ত ভ্রমর পিয়া নিরন্তর
(মদে) হয় মহা মাতোয়ার রে ॥ ৫ ॥

দেখরে অদূরে শ্মশান ভীষণ
কালের কেমন কঠোর শাসন
ধনী মানী রাজা পাইতেছে সাজা
(হেথা) খাটে নাক বল কার রে ॥ ৬ ॥

জিনিতে শমন যদি থাকে মন
ছাড়িয়া দুঃসঙ্গ করি দৃঢ়পণ
ধর হরিনাম বিজয় নিশান
(হেলে) যাবে যম অধিকার রে ॥ ৭ ॥

পলে পলে আয়ু হইতেছে ক্ষয়
পরক্ষণে প্রাণ রয় বা না রয়
শীঘ্র সাধুসঙ্গে, নামে মাতো রঙ্গে,
(তবে) সুখে হবে ভব পার রে ॥ ৮ ॥

রে অবোধ মন , হয়ে সাবধান
উচ্চৈঃস্বরে সদা কর নাম গান,
নামের সমান, সর্ব্বশক্তিমান
(ভবে) নাহিক সাধন আর রে ॥ ৯ ॥

নামাভাসে পাপনাশ ভবক্ষয়
নামে চিত্তশুদ্ধি ভাব-প্রেমোদয়
সদা নামগানে, যাবে ব্রজবনে
(কুঞ্জে) পাবে সেবা অধিকার রে ॥ ১০ ॥

খাইতে শুইতে সদা লবে নাম
দেশকালাদির নাহিক বিধান
নামে সর্ব্বসিদ্ধি, পুরাণে প্রসিদ্ধি
(মহা) প্রভু শিক্ষাসারাদ্ধোর রে ॥ ১১ ॥

তৃণ হইতেও সুনীচ মানিয়া
তরুর অধিক সহিষ্ণু হইয়া,
ছাড়ি অভিমান, অন্যে দিয়া মান
(ভক্তি) তীর্থকর নাম সার রে ॥ ১২ ॥

----------*----------

কলিযুগ-ধর্ম্ম

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ

হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার ।
কলিযুগে নাহি নাহি নাহি গতি আর ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃত এই শ্লোকার্থ-

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার ।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার ॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার ।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় করণ ।
জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, তপ আদি নিবারণ ॥

অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি এই তিন এবকার ।।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীগৌর-শিক্ষা-সারাৎসার

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে ।।

প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
সদা ইহা জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ।।
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ।।

চৈতন্য ভাগবত

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ।।
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ, সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্ব ভক্তিসাধন উদ্গম ।।
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ।।
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ।।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।।

সাংকেতিক চিহ্নাবলী

অ.পুঃ— অগ্নি পুরাণ
আ.পুঃ— আঙ্গিরস পুরাণ
আদি.পুঃ— আদি পুরাণ
ই.উঃ— ইতিহাসোত্তমে
উ.নীঃ— উজ্জ্বলনীলমণি
কা.সঃ— কাত্যায়নী সংহিতা
কূ.পুঃ— কূর্ম্ম পুরাণ
কৃ.কঃ— কৃষ্ণকর্ণামৃত
গ.পুঃ— গরুড় পুরাণ
চৈ.ভা.আ.অঃ— চৈতন্যভাগবত আদিলীলা, অধ্যায়
চৈ.ভা.ম.অঃ— চৈতন্যভাগবত মধ্যলীলা, অধ্যায়
চৈ.ভা.অ.অঃ— চৈতন্যভাগবত অন্ত্যলীলা, অধ্যায়
চৈ.চ.আ.পঃ— চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা,পরিচ্ছেদ
চৈ.চ.ম.পঃ— চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা,পরিচ্ছেদ
চৈ.চ.অ.পঃ— চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা,পরিচ্ছেদ
জ.রাঃ— জগদ্রামী রামায়ণ
জৈ.সঃ— জৈমিনী সংহিতা
দ্বা.মাঃ— দ্বারকা মাহাত্ম্যে
ন.পুঃ— নন্দি পুরাণ
না.পুঃ— নারদ পুরাণে
নৃ.পুঃ— নৃসিংহ পুরাণ
পদ্ম.পুঃ— পদ্ম পুরাণ
প.বঃ— পদ্যাবলী
প.সঃ— পরাশর সংহিতা
প্র.ভাঃ— প্রভাস খণ্ডে
ব.পুঃ— বরাহ পুরাণ
বা.পুঃ— বামন পুরাণ
বি.ধঃ— বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে
বি.মা.নাঃ— বিদগ্ধমাধবনাটক
বি.পুঃ— বিষ্ণু পুরাণ
বি.যাঃ— বিষ্ণুযামলে
বিষ্ণু.রঃ— বিষ্ণু রহস্যে
বিশ্বা.সঃ— বিশ্বামিত্র সংহিতা
বৃ.আ.উঃ— বৃহদারণ্যকোপনিষদ্
বৃ.হ.নাঃ— বৃহন্নারদীয় পুরাণ
বৃ.বি.পুঃ— বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ
বৈশ.সঃ— বৈশম্পায়ন সংহিতা
বৈশ্বা.সঃ— বৈশ্বানর সংহিতা
বৈ.চিঃ— বৈষ্ণব চিন্তামণি
বৌ.সঃ— বৌধায়ন সংহিতা
ব্রহ্ম.পুঃ— ব্রহ্ম পুরাণ
ব্র.পুঃ— ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ

ব্রহ্ম.বৈ.পুঃ— ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ
ভ.র.সিঃ— ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
শ্রীভ.গীঃ— শ্রীমদ্ভাগবতগীতা
ভা.পুঃ— শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ
ভাঃ— শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ
ভা. বিঃ— ভারত বিভাগে
ম.পুঃ— মৎস পুরাণ
ম.ভাঃ— মহাভারত
ল.ভাঃ— লঘু ভাগবতামৃতে
লি.পুঃ— লিঙ্গ পুরাণ
স্ক.পুঃ— স্কন্দ পুরাণ
স্ত.মাঃ— স্তবমালায়াম্
হ.ভ.বিঃ— হরিভক্তিবিলাস
হ.ভ.সুঃ— হরিভক্তি সুধোদয়

গৌড়ীয় ভক্তি প্রচার সংঘ (প্যাগড) কর্ত্তৃক প্রকাশিত সনাতনীয়,গোস্বামীগণ এবং মহাজনকৃত গ্রন্থাবলী ঃ-

১. শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ (অখণ্ড আখ্যান)
২.শ্রীশ্রীনামামৃত সমুদ্র
৩. শ্রীচৈতন্যশতকম্/শ্রীসার্ব্বভৌমশতকম্
৪. শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্,শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত টীকা সহিত
৫. শ্রীঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী
৬. শ্রীসংকল্পকল্পদ্রুমঃ
৭.নিরামিষ বনাম আমিষ আহার
৮. শ্রীহরিনামামৃত সিন্ধু
৯.শ্রীসিদ্ধস্বরূপ এবং সেবা
১০.শ্রীঅপ্রাকৃত জগতে ভাগবত সেবা
১১.সাধক জীবন ও ভক্তির অনুশীলন
১২. শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন মহিমা
১৩. শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভাগবত জীবন
১৪. শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী
১৫. শ্রীসনৎকুমার সংহিতা
১৬. শ্রীমন্নামামৃতসিন্ধুবিন্দু
১৭. শ্রীরাধারস সুধানিধী
১৮. শ্রীশ্রীউৎকলিকা বল্লরি
১৯.ভক্তি ক্রমবিকাশের অন্তরায়
২০. শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকৃত টীকা সহিত
২১.শ্রীসঙ্গীত মাধবম্
২২. শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ (শ্রীদশম চরিতম্)
২৩. শ্রীমদ্ভাগবত (শ্রীভগবান, ভক্ত এবং ভক্তি প্রসঙ্গ)
২৪.শ্রীক্ষণদা চিন্তামণি

২৫.চাণক্য নীতি
২৬. শ্রীপ্রবন্ধাবলী
২৭. শ্রীগোপাল বিরুদাবলী
২৮. শ্রীসিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়
২৯.শ্রীব্রজবিহার কাব্য
৩০. শ্রীবৈষ্ণব বিবৃতি
৩১.শ্রীগৌরলীলামৃত
৩২.শ্রীচৈতন্যপরিকর
৩৩.শ্রীসিদ্ধান্ত দর্পণঃ
৩৪.শ্রীবেদান্ত স্যমন্তকঃ
৩৫.শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদ্
৩৬.শ্রীঈশোপনিষৎ
৩৭.শ্রীদানকেলিচিন্তামণি
৩৮.শ্রীদানকেলিকৌমুদী
৩৯.শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪০.শ্রীপদামৃত সমুদ্রঃ
৪১.শ্রীআর্য্যশতকম্
৪২.শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য গ্রন্থমালা
৪৩.শ্রীব্রজরীতি চিন্তামণি
৪৪.শ্রীব্রজবিলাস স্তবঃ
৪৫.শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা
৪৬.শ্রীশান্তিশতকম্
৪৭.শ্রীনিকুঞ্জরহস্যস্তবঃ
৪৮.শ্রীমাধুর্য্য কাদম্বিনী
৪৯.শ্রীব্রজ কী মাধুকরী (হিন্দী)
৫০.শ্রীপদাংকদূতম্ (হিন্দী)

অধিক গ্রন্থাবলী শাস্ত্রীজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত